AS-SUNNAI
Health Care

আল-বুরহান

মানুষ ও জিনের বিবাহ কি জায়েয?

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: আল-বুরহান – মানুষ ও জিনের মধ্যে বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ

১ ভূমিকা, নিকাহর সংজ্ঞা ও শরঈ দলিলের সূচনা ৬

২ ভূমিকা ৭

৩ প্রথম পরিচ্ছেদ ৯

৪ জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ ১৭

৫ জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ (দ্বিতীয় অংশ) ২৬

৬ আহলুল ইলমের বক্তব্য, শরঈ বিধান ও বিপক্ষের দলিলের সূচনা ৪৭

৭ যাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলেন — তাঁদের হাদীস ও কিসসা এবং তার খণ্ডন ৬৮

৮ জিনের আক্রমণ, করণীয় এবং গ্রন্থের সমাপ্তি ৮৩

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ১০৪

..... ১০৫

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ১০৬

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি আবু নসর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইমাম রচিত আরবি গ্রন্থ **«البرهان على تحريم التناكح بين الإنس والجان»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

আল-বুরহান – মানুষ ও জিনের মধ্যে বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ

১ ভূমিকা, নিকাহর সংজ্ঞা ও শরঈ দলিলের সূচনা

২ ভূমিকা

৩ প্রথম পরিচ্ছেদ

৪ জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ

৫ জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ (দ্বিতীয় অংশ)

৬ আহলুল ইলমের বক্তব্য, শরঈ বিধান ও বিপক্ষের দলিলের সূচনা

৭ যাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলেন — তাঁদের হাদীস ও কিসসা এবং তার খণ্ডন

৮ জিনের আক্রমণ, করণীয় এবং গ্রন্থের সমাপ্তি

ভূমিকা, নিকাহর সংজ্ঞা ও শরঈ দলিলের সূচনা

প্রকাশনা-তথ্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত (جميع حقوق الطبع محفوظة)

প্রথম সংস্করণ — ১৪২৮ হিজরি / ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

মাকতাবাতুল ইমাম আল-ওয়াদিয়ী (مكتبة الإمام الوادعي)

ইয়েমেন — দারুল হাদীস, দাম্মাজ — মাসজিদু আহলিস সুন্নাহর সম্মুখে

ইয়েমেনে পরিবেশক: দারুল আসার — সানআ — শারিয়ু তাইয — শুমাইলা — জামিউল খাইর মসজিদের পাশে — টেলিফোন: (৬১৩৩৬৫)

মিসরে প্রতিনিধি: দারু উমার ইবনুল খাত্তাব — কায়রো — টেলিফোন (০০২০১২৪৬১৮৩৩৬)

بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের উপর এবং যারা তাঁর অনুগামী হয়েছে তাদের উপর।

অতঃপর:

নিশ্চয়ই বিবাহ জীবনের সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম, যার উপর দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই ইসলাম এর প্রতি অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছে, এবং এর মাসআলাসমূহ ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অসংখ্য ও মহান বিধানসমূহ অত্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এ বিষয়ে বর্ণিত আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ থেকে এটি জানা যায়। সুতরাং মুসলিমদের কর্তব্য এ ছাড়া কিছু নয় যে, তারা বিবাহে অগ্রসর হওয়ার আগে নিকাহর বিষয়ে ফিকহ অর্জন করবে, যাতে সেই বিপর্যয়সমূহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে যেগুলো তাদের দ্বীন ও দুনিয়াকে তিক্ত করে তোলে।

আর মানুষের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বিবাহ-বিষয়ক মাসআলাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো — আল্লাহ একে কেবল আদম-সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

কিছু মুসলিম এই বিপদে পতিত হয়েছে যে, তারা জিনের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছে — এই বিবাহের ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

শয়তানী আছর (মাস) দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের উপর রুকইয়াহ করা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই নিকাহে জড়িয়ে পড়া লোকের সংখ্যা অনেক। আমার কাছে এ-ও স্পষ্ট হয়েছে যে, এই বিবাহ এমন সব ক্ষতিতে পরিপূর্ণ যা মুসলিমের দ্বীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেয়। তাই আমি এই বিবাহ নিষেধকারী দলিলসমূহের দিকে ফিরে গেলাম এবং সেগুলো প্রচুর পেলাম। আর আমি এই অশুভ বিবাহ সম্পর্কে আহলুল ইলমের বক্তব্য পর্যালোচনা করলাম, এবং তাঁদের অধিকাংশকে পেলাম — কেউ স্পষ্টভাবে এটিকে হারাম বলছেন, কেউ স্পষ্টভাবে মাকরূহ বলছেন।

উল্লিখিত এই নিকাহ সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণাও আছে তার কাছে গোপন নয় যে, এটি কেবল একটি শাখাগত ফিকহী মাসআলা নয়; বরং এটি এক মহাগুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ওয়ালা ও বারা-র এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পারস্পরিক সহযোগিতার। আর যা ক্ষতকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তা হলো — কিছু লেখক এমন পুস্তিকা রচনা করেছেন যেগুলো এই বিবাহের দিকে আহ্বান জানায়; এবং তাঁরা গবেষণা, যাচাই-বাছাই ও সত্যানুসন্ধানে আহলুল ইলমের পথ অবলম্বন করেননি। ফলে তাঁরা নিয়ে এসেছেন বিস্ময়কর ও বিপর্যয়কর সব বিষয়।

তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বিষয়টির গুরুত্ব — আমার দৃষ্টিতে — বিবেচনা করে কিছুটা গবেষণা, যাচাই ও ব্যাখ্যাসহ মাসআলাটিতে হাত দেব।

এক নজরে

- ★ বিবাহ দ্বীন ও দুনিয়ার ভিত্তি; বিবাহের আগে নিকাহর ফিকহ অর্জন করা কর্তব্য
- ★ লেখকের কথা: আল্লাহ বিবাহকে কেবল আদম-সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন
- ★ রুকইয়াহ করতে গিয়ে লেখকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে এই নিকাহে জড়ানো লোকের সংখ্যা অনেক
- ★ আহলুল ইলমের বক্তব্য দেখে তিনি তাঁদের অধিকাংশকে পেয়েছেন, কেউ হারাম বলছেন, কেউ মাকরূহ
- ★ এটি কেবল শাখাগত ফিকহী মাসআলা নয়; এর সম্পর্ক ওয়ালা-বারা ও পাপে সহযোগিতার সঙ্গে
- ★ কিছু লেখক এই বিবাহের দিকে আহ্বানকারী পুস্তিকা লিখেছেন, তাই তিনি এই গ্রন্থ লিখেছেন

যাচাই করুন

1. লেখকের গ্রন্থের নামের বাংলা অর্থ কী?

ক. জিনের সঙ্গে বিবাহের বৈধতার প্রমাণ

খ. মানুষ ও জিনের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ

2. আহলুল ইলমের বক্তব্য পর্যালোচনা করে লেখক তাঁদের অধিকাংশকে কেমন পেয়েছেন?

ক. সবাই জায়েয বলছেন

খ. কেউ স্পষ্টভাবে হারাম, কেউ স্পষ্টভাবে মাকরূহ বলছেন

3. লেখক এই মাসআলাকে কী বলেন?

ক. কেবল শাখাগত নয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

খ. একটি সাধারণ শাখাগত মাসআলা

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক

আমি দুর্বল সাব্যস্ত করা, সহীহ সাব্যস্ত করা ও তারজীহ প্রদানে আহলুল ইলমের পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি। সুতরাং এই নিন সেই পুস্তিকা, যার নাম আমি রেখেছি (البرهان على تحريم التناكح بين الإنس والجان) — "মানুষ ও জিনের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ"। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এটিকে তাঁর বান্দাদের কাছে গৃহীত করেন এবং তাঁর সমীপে আমার জন্য উপকারী বানান।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিকাহর সংজ্ঞা, বিবাহ নিয়ে মতভেদ ও সুস্থ বিবেকের অস্বীকার

নিকাহর সংজ্ঞা

(النكاح) শব্দটি ভাষাগতভাবে ব্যবহৃত হয়: একত্র করা, মিলিত করা, পরস্পরে প্রবিষ্ট হওয়া, এবং একটি বস্তুর অন্য বস্তুর উপর আরোহণ করে তার সঙ্গে লেগে থাকা — এসব অর্থে।

কোনো কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনে নিকাহ শব্দটি কয়েকটি অর্থে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে: আকদ (চুক্তি) এবং ওয়াত (সহবাস)। দেখুন ইবনুল জাওযীর "নুযহাতুল আ'ইউনিন নাওয়াযির ফী ইলমিল উজূহি ওয়ান নাযাইর", পৃ. (৫৯১)।

আর শরীয়াহর পরিভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকাহ দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়: বিবাহের আকদ। এটিই অধিকাংশ আহলুল ইলমের বক্তব্য।

তাঁদের কেউ কেউ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: নিকাহ হলো কোনো নারীর উপর আকদ সম্পাদন করা — তার দ্বারা উপভোগ লাভ, সন্তান লাভ এবং নিকাহর অন্যান্য কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে।

এই সংজ্ঞা অনুসারে জিন্নিয়ার সঙ্গে বিবাহে এসব বিষয় বাস্তবায়িত হয় না — যেমনটি এই পুস্তিকার অভ্যন্তরে অচিরেই ব্যাখ্যা আসছে।

নিকাহর ভাষাগত সংজ্ঞা ও শরঈ সংজ্ঞার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ "বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল" পৃ. (৫০১)-এ বলেছেন:

«النكاح في اللغة: الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم»

> "ভাষায় নিকাহ হলো: পূর্ণতম রূপে একত্র করা ও মিলিত করা। সুতরাং তা যদি দেহসমূহের মিলন হয়, তবে তা হলো সেই প্রবেশ, যার পরে দুই দেহের মিলনে আর কোনো চূড়ান্ত পর্যায় অবশিষ্ট থাকে না; আর তা যদি আকদসমূহের মাধ্যমে মিলন হয়, তবে তা হলো স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছেদ্যতার ভিত্তিতে উভয়কে একত্র করা।"

মুসলিমদের মধ্যে জিন ও মানুষের পারস্পরিক বিবাহ প্রকাশ পাওয়ার সূচনা

মুসলিমগণ জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সংঘটিত হওয়া থেকে নিরাপদ ছিলেন — রাসূল ﷺ-এর যুগেও, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও, এবং তাঁদের পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের যুগেও। অতঃপর এই নিকাহ প্রকাশ পেয়েছে সলফে সালিহীনের যুগের বাইরে।

আর ইমাম মালিক, আল-আ'মাশ কিংবা যায়দ আল-আম্মীর দিকে এ মাসআলা-সংক্রান্ত যেসব কিসসা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো সহীহ নয় — যেমনটি সংশয়সমূহের জবাবে অচিরেই আসছে।

আর যা এই কথাকে শক্তিশালী করে তা হলো: সেগুলো যদি তাবিয়ীদের যুগে ঘটে থাকত, তবে এই নিকাহকে যাঁরা জায়েয বলেন তাঁদের উপর খণ্ডন সংঘটিত হতো — অন্তত কিছু সলফের পক্ষ থেকে হলেও। সুতরাং এ থেকে যা উপকৃত হওয়া যায় তা হলো: জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের আবির্ভাব ঘটেছে সলফের যুগের পরে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এই নিকাহর বিষয়টি বেড়েই চলেছে ও বহুল হয়েছে — এমনকি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ "মাজমূউল ফাতাওয়া" (১৯/৩৯)-এ বলেছেন:

«وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه»

> "মানুষ ও জিনের মধ্যে কখনো কখনো পারস্পরিক বিবাহ হয় এবং তাদের মধ্যে সন্তান জন্মায়। এটি বহুল ও সুপরিচিত; আলিমগণ তা উল্লেখ করেছেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।"

জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মতভেদ

যেহেতু জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সংঘটিত হওয়া বিষয়টি অদ্ভুত ও সন্দেহজনক, তাই এটি সংঘটিত হয় কি হয় না — এ নিয়ে বহু লোকের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, এ মাসআলায় লেখকদের অনেকেই তাঁদের রচনায় এ বিষয়টি — এটি সংঘটিত হয় কি হয় না — আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ কায়েম করার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

এই মতভেদ প্রাচীনকালেও ঘটেছে, আধুনিককালেও ঘটেছে। আর এই মাসআলা গবেষণার মাধ্যমে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো — এটি সংঘটিত হয়। এটিই বহু আহলুল ইলমের বক্তব্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: «وقد يتناكح الإنس والجن... وهذا كثير معروف» — "মানুষ ও জিনের মধ্যে কখনো কখনো পারস্পরিক বিবাহ হয়... এটি বহুল ও সুপরিচিত।" মাজমূউল ফাতাওয়া (১৯/৩৯)।

আর "তাফসীরু হাদাইকির রূহি ওয়ার রাইহান"-এর লেখক (১৫/৩০২)-এ বলেছেন:

«ومن هنا أخذ بعض العلماء أن يمتنع أن يتزوج المرء امرأة من الجن، إذ لا مجانسة بينهما فلا مناكحة، وأكثرهم على إمكانه»

"এখান থেকেই কোনো কোনো আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষের পক্ষে জিন-জাতির কোনো নারীকে বিবাহ করা অসম্ভব; কেননা উভয়ের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য নেই, ফলে পারস্পরিক বিবাহও নেই। তবে তাঁদের অধিকাংশ এর সম্ভাব্যতার পক্ষে।"

বিবাহ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মতভেদ

বক্তা	বক্তব্য
ইবনে তাইমিয়্যাহ	কখনো বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মায়; এটি বহুল ও সুপরিচিত
লেখক	গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে: সংঘটিত হয়; এটিই বহু আহলুল ইলমের বক্তব্য
কোনো কোনো আলিম	জাতিগত সাদৃশ্য নেই, তাই মানুষের পক্ষে জিন-নারীকে বিবাহ অসম্ভব
তাফসীরের লেখক (হাদাইকির রূহ)	এ মত উল্লেখ করে বলেন: তাঁদের অধিকাংশ সম্ভাব্যতার পক্ষে

মতভেদ প্রাচীন ও আধুনিক উভয় কালেই ঘটেছে

এই বিবাহ কখনো কমে যায়, আবার কখনো বেড়ে যায়। এর আধিক্যের কারণ হলো জাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীদের ব্যাপক বিস্তার — বিশেষত সেসব জাদুকর যারা সৎকর্মশীলতা ও দ্বীনদারির দাবি করে, যেমন সূফীবাদীদের জাদুকরেরা। কেননা সূফীবাদীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা জাদুবিদ্যার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য — এই বলে যে, তারা কারামতের অধিকারী। এমনকি কোনো কোনো সূফীবাদী এই বিবাহ নিয়ে গর্ব করে; আর এটি সূফীবাদীদের বিরুদ্ধে অন্যতম আপত্তির বিষয়।

মানব-ব্যক্তি কীভাবে জিন্নিয়ার সঙ্গে বিবাহ পর্যন্ত পৌঁছায়

যারা জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমার কাছে নিশ্চিত হয়েছে যে, দুই জাতির মধ্যকার উল্লিখিত এই সংযোগ ঘটে জিন্নিয়া মানব-ব্যক্তির সামনে আত্মপ্রকাশ করার মাধ্যমে। জিন্নিয়া তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলে মানব-ব্যক্তির প্রচণ্ড ভয় ও বিরাট অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে তাকে প্রতারিত করে — যখন সে তার সামনে মানুষের এক সুন্দরী নারীর আকৃতিতে রূপ ধরে আসে। তার সঙ্গে থাকে জিনের একটি দল, যারা দাবি করে তারা তার আত্মীয়স্বজন, এবং তাদের সঙ্গে থাকে তাদেরই একজন আকদ-সম্পাদনকারী। মাত্র কয়েক মুহূর্ত — আর মানব-ব্যক্তি জিন্নিয়াকে বিবাহ করে ফেলে।

এভাবেই জিনেরা সেই মানবী নারীর সঙ্গেও আচরণ করে, যাকে তারা বিবাহ করতে চায়। অতঃপর মানব-পুরুষ বা মানবী-নারী যদি এই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে, তবে কখনো তারা তাকে ছেড়ে দেয়, আবার কখনো তাকে কষ্ট দেয় — আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়াই ঘটে।

লেখকের বর্ণনা: বিবাহ পর্যন্ত পৌঁছানো

১ **জিন্নিয়ার আত্মপ্রকাশ**
মানব-ব্যক্তির প্রচণ্ড ভয় ও বিরাট অস্থিরতা

২ **সুন্দরী মানবীর আকৃতিতে রূপ ধারণ**
সঙ্গে জিনদের দল, আত্মীয় দাবি, একজন আকদ-সম্পাদনকারী

৩ **মাত্র কয়েক মুহূর্তে বিবাহ**
বিবাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা থেকে লেখকের বর্ণনা

৪ **প্রত্যাখ্যান করলে**
কখনো ছেড়ে দেয়, কখনো কষ্ট দেয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্ট

সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিপদে পতিত হয়েছে, তার কর্তব্য দুটি বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া:

প্রথমটি: আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে কাকুতি-মিনতি করা এবং সত্যনিষ্ঠা, ইখলাস, ভয় ও মুরাকাবাসহ তাঁর ইবাদত করা।

দ্বিতীয়টি: কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা জিনদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করা। সে তাদের উদ্দেশে বলবে: তোমরা কি মুসলিম, না কাফির? যদি তারা বলে: কাফির — তবে সে তাদের কাছে স্পষ্ট করবে যে, ইসলাম মানুষের মধ্যকার কাফিরদের সঙ্গেই বিবাহ হারাম করেছে, আহলে কিতাব ছাড়া; সুতরাং তোমাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া তো আরও অগ্রগণ্য। আর যদি তারা বলে: আমরা মুসলিম — তবে সে তাদের কাছে স্পষ্ট করবে যে, মুসলিম মুসলিমের ভাই; সে তার উপর যুলুম করে না, তাকে (শত্রুর হাতে) সোপর্দ করে না এবং তাকে অসহায় ছেড়ে দেয় না। আর মানব-মুসলিমের উপর তোমাদের যুলুম ও সীমালঙ্ঘন হলো — তার উপর তোমাদের আত্মপ্রকাশ করা, এবং ইসলাম যা থেকে নিষেধ করেছে সেই দিকে তাকে আহ্বান করা, অর্থাৎ তোমাদের কাছে নিকাহর দাবি জানানো।

সুতরাং তোমাদের ইসলামে তোমাদের সত্যনিষ্ঠা এবং তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি তোমাদের ভয়ের দাবি হলো — তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে এই যুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে থাকবে। তাই আমরা তোমাদের কাছে চাই যে, তোমরা সৎপথপ্রাপ্ত অবস্থায় আমাদের থেকে সরে যাও।

অতঃপর তারা যদি মুসলিম হয় এবং তাদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকে সত্যপ্রীতিসহ, তবে তারা নসীহত গ্রহণ করবে ও সরে যাবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে আর ফিরে আসবে না। আর তারা যদি যিন্দীক, পথভ্রষ্ট কিংবা কাফির হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একগুঁয়েমি করবে। সুতরাং মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

জিনদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক

জিনেরা যা বলে	লেখকের বর্ণিত যুক্তি
আমরা কাফির	ইসলাম মানুষের কাফিরদের সঙ্গেই বিবাহ হারাম করেছে, আহলে কিতাব ছাড়া; তাই তোমাদের সঙ্গে আরও অগ্রগণ্য
আমরা মুসলিম	মুসলিম মুসলিমের ভাই; আত্মপ্রকাশ ও নিকাহর দাবি যুলুম ও সীমালঙ্ঘন
মুসলিম ও সত্যপ্রীতিসহ অজ্ঞ হলে	নসীহত গ্রহণ করে সরে যাবে
যিন্দীক, পথভ্রষ্ট বা কাফির হলে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করবে

লেখকের উপদেশ: আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও ইখলাসের ইবাদতের পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে যুক্তি-তর্ক

জিন্নিয়ার সঙ্গে মানব-ব্যক্তির বিবাহ থেকে মানবীয় ফিতরাতের বিতৃষ্ণা

জিন ও মানুষের মধ্যকার এই বিবাহের অশুভতার অন্যতম দিক হলো — মানবীয় ফিতরাত এ থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে দূরে সরে যায়। আর এর উপর যা প্রমাণ বহন করে তা নিম্নরূপ:

আদম-সন্তানেরা — তাদের পুরুষ ও নারী উভয়েই — নিজেদের অন্তরকে এই বিবাহের প্রতি উন্মুখ কিংবা এতে আগ্রহী পায় না; বরং তাদের অনেকের মনেই এ কথা প্রায় উদিতই হয় না। এর বিপরীতে মানুষের পরস্পরের মধ্যকার নিকাহ — তা একটি সহজাত প্রবৃত্তি, যার উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, খাদ্য ও পানীয়ের প্রবৃত্তির মতোই; তারা তা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না।

যাদের জন্য বিবাহ সহজলভ্য হয় না তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যে, তারা যিনা, লিওয়াত (সমকাম) ও অন্যান্য অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু এমন অবস্থায়ও তুমি তাকে জিনের সঙ্গে বিবাহ খুঁজতে দেখবে না। তবে এটি কীসের প্রমাণ বহন করে?

তুমি কি দেখো না — লোকেরা যখন জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি এক জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছে, তখন তুমি তাদের এতে আনন্দিত ও পুলকিত দেখো না? বরং তাদের কারও কারও কাছ থেকে এমন কথা শোনা যায় যা এই বিবাহ থেকে তাদের ফিতরাতের বিতৃষ্ণার প্রমাণ বহন করে; যেমন তাদের এ কথা: "অমুক কি জিন্নিয়া ছাড়া আর কাউকে পেল না বিয়ে করার জন্য!" আর তাদের কেউ কেউ বলে: "নারীরা যদি নিঃশেষ হয়েও যেত, তবুও আমি কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করতাম না।" আর তাদের পক্ষ থেকে এটি ফিতরাতেরই প্রেরণায় হয়ে থাকে।

সুতরাং উল্লিখিত এই ফিতরাতগত দলিলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দলিল; এই মাসআলায় এটিকে দলিল হিসেবে গণ্য করা উচিত — যাতে ফিতরাতের বিরোধিতা না করা হয়।

সুস্থ বিবেক জিনের সঙ্গে বিবাহকে অস্বীকার করে

যেহেতু জিনের সঙ্গে বিবাহ বিষয়টি অদ্ভুত ও সন্দেহজনক, তাই সুস্থ বিবেকসমূহ একে অস্বীকার করেছে।

আল-কুরতুবী "আল-জামি লি আহকামিল কুরআন" (১৩/১৪১)-এ বলেছেন: আল-মাওয়ার্দী বলেছেন:

«والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول؛ لتباين

الجنسين واختلاف الطبعين وتفارق الحسَّين»

"বিলকীসের মা জিন্নিয়া ছিলেন — এ কথাটি বিবেকসমূহের কাছে অস্বীকৃত; কারণ দুই জাতির পারস্পরিক বৈপরীত্য, দুই স্বভাবের ভিন্নতা এবং দুই ইন্দ্রিয়-প্রকৃতির পৃথকতা।"

আর আল-আলূসী "রূহুল মাআনী" (১৯/১৮৯)-এ বলেছেন:

ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنسي هل تبقى على لطافتها، فلا تُرى، والحمل على كثافة فيُرى أو يكون الحمل لطيفاً مثلها فَلا يُرَيان، فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر بني آدم أو تكون متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها وكل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يخفى»

"অতঃপর আফসোস, আমি জানতে চাই — জিন্নিয়া যদি মানব-ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হয়, তবে সে কি তার সূক্ষ্মতার উপরেই থেকে যাবে, ফলে তাকে দেখা যাবে না, অথচ গর্ভ থাকবে স্থূলতার উপর ফলে তা দেখা যাবে? নাকি গর্ভও তার মতোই সূক্ষ্ম হবে, ফলে দুটির একটিও দেখা যাবে না — অতঃপর যখন তার বিষয় পূর্ণ হবে তখন তা স্থূল হয়ে অন্যান্য আদম-সন্তানের মতো প্রকাশ পাবে? নাকি গর্ভ তার পেটে থাকা অবস্থায় সে আদম-সন্তানদের নারীদের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে, আর গর্ভস্থ সন্তান তার ভেতরে তার খাদ্য থেকে যা পৌঁছে তা দ্বারা পুষ্টি লাভ করবে ও বেড়ে উঠবে? — এই বিভাজনগুলোর প্রতিটিই অসম্ভাব্যতা থেকে মুক্ত নয়, যেমনটি গোপন নয়।"

আর আলবানী রহিমাহুল্লাহ এই নিকাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

نعم العقل لا يحيله، ولكنه أيضا لا يدركه، بل إنه يستبعده كما

تقدم، فالإيمان به يتطلب نصا صحيحا صريحا»

"হ্যাঁ, বিবেক একে অসম্ভব সাব্যস্ত করে না; কিন্তু বিবেক একে উপলব্ধিও করে না, বরং পূর্বে যেমন গত হয়েছে — বিবেক একে অসম্ভাব্য মনে করে। সুতরাং এতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য একটি সহীহ ও সুস্পষ্ট নস প্রয়োজন।" — আস-সিলসিলাতুদ দ্বাঈফা (১২/৬১০)

আমি বলি: বিবেকও এই বিবাহকে অস্বীকার করে; কারণ এটি মানব-ব্যক্তির উপর একটি আক্রমণ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার উপর আক্রমণ করেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মুসলিম কীভাবে সুখী হবে? আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা চালিয়েই যাচ্ছে, তার সঙ্গে তো আরও কীভাবে? তুমি কি দেখো না যে, মানব-ব্যক্তি হঠাৎ এক জিন্নিয়ার মুখোমুখি হয়, যে তাকে বিবাহের দাবি জানায় — অথচ তার সম্পর্কে তার কোনোরূপ পূর্ব-পরিচিতিই নেই।

আর কীভাবে বুদ্ধিতে ধরে যে এই বিবাহে কল্যাণ আছে, অথচ জিন্নিয়া নারী তার মানব-স্বামীর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়?

এমনিভাবে, সে যদি মানব-ব্যক্তির উপর প্রহার, হত্যা কিংবা অন্য কিছু দ্বারা আক্রমণ করে, তবে তার কাছ থেকে তার স্বামীর অধিকার কে আদায় করে দেবে?

এসব এমন বিষয়, যেগুলোর জন্য এই বিবাহ থেকে দূরে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

বিবেক ও ফিতরাত

সুস্থ বিবেকের অস্বীকার

- **আল-মাওয়ার্দী** — বিলকীসের মা জিন্নিয়া, কথাটি বিবেকের কাছে অস্বীকৃত
- **আল-আলূসী** — জিন্নিয়ার গর্ভ নিয়ে প্রশ্ন: প্রতিটি সম্ভাবনাই অসম্ভাব্যতাযুক্ত
- **আলবানী** — বিবেক অসম্ভব বলে না, উপলব্ধিও করে না; বিশ্বাসের জন্য সহীহ ও সুস্পষ্ট নস দরকার
- **ফিতরাত** — মানবীয় ফিতরাত এই বিবাহ থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে দূরে সরে যায়
- **লেখকের যুক্তি** — এটি মানব-ব্যক্তির উপর আক্রমণ; জিন্নিয়া স্বামীর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়

এক নজরে

- ★ শরীয়তের পরিভাষায় নিকাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহের আকদ
- ★ লেখকের মতে জিন-মানুষের বিবাহ সলফের যুগের পরে প্রকাশ পেয়েছে
- ★ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে; লেখকের গবেষণায় স্পষ্ট, তা সংঘটিত হয়
- ★ লেখকের বর্ণনায় জিন্নিয়া সুন্দরী মানবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করে ছলনা করে
- ★ আক্রান্তের কর্তব্য: আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি এবং কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে যুক্তি-তর্ক
- ★ লেখকের যুক্তি: ফিতরাত ও সুস্থ বিবেক এই বিবাহকে অস্বীকার করে

যাচাই করুন

1. কার কথায় আছে, মানুষ ও জিনের মধ্যে কখনো বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মায়, এটি বহুল ও সুপরিচিত?

ক. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ | খ. আল-মাওয়ার্দী

2. লেখকের বিবরণে জিন্নিয়া মানব-ব্যক্তির সামনে কী রূপে আসে?

ক. নিজের আসল আকৃতিতে | খ. সুন্দরী মানবীর আকৃতিতে

3. জিনেরা ‘আমরা কাফির’ বললে লেখকের বর্ণিত যুক্তি কী?

ক. কাফির জিনের সঙ্গে বিবাহ জায়েয | খ. ইসলাম মানুষের কাফিরদের সঙ্গেই বিবাহ হারাম করেছে, আহলে কিতাব ছাড়া; তাদের সঙ্গে আরও অগ্রগণ্য

4. আলবানীর উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী এই নিকাহে বিশ্বাসের জন্য কী দরকার?

ক. কেবল কিসসা | খ. সহীহ ও সুস্পষ্ট নস

5. লেখক ফিতরাতের দলিল হিসেবে কী বলেছেন?

ক. মানুষ এ বিবাহের প্রতি সহজাতভাবে উন্মুখ | খ. মানবীয় ফিতরাত এ বিবাহ থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে দূরে সরে যায়

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ

প্রথম ও দ্বিতীয় দলিল

যে ব্যক্তি সেসব আয়াত ও হাদীস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, যেগুলোতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে নিকাহর প্রতি আহ্বান রয়েছে এবং তার দ্বারা অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়েছে — সে দেখতে পাবে যে, সেগুলোর দলালত (নির্দেশনা) এই নিকাহতেই সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়। আর সেগুলো দূর থেকেও নয়, নিকট থেকেও নয়, সিয়াক (পরবর্তী প্রসঙ্গ) দ্বারাও নয়, সিবাক (পূর্ববর্তী প্রসঙ্গ) দ্বারাও নয় — জিনের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহের আহ্বানের প্রতি কোনো ইঙ্গিতই করেনি। আর এই নিন তার উপর দলিলসমূহ:

প্রথম দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[الروم:٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।" [সূরা আর-রূম: ২১]

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾

[الشورى: ١١]

"আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

আর তাঁর বাণী:

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾

[الشعراء: ١٦٦]

"আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তোমাদের যেসব স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন তাদের তোমরা বর্জন করো? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" [সূরা আশ-শুআরা: ১৬৬]

এই আয়াতসমূহ দ্বারা দলিল গ্রহণের দিক কয়েকটি; সেগুলো নিম্নরূপ:

তাঁর বাণী ·{خَلَقَ لَكُمْ}· ("তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন") ও ·{جَعَلَ لَكُمْ}· ("তিনি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন") — মুফাসসিরগণ এ মতের উপর আছেন যে, "লাকুম" (তোমাদের জন্য)-এর অর্থ: তোমাদের কারণে/তোমাদের উদ্দেশ্যে।

সুতরাং এখানে ইলাহী হিকমত হলো — আল্লাহ মানব-নারী সৃষ্টির দ্বারা এই উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানব-পুরুষেরা তাদের দ্বারা এমন উপকার লাভ করবে যা তারা অন্য কারও দ্বারা লাভ করতে পারে না। তাহলে মানুষের জন্য জিন্নিয়াদের সৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের হিকমত কোথায়? আর এই দুই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানবী নারীদের জিনদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, এবং জিন্নিয়া নারীদের মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

তাঁর বাণী: ·{مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً}· ("তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীগণ") — অধিকাংশ মুফাসসির এ মতের উপর আছেন যে, এর অর্থ: মানবত্ব ও মনুষ্যত্বে তোমাদেরই জাতি থেকে। আর বলা হয়েছে: উদ্দেশ্য হলো হাওয়া আলাইহাস সালাম।

আর একাধিক আলিম সূরা নাহলের আয়াত ·{وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً}· [النحل:٧٢]-এর ব্যাখ্যায়, এবং তাঁদের কেউ কেউ পূর্বে উল্লিখিত সূরা রূমের আয়াতের ব্যাখ্যায় — এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের পক্ষে তাদের বাইরের কারও সঙ্গে নিকাহ অসম্ভব।

হাফিয ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে সূরা রূমের আয়াত ·{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً}· [الروم:٢١]-এর ব্যাখ্যায় (১১/২০) বলেছেন:

«ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين <! p012 > الأزواج بل كانت

تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم»

"তিনি যদি আদম-সন্তানদের সবাইকে পুরুষ বানাতেন এবং তাদের নারীদের অন্য কোনো জাতি থেকে বানাতেন — হয় জিন থেকে, নয়তো প্রাণী থেকে — তবে তাদের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্যে এই সম্প্রীতি সৃষ্টি হতো না; বরং স্ত্রীরা যদি ভিন্ন জাতির হতো তবে বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি হতো। অতঃপর আদম-সন্তানদের প্রতি তাঁর পূর্ণ রহমতের অন্তর্ভুক্ত এই যে, তিনি তাদের স্ত্রীদের তাদেরই জাতি থেকে বানিয়েছেন।"

জীম- তাঁর বাণী ﴿أَزْوَاجاً﴾ — এটি অনুগ্রহ স্মরণ করানোর প্রসঙ্গে ব্যবহৃত নাকিরা (অনির্দিষ্ট) পদ; আর কোনো কোনো উসূলবিদের মতে তা ব্যাপকতার (উমূম) ফায়দা দেয়।

আল-কুরতুবী "জামিউ আহকামিল কুরআন" (১০/৯৩-৯৪)-এ সূরা নাহলের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

المعنى: جعل لكم من أنفسكم أي: من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم... وفي هذا رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتزوج الجن وتباضعها...»

"অর্থ: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে বানিয়েছেন, অর্থাৎ: তোমাদেরই জাতি থেকে, তোমাদেরই প্রকার থেকে এবং তোমাদেরই সৃষ্টি-প্রকৃতির উপর... আর এতে রয়েছে সেই আরবদের খণ্ডন, যারা বিশ্বাস করত যে, তারা জিনদের বিবাহ করত ও তাদের সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্ক করত..."

সুতরাং হে মুসলিম! এই মহান নিদর্শনটির দিকে তাকাও — তা হলো নারীকে সৃষ্টি করা আমাদেরই মানবীয় জাতি থেকে, আমাদেরই আদম-প্রকার থেকে, আমাদেরই আকৃতি, আমাদেরই গড়ন ও আমাদেরই দৈহিক কাঠামোর উপর — যার সদৃশ আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে কি জিন্নিয়াদের মধ্যে এটি ঘটতে পারে? আর আমাদের উপর এই ইলাহী অনুগ্রহ স্মরণ করানো কি কেবল এ কারণেই নয় যে, বিবাহকে আমাদেরই জাতি থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে? যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন।" [সূরা আত-তাওবা: ১২৮]

আর তিনি বলেছেন:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾

[آل عمران: ١٦٤]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৬৪]

সুতরাং আমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল যদি জিনদের মধ্য থেকে হতেন, কিংবা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে, কিংবা অন্য কারও মধ্য থেকে হতেন — তবে নবুয়্যতী প্রেরণের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হতো না। ঠিক এমনিভাবে, জিনদের নারীরা যদি মানুষের স্ত্রী হতো, তবে শরঈ নিকাহর উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হতো না।

দাল- আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ ("যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো"), এবং আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ ("যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করে")।

আলিমগণ এই আয়াতে "সুকূন" (প্রশান্তি)-এর ব্যাখ্যা কাছাকাছি অর্থে করেছেন। তাঁরা বলেছেন: আল্লাহ স্ত্রীদের সৃষ্টির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাদের কাছে প্রশান্তি লাভকে; আর তা হলো ঘনিষ্ঠতা ও ঝুঁকে পড়া।

আশ-শাওকানী "ফাতহুল কাদীর" (৪/২১৯)-এ বলেছেন: অর্থাৎ — তোমরা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও ও তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো; কেননা ভিন্ন দুই জাতির একটি অপরটির কাছে প্রশান্তি পায় না এবং তার হৃদয় অপরটির প্রতি ঝোঁকে না।

আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ "আল-জাওয়াবুল কাফী" পৃ. (৪৪৭)-এ বলেছেন: তিনি নারীকে পুরুষের জন্য প্রশান্তির উৎস বানিয়েছেন, যাতে তার হৃদয় তার কাছে প্রশান্তি পায়।

আর সমস্ত মুফাসসির এ মতের উপর আছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত এই প্রশান্তি ভিন্ন জাতির দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না; বরং তাঁদের কেউ কেউ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, জিন্নিয়ার সঙ্গে নিকাহর মাধ্যমে এই প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

"তাফসীরু হাদাইকির রূহি ওয়ার রাইহান" (২২/১০২)-এর লেখক বলেছেন:

وليس السكون إلى الجنية كالسكون إلى الإنسية وإن كانت متمثلة

في صورة الإنس»

> "জিন্নিয়ার কাছে প্রশান্তি লাভ মানবী নারীর কাছে প্রশান্তি লাভের মতো নয় — যদিও সে মানুষের আকৃতিতে রূপ ধারণ করে থাকে।"

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, মানব-ব্যক্তির বিবাহকে মানবী নারীর সঙ্গেই নির্ধারিত করা এবং অন্য কারও সঙ্গে নয় — এর মধ্যে আল্লাহর হিকমত হলো স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রশান্তি বাস্তবায়িত হওয়া। আর এই ইলাহী হিকমতের দাবি হলো — মানব-ব্যক্তির জন্য মানবী নারী ছাড়া অন্য কাউকে নিকাহ করা শরীয়তসম্মত নয়।

হা- আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً﴾ [الروم: ٢١]

> "আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম: ২১]

বহু মুফাসসির বলেছেন: "মাওয়াদ্দা" হলো ভালোবাসা। বরং আল-বাগাবী তাঁর তাফসীরে (৬/২৬৬) এই আয়াতে উদ্দিষ্ট মাওয়াদ্দা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: "আর তাদের একজনের কাছে অপরজনের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোনো বস্তু নেই — অথচ তাদের মধ্যে কোনো রক্তসম্পর্ক নেই।"

আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: «وجعل بينهما خالص الحب...» — "আর তিনি তাদের দুজনের মধ্যে বিশুদ্ধ ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন..." — "আল-জাওয়াবুল কাফী" পৃ. (৪৪৭)।

আর একাধিক মুফাসসির স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই ভালোবাসা জিন্নিয়ার সঙ্গে নিকাহর মাধ্যমে অর্জিত হয় না — যেমনটি এই মাসআলা সম্পর্কে আহলুল ইলমের বক্তব্য আলোচনার সময় তাঁদের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করা হবে।

সুতরাং এই মহান আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের পূর্ণতা ও তাঁর হিকমতের মহত্ত্বের উপর প্রমাণবাহী নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো — তিনি সুবহানাহু মানুষের দুই দম্পতির অন্তরে ভালোবাসা ও প্রীতি নিক্ষেপ করেছেন। আর বুদ্ধিমান লোকদের কাছে এটি গোপন নয় যে, মানুষের মধ্যকার দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই ভালোবাসা।

আর আমার জানা নেই যে, জিন্নিয়াকে বিবাহকারী কোনো ব্যক্তি তাদের উভয়ের মধ্যে এই মাওয়াদ্দার কিছুমাত্র পেয়েছে; বরং জিন্নিয়া তাকে বলপূর্বকই বশীভূত করে রাখে — যেমনটি এর ব্যাখ্যা অচিরেই আসছে।

ওয়াও- আল্লাহ সুবহানাহুর বাণী:

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]

> "আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম: ২১]

এখানে "রহমত"-এর ব্যাখ্যা কোনো কোনো মুফাসসির করেছেন: তা হলো স্নেহ-মমতা। আর কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি দয়া করে, যাতে তাকে কোনো মন্দ স্পর্শ না করে; অর্থাৎ: তার প্রতি দয়ার

কারণে সে সন্তুষ্ট হয় না যে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, প্রহার কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা তাকে অপমানিত করা হবে। আর কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন সন্তান লাভ দ্বারা। আর সন্দেহ নেই যে, দুই দম্পতির মধ্যে দয়া প্রবল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সন্তানের উপস্থিতি — যেমনটি অনুভূত ও প্রত্যক্ষ।

আর জিন্নিয়াকে বিবাহকারীর মধ্যে এই রহমত বাস্তবায়িত হয় না; কারণ সে তার জীবনযাপনের বাইরে ভিন্ন জীবনযাপন করে — সে তার খাবার থেকে খায় না, তার চিকিৎসায় চিকিৎসিত হয় না, তার দ্বারা গর্ভবতী হয় না, তার জন্য সন্তান প্রসব করে না, তার সেবা-শুশ্রূষা করে না — এমন আরও বহু বিষয়, যা তাদের উভয়ের মধ্যকার রহমতকে বিলুপ্ত করে দেয়। বরং সে তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয় — যেমনটি এর ব্যাখ্যা অচিরেই আসছে।

আর জিন্নিয়ার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যখন দুই দম্পতির মধ্যকার প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া হারিয়ে ফেলে, তখন তা কতই না দুর্ভাগা এক জীবন! হে আল্লাহ, নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন!

আর-রূম ২১ ও সমার্থক আয়াত

প্রথম দলিল: ‘তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে’ স্ত্রী

‘তোমাদের জন্য’ নারী সৃষ্টির হিকমত: মানব-পুরুষের এমন উপকার, যা অন্য কারও দ্বারা মেলে না	‘তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে’ মানবত্ব ও মনুষ্যত্বে তোমাদেরই জাতি থেকে	ইবনে কাসীর ভিন্ন জাতির স্ত্রী হলে সম্প্রীতি নয়, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতো
‘যাতে প্রশান্তি লাভ করো’ মুফাসসিরদের মতে ভিন্ন জাতির দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না	‘ভালোবাসা’ লেখকের জানামতে জিন্নিয়ার সঙ্গে তা পাওয়া যায়নি	‘দয়া’ জিন্নিয়াকে বিবাহকারীর মধ্যে বাস্তবায়িত হয় না, লেখকের মতে

দ্বিতীয় দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل:٧٢]

> "আর তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আন-নাহল: ৭২]

দলিল গ্রহণের দিক: আল্লাহ আদম-সন্তানদের প্রতি এই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়েছেন যে, তিনি তাদেরই জাতির মধ্য থেকে বিবাহকে সন্তান ও হাফাদা লাভের উপায় বানিয়েছেন। আর এই অনুগ্রহ-স্মরণ ব্যাপক।

আর "হাফাদা" হলো: সাহায্যকারী, সহযোগী ও সেবক — যেমনটি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত। আর তাঁদের কেউ কেউ — এবং তাঁরাই অধিকাংশ — বলেন যে, "হাফাদা" হলো: সন্তানদের সন্তান (নাতি-নাতনি)।

আর ইবনে আতিয়্যাহ তাঁর তাফসীরে (৮/৪৬৮-৪৬৯) বলেছেন:

ويحتمل عندي أن قوله: ﴿مِّنۡ أَزۡوَاجِكُمۡ﴾ إنما هو على العموم والاشتراك، أي: أن من أزواج البشر جعل الله لهم البنين، ومنهم جعل الخدمة، فمن لم يكن له زوجة فقد جعل الله له حفدة وحَصَّلَ تلك النعمة وأولئك الحفدة هم من الأزواج، وهكذا تترتب النعمة التي تشمل جميع العالم»

"আমার কাছে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাঁর বাণী ﴿مِّنۡ أَزۡوَاجِكُمۡ﴾ ('তোমাদের স্ত্রীদের থেকে') ব্যাপকতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই। অর্থাৎ: মানুষের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কারও জন্য আল্লাহ পুত্রসন্তান সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের মধ্য থেকে কারও জন্য সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং যার স্ত্রী নেই, আল্লাহ তার জন্যও হাফাদা সৃষ্টি করেছেন এবং সেই নিয়ামত তার জন্য অর্জিত করেছেন; আর সেই হাফাদা তো স্ত্রীদের থেকেই। এভাবেই সেই নিয়ামত বিন্যস্ত হয় যা সমগ্র জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

আর এই পারস্পরিক বিবাহের মহত্ত্ব এতেই প্রকাশ পায় যে, মানব-প্রজাতির টিকে থাকা কেবল নিজ জাতির সঙ্গে নিকাহর মাধ্যমেই সম্ভব; কারণ জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভ হয় না। সুতরাং মানব-ব্যক্তির জন্য জিন্নিয়ার সঙ্গে তার নিকাহ থেকে সন্তান আসে না, এবং জিন-পুরুষের জন্য মানবী নারীর সঙ্গে তার নিকাহ থেকে সন্তান আসে না। অতএব জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ এই মহান উদ্দেশ্যটিকেই ধ্বংস করে দেয়।

দ্বিতীয় দলিল

দ্বিতীয় দলিল: সন্তান ও হাফাদা (আন-নাহল ৭২)

অনুগ্রহ-স্মরণ
তাদেরই জাতির মধ্য থেকে বিবাহকে সন্তান ও হাফাদা লাভের উপায় বানিয়েছেন

হাফাদা
মুজাহিদ: সাহায্যকারী, সহযোগী, সেবক; অধিকাংশ: সন্তানদের সন্তান

লেখকের দাবি
জিন-মানুষের বিবাহের পথে সন্তান লাভ হয় না

ফল
মানব-প্রজাতির টিকে থাকা নিজ জাতির নিকাহেই সম্ভব

কোনো কোনো আলিম
বংশবিস্তারকে প্রায় অসম্ভব সাব্যস্ত করেছেন; দৃষ্টান্ত আল-মাওয়ার্দীর উক্তি

আর কোনো কোনো আলিম মানুষ ও জিনের মধ্যে বংশবিস্তারকে প্রায় অসম্ভব সাব্যস্ত করেছেন। আল-মাওয়ার্দী বলেছেন:

«والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول؛ لتباين الجنسين واختلاف الطبعين وتفارق الحسَّين...»

"বিলকীসের মা জিন্নিয়া ছিলেন — এ কথাটি বিবেকসমূহের কাছে অস্বীকৃত; কারণ দুই জাতির পারস্পরিক বৈপরীত্য, দুই স্বভাবের ভিন্নতা এবং দুই ইন্দ্রিয়-প্রকৃতির পৃথকতা..." — তাফসীরুল কুরতুবী (১৩/১৪১) থেকে উদ্ধৃত।

এক নজরে

- ★ লেখকের মতে নিকাহর আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনা মানুষের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়
- ★ প্রথম দলিল: আল্লাহ স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন ‘তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে’
- ★ মুফাসসিরদের মতে প্রশান্তি ভিন্ন জাতির দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না
- ★ ভালোবাসা ও দয়া: লেখকের মতে জিন্নিয়ার সঙ্গে বিবাহে বাস্তবায়িত হয় না
- ★ দ্বিতীয় দলিল: সন্তান ও হাফাদা; লেখকের দাবি, জিন-মানুষের বিবাহে সন্তান লাভ হয় না

যাচাই করুন

1. ‘মিন আনফুসিকুম’-এর অর্থ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে কী?

ক. জিনদের জাতি থেকে | খ. মানবত্ব ও মনুষ্যত্বে তোমাদেরই জাতি থেকে

2. ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যায় স্ত্রীরা ভিন্ন জাতির হলে কী সৃষ্টি হতো?

ক. সম্প্রীতি | খ. বিতৃষ্ণা

3. আলিমগণ ‘সুকূন’ (প্রশান্তি)-এর ব্যাখ্যায় কী বলেছেন?

ক. ঘনিষ্ঠতা ও ঝুঁকে পড়া | খ. দূরত্ব

4. মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে ‘হাফাদা’র অর্থ কী?

ক. জিনদের বংশধর | খ. সাহায্যকারী, সহযোগী ও সেবক

5. দ্বিতীয় দলিলে লেখকের দাবি কী?

ক. জিন-মানুষের বিবাহে সন্তান লাভ হয় | খ. জিন-মানুষের বিবাহের পথে সন্তান লাভ হয় না

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ

আর আল-আলূসী "রূহুল মাআনী" (১৯/১৮৯)-এ বলেছেন: অতঃপর আফসোস, আমি জানতে চাই — জিন্নিয়া যদি মানব-ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হয়, তবে সে কি তার সূক্ষ্মতার উপরেই থেকে যাবে ফলে তাকে দেখা যাবে না, অথচ গর্ভ থাকবে তার স্থূলতার উপর ফলে তা দেখা যাবে? নাকি গর্ভ হবে সূক্ষ্ম...

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার শরঈ দলিলসমূহ (দ্বিতীয় অংশ)

তৃতীয় থেকে দ্বাবিংশ দলিল

...তার মতোই; ফলে উভয়কেই দেখা যায় না। অতঃপর যখন তার ব্যাপারটি পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তা ঘনীভূত হয় এবং অন্য সব আদম-সন্তানের মতোই প্রকাশ পায়। অথবা সে (জিন্নিয়া) আদম-সন্তানের নারীদের আকৃতিতে রূপ ধারণ করে থাকে যতক্ষণ গর্ভ তার পেটে থাকে; আর সন্তান তার ভেতরে অবস্থান করে তারই খাদ্য থেকে যা তার কাছে পৌঁছে তা দিয়ে পুষ্টি লাভ করে ও বেড়ে ওঠে। এসব শাখা-সম্ভাবনার প্রতিটিই অসম্ভাব্যতা থেকে মুক্ত নয় — যা কারও অজানা নয়।

আর সামনে একটি মাসআলার ব্যাখ্যা আসছে — তা হলো, জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের পথে কোনো সন্তান লাভ হয় না।

তৃতীয় দলিল

তৃতীয় দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ [الفرقان: ٥٤]

> "আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশ-সম্পর্ক ও বৈবাহিক-সম্পর্কবিশিষ্ট করেছেন। আর আপনার রব সর্বশক্তিমান।" [আল-ফুরকান: ৫৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে বংশ-সম্পর্ক ও বৈবাহিক-সম্পর্কের অধিকারী করেছেন; এর ওপরই মানব-ব্যবস্থার মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মুফাসসির এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে উল্লিখিত (البشر) দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ, অন্য কেউ নয়; এবং এ বিষয়েও যে, এখানে "নসব" (বংশ-সম্পর্ক) বলতে বোঝায় তা-ই যা পিতৃত্ব, পুত্রত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে সৃষ্টি হয় — ওই সব [ভাইয়ের] জন্য পিতৃত্ব এবং সেই ভ্রাতৃত্বের জন্য পুত্রত্ব; আর "সিহারাহ" (বৈবাহিক আত্মীয়তা) বলতে বোঝায় তা-ই যা নারীর দিক থেকে সৃষ্টি হয়। একে "মুসাহারা" বলা হয়েছে "ইনসিহার" (এক বস্তুর অন্য বস্তুতে গলে মিশে যাওয়া) থেকে, অর্থাৎ একটির সঙ্গে অপরটির মিশ্রণ।

একাধিক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, দুধপান-সম্পর্কও বংশ-সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু বৈবাহিক আত্মীয়তার গুরুত্ব এত বিশাল, তাই তা মানব-জাতির মধ্যেই নির্ধারিত করা হয়েছে; ফলে তাদের ছাড়া অন্যরা এর বাইরে চলে গেছে। তাহলে জিনের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ কীভাবে জায়েয হতে পারে, অথচ এ বিবাহে বৈবাহিক আত্মীয়তা বলে

কিছুই নেই? কেননা কোনো মুসলিম যদি কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করে, তবে জিনদের মধ্য থেকে তার বৈবাহিক আত্মীয়দের পরিচয় জানা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এ বিবাহ এই মহান শরঈ বিধানগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

চতুর্থ দলিল

চতুর্থ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء:٣]

> "সুতরাং তোমরা নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে বিবাহ করো।" [আন-নিসা: ৩]

এ আয়াত দিয়ে দলিল গ্রহণের দিক: আয়াতটি নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে; আর এ শব্দটি (النساء) আদম-কন্যাদের জন্যই নির্দিষ্ট, এতে জিনের নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলবে, তার ওপরই দলিল পেশ করার দায়। কারণ সাধারণ মুসলিমগণ কখনোই এ কথা বোঝেননি যে, উল্লিখিত আয়াতটি জিনের নারীদের বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে; যদি তাঁরা তা বুঝতেন, তবে তাঁরা নিজেদের আলোচনায় তা স্পষ্ট করতেন এবং তাঁদের থেকে তা বর্ণিত হতো। আর বিশেষজ্ঞগণ — অর্থাৎ তাফসীরশাস্ত্রের আলিমগণ — তাও এটি বোঝেননি; তাঁদের তাফসীরগ্রন্থসমূহ, যা দুনিয়া ভরে দিয়েছে, তাতে তুমি জিনের নারীদের ক্ষেত্রে এ আয়াতকে ব্যাপক করার কথা পাবে না। সুতরাং এ ইস্তিমবাত (তত্ত্ব-নিষ্কাশন) অত্যন্ত শক্তিশালী; তাহলে এর সঙ্গে যখন অগণিত দলিল যুক্ত হয়, তখন কী অবস্থা দাঁড়ায়?!

পঞ্চম দলিল

পঞ্চম দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء﴾ [النساء: ١]

> "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" [আন-নিসা: ১]

মুফাসসিরগণ একমত যে, এ আয়াতে "নাফস" দ্বারা উদ্দেশ্য আদম; এবং "তার স্ত্রী" দ্বারা উদ্দেশ্য হাওয়া। জমহুর আলিমের মত হলো, তাঁর বাণী (منها)-এর সর্বনামটি "নাফস"-এর দিকে ফিরে গেছে, আর সে হলো আদম। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, অর্থ হলো: তারই জাতি থেকে।

আর জমহুরের কথাই অধিক অগ্রগণ্য; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ،...»

> "নিশ্চয়ই নারীকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে..."

এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, হাদীস নং (৫১৮৪) এবং মুসলিম (১৪৬৮), আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে। আর আলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, এখানে "নারী" দ্বারা উদ্দেশ্য হাওয়া, এবং তাঁকে আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; পক্ষান্তরে তাঁর কন্যারা সৃষ্ট হয়েছে সন্তান-জন্মদানের পথে। আবূ হাইয়ান তাঁর তাফসীরে (৩/৪৯৪-৪৯৫) বলেছেন: "কেননা হাওয়া যদি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হতেন, তবে মানুষ দুই "নাফস" থেকে সৃষ্ট হতো, এক "নাফস" থেকে নয়।"

এ আয়াত দিয়ে জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর দলিল গ্রহণের কয়েকটি দিক রয়েছে:

হাওয়াকে আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, মানব-নারীর সঙ্গে মানব-পুরুষের সম্পর্ক কত গভীর — কারণ সে-ই তার মূল, যেহেতু নারী তার থেকেই সৃষ্ট। আর জিনের নারীদের মধ্যে এর কিছুই বিদ্যমান নেই।

হাওয়াকে আমাদের পিতা আদমের স্ত্রী বানানো — অথচ তিনি তাঁরই অংশ থেকে — এবং সে সময় জিনের নারীরাও বিদ্যমান ছিল (কারণ জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির আগেই) — এটি এ কথার দলিল যে, মানব-ব্যক্তির পক্ষে জিন্নিয়াকে বিবাহ করা শরীয়তসম্মত নয়, সে প্রয়োজন যত তীব্রই হোক না কেন। আদমের সন্তানদের জিন-নারীদের বিবাহ করার প্রয়োজন কোথায় থাকতে পারে, যখন তাদের মাঝেই মানব-নারীরা বিদ্যমান? অথচ আদমের ক্ষেত্রে জিনদের থেকে বিবাহের প্রয়োজন ছিল, কেননা তখন কোনো মানব-নারীই ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁর জন্য জিনের নারীদেরকে বিবাহ করা শরীয়তসম্মত করা হয়নি; বরং তাঁর জন্য তাঁরই পাঁজর থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করা হয়েছে।

১। আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء﴾ ("আর তাদের দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন") — মুফাসসিরগণ ইজমা করেছেন যে, তাঁর বাণী (منهما) অর্থ: আদম ও হাওয়া। সুতরাং আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, আদম ও হাওয়ার বংশধরদের প্রত্যেক ব্যক্তিই এসেছে মানব-পুরুষ ও মানব-নারীর পারস্পরিক সন্তান-জন্মদানের মাধ্যমে। আর এ মহান আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ কোনো যুগেই কখনো শরীয়তসম্মত করা হয়নি। কেননা আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, আদম

ও হাওয়ার বংশধরদের বিস্তার ঘটেছে মূলত ও প্রাথমিকভাবে আদম ও হাওয়া থেকে, এবং অনুবর্তীভাবে তাঁদের বংশধরদের পারস্পরিক সন্তান-জন্মদান থেকে। একাধিক মুফাসসির স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এ আয়াত "হাসর" (সীমাবদ্ধকরণ) বোঝায়, অর্থাৎ: ছড়িয়ে পড়া মানবজাতিকে কেবল আদম, হাওয়া ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা।

উল্লিখিত আয়াত থেকে আরও এ কথা লাভ হয় যে, জিন ও মানুষের মধ্যকার বিবাহের পথে কোনো সন্তান আসে না। কেননা এ পারস্পরিক বিবাহের পথে যদি সন্তান জন্ম নিত, তবে আয়াত মানবজাতির বিস্তারকে কেবল আদমের বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করত না।

ষষ্ঠ দলিল

ষষ্ঠ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ﴾ [المائدة:٢٧]

> "আর আপনি তাদের কাছে যথাযথভাবে আদমের দুই পুত্রের সংবাদ পাঠ করুন, যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করেছিল; অতঃপর তাদের একজনের পক্ষ থেকে তা কবুল হয়েছিল এবং অপরজনের পক্ষ থেকে কবুল হয়নি।" [আল-মায়িদা: ২৭]

বহু মুফাসসির বলেছেন যে, এ কুরবানির কারণ ছিল এই যে, হাওয়া আলাইহাস সালাম প্রতিবার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা ধারণ করতেন; ফলে এক গর্ভের পুত্র অপর গর্ভের কন্যাকে বিবাহ করত। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে আতিয়্যা তাঁর গ্রন্থ "আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয"-এ (৪/৪১০) বলেছেন: "একদল মুফাসসির — যাঁদের মধ্যে ইবনে মাসঊদ রয়েছেন — বর্ণনা করেছেন যে, এ কুরবানি পেশ করার কারণ ছিল, হাওয়া প্রতিবার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করতেন; ফলে এক গর্ভের পুত্র অপর গর্ভের কন্যাকে বিবাহ করত, আর তার নিজের সহোদরা যমজ বোন তার জন্য হালাল হতো না। কাবীলের সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল এক সুন্দরী বোন, আর হাবীলের সঙ্গে এমন এক বোন যে তেমন ছিল না। অতঃপর আদম যখন তার বিবাহ দিতে চাইলেন, তখন কাবীল বলল: 'আমিই আমার বোনের অধিক হকদার।' তখন আদম তাকে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে নির্দেশ মানল না; ফলে তারা কুরবানি পেশ করার ওপর একমত হলো।"

আর কুরতুবী "আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন"-এ (৩/১৩৫) বলেছেন: "আর সঠিক কথা তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি — অর্থাৎ এক গর্ভের ছেলেকে অপর গর্ভের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হতো। কিতাব থেকে এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ [النساء:١] — এটি নসের মতোই। অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে, যেমনটি সূরা আল-বাকারায় এর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।"

কুরবানির কারণ বর্ণনা করায় আমাদের উদ্দেশ্য হলো, পাঠকের কাছে এ কথা স্পষ্ট হওয়া যে, আলিমগণ যখন আদমের ঔরসজাত পুত্রদের বিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তখন তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাঁদের বিবাহ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের বোনদের সঙ্গে। অথচ জানা কথা যে,

সে সময়ে জিনের নারীরা নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও নিজেদের বোন ছাড়া অন্য মানব-নারীর অস্তিত্ব না থাকা অবস্থাতেও তাদের জন্য জিন্নিয়াদের বিবাহ করা শরীয়তসম্মত করা হয়নি। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের পক্ষে জিন্নিয়াদের বিবাহ করার বিষয়টির প্রতি আদৌ কোনো দৃষ্টিপাত করা হয়নি। আরও লক্ষণীয়, আমরা তাফসীরের আলিমগণের কাউকেই এতটুকু ইঙ্গিতও করতে দেখি না যে, এমন অবস্থায় মানব-ব্যক্তির জন্য কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটি কি প্রমাণ করে না যে, প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরবিদদের কাছে মানুষ ও জিনের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ এমন এক বিষয়, যার প্রতি ফিরেও তাকানো হয় না?!

সপ্তম দলিল

সপ্তম দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

[النساء: ٣٤]

> "পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" [আন-নিসা: ৩৪]

এ আয়াত এবং এর সমার্থক দলিলগুলো কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করে, তন্মধ্যে:

১। বিবাহ হয় মানব-পুরুষদের ও মানব-নারীদের মধ্যে, তাদের বাইরের কারও সঙ্গে নয়। এর দলিল তাঁর বাণী ﴿عَلَى النِّسَاء﴾ ("নারীদের ওপর"); কারণ (النساء) শব্দটির মধ্যে জিনের নারীরা প্রবেশ করে না, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২। মানব-ব্যক্তির পক্ষে জিন্নিয়ার ওপর "কাওয়ামাহ" (কর্তৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা সে যা-ই চায়, তা থেকে তাকে বিরত রাখার সামর্থ্য মানুষটির নেই; কারণ সে নিজের আসল সৃষ্টি-আকৃতিতে ফিরে যেতে পারে, ফলে তারপর মানুষটি তাকে দেখতেই পারে না — তাকে নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা। আবার সে অন্য কোনো সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যেমন বাতাসে উড়ে যাওয়া; ফলে মানুষটি তাকে ধরে রাখতে পারে না। আবার সে মানবীর রূপে থাকা অবস্থাতেই তাকে প্রহার করতে সক্ষম, কারণ সে তার চেয়ে শক্তিশালী।

আর তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার প্রতিটি কারণেই বোঝা যায় যে, তাদের কেউই অপরের সঙ্গে জীবনযাপনের উপযুক্ত নয়। আর এ কর্তৃত্ব মানব-ব্যক্তির সাধ্যাতীত হওয়াটাই এ কথার দলিল যে, শরীয়ত তাকে এর দায়িত্ব দেয়নি; আর এর দায়িত্ব না দেওয়া অনিবার্য করে যে, জিনের নারীদেরকে বিবাহ করা শরীয়তসম্মত নয়। তুমি কি দেখো না যে, ইসলাম যখন মানব-নারীদের সঙ্গে বিবাহ শরীয়তসম্মত করেছে, তখন পুরুষদের ওপর তাদের ব্যাপারে কর্তৃত্ব পালন অপরিহার্য করেছে — কারণ বিবাহ তাদের সাধ্যের মধ্যে, তেমনি কর্তৃত্বও তাদের সাধ্যের মধ্যে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, কর্তৃত্ব বিবাহের শরীয়তসম্মত হওয়ার অনুবর্তী।

তৃতীয় থেকে সপ্তম দলিল

দলিল	লেখকের দলিল-গ্রহণ
তৃতীয়: আল-ফুরকান ৫৪, বংশ ও বৈবাহিক-সম্পর্ক	বৈবাহিক আত্মীয়তা মানব-জাতিতে নির্ধারিত; জিন্নিয়ার আত্মীয়দের পরিচয় জানা সম্ভব নয়
চতুর্থ: আন-নিসা ৩, 'নারীদের মধ্য থেকে'	'আন-নিসা' আদম-কন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট; জিন-নারী অন্তর্ভুক্ত নয়
পঞ্চম: আন-নিসা ১, এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি	হাওয়া আদমের পাঁজর থেকে; মানব-বিস্তার আদম-হাওয়ার বংশধরদের সন্তান-জন্মদানে
ষষ্ঠ: আদমের দুই পুত্র	আদমের সন্তানদের বিবাহ হয়েছিল বোনদের সঙ্গে; জিন্নিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাতই নেই
সপ্তম: আন-নিসা ৩৪, পুরুষ কর্তৃত্বশীল	জিন্নিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না

অষ্টম দলিল

অষ্টম দলিল: সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য জিনদের অনুগত করে দেওয়ার সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ:١٢]

> "আর জিনদের মধ্যে কতক তার সামনে তার রবের অনুমতিক্রমে কাজ করত; আর তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হবে, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।" [সাবা: ১২]

— এবং এর অনুরূপ আরও আয়াত, যেগুলো সুলাইমানের জন্য আল্লাহর জিনদেরকে অনুগত করে দেওয়ার ওপর প্রমাণবহ।

এ আয়াত দিয়ে দলিল গ্রহণের দিক: আমরা এ আয়াতে কিংবা সুলাইমানের জন্য আল্লাহর জিনদেরকে অনুগত করে দেওয়া-সংক্রান্ত এর সদৃশ আয়াতগুলোতে এ কথার কোনো উল্লেখ পাই না — এমনকি ইঙ্গিতও পাই না — যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল; অথচ সুলাইমানের জিনরা তো তাঁর অনুগত ও বশীভূত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।

আমি এ আয়াত ও এর সদৃশ আয়াতগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত তাফসীরগ্রন্থগুলোর দিকে ফিরে দেখেছি, কিন্তু পাইনি যে, উল্লিখিত বিবাহ সুলাইমানের যুগে সংঘটিত হয়েছে। আর যখন তা জিনদের তাঁর অনুগত হওয়া সত্ত্বেও সংঘটিত হয়নি, তখন অন্য কারও যুগে তা শরীয়তসম্মত না হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত — কেননা তাঁর ছাড়া অন্য কারও জন্য জিনদেরকে অনুগত করে দেওয়া হয়নি।

বরং উল্লিখিত পারস্পরিক বিবাহ বনী ইসরাঈলের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। কেননা ঊনবিংশ অধ্যায়ে (ইসহাহ) কিছু উপদেশ ও বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে রয়েছে: পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ, মূর্তিপূজা হারাম হওয়া... এবং যিনা হারাম হওয়া ও জিনের সঙ্গে সংযোগ হারাম হওয়া। — "মাওয়াকিফুল কুরআন মিনাত তাওরাত" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. (১৯২)।

নবম দলিল

নবম দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء:٧٠]

"আর নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" [আল-ইসরা: ৭০]

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين:٤]

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" [আত-তীন: ৪]

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر:٦٤]

"আর তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন।" [গাফির: ৬৪]

এ আয়াতগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করে:

আল্লাহর পক্ষ থেকে আদম ও তাঁর বংশধরদের সম্মানিত করা এবং বহু সৃষ্টি ও বহু জাতির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা। আর যেসব জাতির ওপর আদম-সন্তানদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত জিন-জাতি ও শয়তানরা।

আলিমগণ — যেমন কুরতুবী, ইবনে আতিয়্যা, আবূ হাইয়ান প্রমুখ — এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। আরও, আমার জানামতে এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের কোনো বিরোধী দলিল না থাকাটাই এ কথা মেনে নেওয়ার প্রমাণ যে, যাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে জিনরাও অন্তর্ভুক্ত।

এ শ্রেষ্ঠত্বেরই একটি শাখা হলো: আকৃতির দিক থেকে জিনদের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব — যেমন আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন: ﴿فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ ("অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন")। পক্ষান্তরে শয়তানদের আকৃতি কুৎসিত আকৃতি; আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات:٦٥]

> "তার মোচা যেন শয়তানদের মাথা।" [আস-সাফফাত: ৬৫]

সুতরাং আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, জিনদের যে আকৃতিতে তারা সৃষ্ট, মানুষ তা দেখা সহ্য করতে পারে না।

আর এ শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি শাখা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين:٤] ("নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি")। কেননা জিনদের অবয়ব সুন্দর নয়, মানুষের অবয়বের চেয়ে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং সৃষ্টি, গঠন, অবয়ব ও আকৃতির দিক থেকে জিনদের ওপর মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বই মানব-ব্যক্তির জন্য জিন্নিয়াকে বিবাহ করা অনুপযুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ; কারণ এতে কোনো সামঞ্জস্য, সমজাতীয়তা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সাদৃশ্য নেই। জিন্নিয়া যখন মানব-ব্যক্তির সামনে মানবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সে কত ভয় পায়! তাহলে সে যদি তার আসল সৃষ্টি-গঠন ও প্রকৃত আকৃতি দেখে ফেলত, তবে কী অবস্থা হতো?

দশম দলিল

দশম দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

[النور:٣٢]

> "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার বিবাহহীনদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের বিবাহ দাও।" [আন-নূর: ৩২]

একাধিক আলিম এ আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন যে, মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের মধ্য থেকে বিবাহ করা জায়েয নয়। ইমাম শানকীতী "আদওয়াউল বায়ান"-এ (৬/২১৫) বলেছেন: "এ আয়াতে (منكم) অর্থ: মুসলিমদের মধ্য থেকে।

আর তাঁর বাণী (منكم)-এর 'দলীলুল খিতাব' তথা 'মাফহূমুল মুখালাফা' থেকে বোঝা যায় যে, তোমাদের ছাড়া অন্যদের বিবাহহীনরা — অর্থাৎ অমুসলিমরা, আর তারা হলো কাফির — তারা তেমন নয় (অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ প্রযোজ্য নয়)।"

আমি বলি: আল্লাহ তাআলার বাণী (منكم) অর্থাৎ "মুসলিমদের ছাড়া অন্য" থেকে জিনরাও বোঝা যায়। কেননা মুসলিম যে জিন্নিয়াকে বিবাহ করবে, সে যদি কাফির হয়, তবে সে অবশ্যম্ভাবীভাবে সেসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো কাফিরদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে। আর সে যদি নিজের দাবি অনুযায়ী মুসলিম হয়, তবু সে আমাদের ছাড়া অন্য জাতির — কারণ সে ভিন্ন এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আরও, সে মানব-ব্যক্তির কাছে নিজেকে পেশ করতে আসে না, কেবল তার ওপর সীমালঙ্ঘনকারী হয়েই আসে। সুতরাং তার ব্যাপারটি কুফরি ও অকুফরি উভয়েরই সম্ভাবনাযুক্ত; আর এ অবস্থায় মুসলিমের পক্ষে তাকে বিবাহ করতে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

একাদশ দলিল

একাদশ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী, যাতে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের গুণ বর্ণনা করেছেন—

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٥]

> "আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তবে নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছাড়া — কেননা এতে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর যে ব্যক্তি এর বাইরে কিছু কামনা করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।" [আল-মুমিনূন: ৫-৭]

সুতরাং তাঁর বাণী ·{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}· ("তবে নিজেদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ছাড়া") থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের স্ত্রীরা তাদেরই মধ্য থেকে হয়; কারণ স্ত্রীদেরকে তাদেরই দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, আর এই সম্বন্ধ (ইযাফা) ব্যাপকতা বোঝায় — যেমনটি উসূলবিদগণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

দ্বাদশ দলিল

দ্বাদশ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران:١٤]

> "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কামনার বস্তুসমূহের প্রতি ভালোবাসা — নারীদের..." [আলে ইমরান: ১৪]

ইবনে আতিয়্যা ও অন্যরা উল্লিখিত "সুশোভিতকরণ" সম্পর্কে বলেছেন: "এর অর্থ: (এসব বস্তুকে) অস্তিত্ব দান করা, ভোগের উপযোগী করে প্রস্তুত করা এবং এসব বস্তুর প্রতি ঝোঁকের ওপর স্বভাব-প্রকৃতি গড়ে তোলা।"

আর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম "উদ্দাতুস সাবিরীন"-এ পৃ. (১৬৭) বলেছেন: "সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু সংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়াকে যা দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে — তার ভোগ্যবস্তু ও কামনার সামগ্রী, এবং যা দুনিয়ার অন্বেষণকারীদের ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্যদানকারীদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা — তা সাতটি বস্তু; (তার প্রথম হলো) নারীরা, যারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ও কামনার বস্তু এবং সবচেয়ে বড় ফিতনা।"

আমি বলি: আদম-সন্তানদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এই সুশোভিতকরণই হলো সেই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি, যার ওপর আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আদম-সন্তানদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে সুশোভিতকরণ রয়েছে, তার কিছুই জিনদের জন্য বিদ্যমান নেই। তাই তুমি কখনোই দেখবে না যে, মানব-নারী কোনো জিন-পুরুষকে কামনা করছে, কিংবা মানব-পুরুষ জিনের নারীদের প্রতি কামনা বোধ করছে। আর বিষয়টি যেহেতু এমন, তাই শয়তানরা জিনের নারী ও পুরুষদেরকে মানুষের কাছে সুশোভিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে — এই পন্থায় যে, তারা তাদেরকে আদম-সন্তানদের কোনো কোনো ব্যক্তির সামনে মানব-পুরুষ ও মানব-নারীর রূপে আত্মপ্রকাশ করতে ঠেলে দেয়, যাতে তারা আদম-সন্তানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং দেখো, মানব-নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে শরঈ প্রেরণাসমূহ আর জিন-নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুপস্থিতি — এ দুইয়ের মধ্যে কত বড় ব্যবধান! আর যেমন শয়তানই যিনা ও অন্যান্য নীচ কাজের দিকে আহ্বানকারী, তেমনি সে-ই জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহের দিকেও আহ্বানকারী।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ দলিল

দলিল	লেখকের দলিল-গ্রহণ
অষ্টম: সাবা ১২, সুলাইমানের জন্য জিন অনুগত	বিবাহের উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই; অনুগত থাকা সত্ত্বেও তা সংঘটিত হয়নি
নবম: আদম-সন্তানের সম্মান ও সুন্দর গঠন	জিনদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব; জিন্নিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য, সমজাতীয়তা ও ভালোবাসা নেই
দশম: আন-নূর ৩২, 'মিনকুম'	জিন্নিয়া কাফির হলে নিষিদ্ধ; মুসলিম দাবি করলেও ভিন্ন উম্মত; সন্দেহে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়
একাদশ: আল-মুমিনূন ৫-৭, 'নিজেদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে'	মানুষের স্ত্রীরা তাদেরই মধ্য থেকে
দ্বাদশ: আলে ইমরান ১৪, কামনার সুশোভিতকরণ	জিনদের জন্য তা বিদ্যমান নেই; শয়তানরা রূপ ধারণ করিয়ে সুশোভিত করে

ফায়েদা: বিকাঈ তাঁর তাফসীরে (৪/২৭০) বলেছেন: হাররালী বলেছেন: "আর আল্লাহ পুরুষদের ক্ষেত্রে নারীদের ফিতনার কথা গোপন রেখেছেন — তাদের জন্য আবরণস্বরূপ, যেমন তিনি আদমের অবাধ্যতার উল্লেখের সময় হাওয়ার প্রসঙ্গ গোপন রেখেছেন; যেখানে তিনি বলেছেন: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ﴾ [طه: ١٢١] ('আর আদম তার রবের অবাধ্য হলো')। সুতরাং তিনি তাদেরকে গোপন রেখেছেন, কেননা নারী-পরিজনকে আড়াল করার মধ্যে রয়েছে মহানুভবতা; আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অতিশয় লজ্জাশীল ও মহানুভব।"

ত্রয়োদশ দলিল

ত্রয়োদশ দলিল: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—

«فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

> "সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকে অর্জন করে সফল হও; তোমার হাত ধূলিমলিন হোক।"

এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, হাদীস নং (৫০৯০) এবং মুসলিম, নং (১৪৬৬), আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে। আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে—

«فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ»

> "সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকেই আঁকড়ে ধরো।"

হাফিয ইবনে হাজার "ফাতহুল বারী"-তে (৯/১৬৯) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: "সুতরাং নবী তাকে দ্বীনদার নারী অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন — আর সেটিই চূড়ান্ত কাম্য বস্তু।"

আমি বলি: এই শর্তের আওতায় জিনদের সঙ্গে বিবাহও প্রবেশ করে। এবার আমরা দেখি — মানব-ব্যক্তি যখন কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করে, তখন কি এ শর্ত বাস্তবায়িত হয়? জানা কথা যে, সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী হলো জিনরা — যেমনটি আমরা আমাদের রিসালা (ইনকাযুল মুসলিমীন)-এ স্পষ্ট করেছি। আর তারা মানুষের রূপ ধারণ করতে সক্ষম — তাদের পুরুষ ও নারীদের আকৃতিতে, তাদের সৎকর্মশীল পুরুষ ও সৎকর্মশীলা নারীদের আকৃতিতে — অথচ তারা নিজেদের কুফরি ও আল্লাহর সঙ্গে শিরকের ওপরই থাকে। তাহলে মানব-মুসলিমের পক্ষে তার (ওই জিন্নিয়ার) দ্বীনদারি জানা কীভাবে সম্ভব? আর এ ব্যাপারে তার কাছে কী দলিল আছে — না আগের কোনো দলিল, না পরের; তার সঙ্গে তো ওই নারীর কথা ছাড়া আর কিছুই নেই।

কেউ হয়তো বলতে পারে: সে তো সৎ হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে।

জবাব: এ কথাটি প্রমাণের মুখাপেক্ষী, অথচ এর কোনো প্রমাণ নেই। বরং প্রমাণ তো এই যে, সে যদি সৎ হতো, তবে মানুষকে ভয় দেখাতে, তাদের নিয়ে খেলতে ও তাদের সঙ্গে ছলনা করতে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশই করত না। কারণ জিনদের সৎকর্মশীলরা জানে যে, এ ধরনের আত্মপ্রকাশ ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإن بدا لكم منهم فآذنوه ثلاثاً، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ»

> "নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কিছু জিন আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের কেউ যদি তোমাদের সামনে প্রকাশ পায়, তবে তাকে তিনবার সতর্ক করে দাও; এরপরও যদি সে তোমাদের সামনে প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা করো।"

এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। আর এখান থেকেই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মুসলিমদের ক্ষেত্রে জিন্নিয়াকে বিবাহ করায় «اظفر بذات الدين» ("দ্বীনদার নারীকে অর্জন করো") — এই নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় না।

আর এ ব্যাখ্যার পর (বলা যায়): জিনদের যেসব পুরুষ ও নারী বিবাহের উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করে, তাদের অধিকাংশই কাফির অথবা যিনদিক (ধর্মদ্রোহী), কিংবা মূর্খ অথবা পথভ্রষ্ট।

চতুর্দশ দলিল

চতুর্দশ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور:٣]

> "অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষরা অপবিত্র নারীদের জন্য; আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের জন্য।" [আন-নূর: ৩]

আর আয়াতটি কথায় ও কাজে অপবিত্রতা এবং কথায় ও কাজে পবিত্রতা — সবকিছুকেই শামিল করে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মাআদ"-এ (১/৬৭) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: "আর তা এ বিষয় ও এর বাইরের সবকিছুকেই ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং পবিত্র কথা, পবিত্র কাজ ও পবিত্র নারীরা তাদের উপযুক্ত পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য; আর অপবিত্র কথা, অপবিত্র কাজ ও অপবিত্র নারীরা তাদের উপযুক্ত অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্রকে সম্পূর্ণরূপে জান্নাতে রেখেছেন এবং অপবিত্রকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামে রেখেছেন।"

এ মহান আয়াত দিয়ে জিনদের বিবাহ হারাম হওয়ার ওপর দলিল গ্রহণের দিক: আল্লাহ পুরুষ ও নারীদের মধ্যকার পবিত্রদেরকে একত্র করেন; আর এটি কেবল তখনই হয়, যখন তারা পবিত্রতা ও সৎকর্মশীলতার গুণে গুণান্বিত হয়। অথচ জিনদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এ গুণ বাস্তবায়িত হওয়া কঠিন — কয়েকটি কারণে, তন্মধ্যে:

তাদের মধ্যে অশ্লীলতার আধিক্য। আর কীভাবেই বা তাদের মধ্যে তা বেশি হবে না, অথচ তাদের পিতা ইবলীস এবং জিনদের মধ্য থেকে তার অনুসারীরা তো এর দিকেই আহ্বানকারী! আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء﴾ [البقرة:١٦٨-١٧٠]

"আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজেরই নির্দেশ দেয়।" [আল-বাকারা: ১৬৮-১৭০]

সুতরাং আদম-সন্তানদের মধ্যে যদি তাদের কাজ এই হয়, তবে তাদের নিজেদের মধ্যে বিপর্যয় আরও অনেক বেশি হবে।

জিনদের মধ্যে মিথ্যার আধিক্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন: "শয়তানরা যদিও মানুষকে এমন কোনো বিষয় বা ঘটনার সংবাদ দেয় যাতে সত্যতা থাকে, তবু তারা তার বহুগুণ মিথ্যা বলে।" — "মাজমূউল ফাতাওয়া" (৩৫/১৬৬)।

সুতরাং মুসলিম যখন এমন কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করতে চায়, যার যিনা থেকে পবিত্র থাকার প্রমাণ হিসেবে তার নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই তার কাছে নেই — অথচ তার নিজের কথা তার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রশংসাপত্র নয় — এবং এ ভিত্তিতে তার মধ্যে "পবিত্রতা" আদৌ বাস্তবায়িত হয় না, তাহলে মুসলিম তাকে কীভাবে বিবাহ করবে?!

পঞ্চদশ দলিল

পঞ্চদশ দলিল: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—

«إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»

"নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কিছু জিন আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তোমরা যদি তাদের কিছু দেখতে পাও, তবে তিন দিন পর্যন্ত তাকে সতর্ক করে দাও; এরপরও যদি সে তোমাদের সামনে প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা করো — কেননা সে তো শয়তানই।"

এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, হাদীস নং (২২৩৬), আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

জিনরা মুসলিমের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে হবে — এ মাসআলায় এটি একটি মহান হাদীস। কারণ জিনরা — তাদের পুরুষ ও নারীরা — যখন মুসলিমের সামনে আত্মপ্রকাশ করে, তখন মুসলিমকে আহ্বান করা হয়েছে তাদেরকে সতর্ক করতে এবং তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে। আর এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম তাদেরকে এই আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেয়নি; বরং তাদেরকে মানুষের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী গণ্য করেছে। এ কারণেই (নির্দেশ এসেছে): সতর্ক করো এবং তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। অতঃপর তারা যদি ফিরে যেতে অস্বীকার করে, তবে ইসলাম মুসলিমকে তাদের প্রতিরোধ করার অনুমতি দিয়েছে — যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই জিনটির গলা টিপে ধরেছিলেন, যে তাঁর নামাযের মধ্যে তাঁর পথ রোধ করেছিল, তিনি তার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর — অথবা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করে তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে। আর উল্লিখিত হাদীসে রয়েছে জিনদের মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার দিকে নিয়ে যায় এমন পথগুলো রুদ্ধ করে দেওয়া (সাদ্দুয যারাই)। তাহলে মুসলিমের পক্ষে জিনদের সঙ্গে এতটা লেনদেন করা কীভাবে জায়েয হতে পারে যে, সে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেই জড়িয়ে পড়বে?!

ষোড়শ দলিল

ষোড়শ দলিল: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—

«لا نكاح إلا بولي»

> "অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।"

এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, হাদীস নং (২০৮৫) এবং অন্যরা, আবূ মূসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

আর বিবাহে অভিভাবকত্ব (ওয়ালায়াহ) আবশ্যক গণ্য হওয়ার ওপর বহু দলিল রয়েছে। এখন জিন্নিয়ার অবস্থা হলো — হয় সে মানব-ব্যক্তির কাছে দাবি করবে যে, সে নিজেই তার পক্ষ থেকে মানব-ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করবে; নয়তো জিনদের মধ্য থেকে তার অভিভাবক তার পক্ষে বিবাহ সম্পন্ন করবে — যেমনটি সে দাবি করে। যদি প্রথমটি হয়, তবে মানব-ব্যক্তির দিকে অভিভাবকত্ব স্থানান্তরের শুদ্ধতা প্রমাণিত হলো না। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার সত্যবাদিতা ও সততা প্রমাণ করার মতো কিছুই আমাদের কাছে নেই — তাদের মিথ্যার আধিক্যের কারণে, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, এবং মানুষের বিষয়াদি নিয়ে জিনদের খেলা, তাদের সঙ্গে ছলনা ও তাদের বিরুদ্ধে চাতুরির কারণে। ফলে বিষয়টি অস্পষ্ট ও সন্দেহপূর্ণ থেকে যায়; আর এ অবস্থায় তার প্রতি অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

সপ্তদশ দলিল

সপ্তদশ দলিল: নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী—

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ؟

يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني

إلا بخير»

> "তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জিনদের মধ্য থেকে তার একজন সঙ্গী (কারীন) নিযুক্ত করা হয়েছে।" তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গেও কি?" তিনি বললেন: "আমার সঙ্গেও; তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে — তাই সে আমাকে কল্যাণ ছাড়া কিছুরই নির্দেশ দেয় না।"

এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, হাদীস নং (২৮১৪), ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

আর এ হাদীস থেকে আমাদের উদ্দেশ্য কয়েকটি বিষয়:

প্রথম: জিনদের মানুষের নিকটবর্তী হওয়া মানুষের ওপর জিনদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার (তাসলীত) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোনো জিন্নিয়ার বিবাহের দাবি নিয়ে অমুক মানব-ব্যক্তির নিকটবর্তী হওয়াও এই শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়: মুসলিমের জিন-কারীন তার সামনে সুন্দরী মানব-নারীর রূপ ধারণ করতে সক্ষম; কারণ সে তা করতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে, সে জিনের নারীদের মধ্য থেকে। আর জানা কথা যে, এই কারীন কাফির, যে তার সাধ্যে যা কিছু আছে তার সবটুকু দিয়েই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে।

তৃতীয়: এটি অসম্ভব নয় যে, জিনদের এই কারীন জিনদের ব্যভিচারিণীদের মধ্য থেকে কোনো ব্যভিচারিণীকে — বরং কোনো কাফির নারীকে — ডেকে আনবে, আর সে সাজসজ্জা করে মুসলিমের সামনে এই দাবি নিয়ে হাজির হবে যে, সে হালাল বিবাহই চায়; বিশেষত এ কারণে যে, কারীন মুসলিমের অবস্থা সম্পর্কে বহু বিষয় জানে, ফলে সে মুসলিমদের সঙ্গে ছলনা করে এমনটি করে থাকে। সুতরাং এ বিষয়টি তোমার স্মরণে রেখো।

অষ্টাদশ দলিল

অষ্টাদশ দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ

رَهَقًا﴾ [الجن:٦]

> "আর মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের আশ্রয় নিত; ফলে তারা তাদের ক্লেশ বাড়িয়ে দিত।" [আল-জিন: ৬]

আর (زادوهم رهقاً)-এর অর্থ হলো: ভয়, ক্লেশ ও আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর এ আয়াত দিয়ে দলিল গ্রহণে আমাদের উদ্দেশ্য হলো একটি ভয়ংকর বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করা — তা হলো, জিনরা মানুষের ওপর সুযোগ পেলে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করে বসে। আর এটি আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ থেকে সুস্পষ্ট। আর মানব-ব্যক্তির জিন্নিয়াকে বিবাহ করা তার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাকে ক্লেশে ফেলার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি। আমার জানামতে এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তি নেই, যে জিন্নিয়াকে বিবাহ করার পর নামায ইত্যাদির ক্ষেত্রে সে আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় টিকে থেকেছে; না সে তার পূর্বের সুস্থতা ও নিরাপত্তার ওপর টিকে থেকেছে, না মানুষের সঙ্গে তার পূর্বের সদাচরণের ওপর; বরং তার (জিন্নিয়ার) আধিপত্যের কারণে সে বন্দি হয়ে পড়ে। সুতরাং সত্য বলেছেন সেই বক্তা আল্লাহ, যিনি বলেছেন: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾। অতএব উল্লিখিত বিবাহ গ্রহণ করা থেকে সাবধান! আর মানুষের মধ্য থেকে যারা জিন-নারীদের বিবাহ করে, তাদের প্রতি জিন-নারীদের কষ্টদানের বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ দলিল

দলিল	লেখকের দলিল-গ্রহণ
ত্রয়োদশ: দ্বীনদার নারীকে অর্জন করো	জিন্নিয়ার দ্বীনদারি জানা কঠিন; লেখকের মতে জিনরা সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও রূপ ধরতে সক্ষম
চতুর্দশ: অপবিত্র ও পবিত্রদের জোড়া (আন-নূর)	জিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ও মিথ্যার আধিক্য; পবিত্রতা বাস্তবায়িত হওয়া কঠিন
পঞ্চদশ: মদীনার জিনের হাদীস	তিনবার সতর্ক করো; ইসলাম আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেয়নি
ষোড়শ: অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নেই	জিন্নিয়ার অভিভাবকের সত্যবাদিতা প্রমাণ করার কিছু নেই
সপ্তদশ: প্রত্যেকের জিন-কারীন	কারীন সুন্দরী নারীর রূপে ছলনা করতে পারে
অষ্টাদশ: আল-জিন ৬, 'ক্লেশ বাড়িয়ে দিত'	জিনরা সুযোগ পেলে সীমালঙ্ঘন করে; জিন্নিয়াকে বিবাহ ক্লেশের বড় কারণ

ঊনবিংশ দলিল

ঊনবিংশ দলিল: সাহাবীগণের কারও সম্পর্কে জানা যায় না যে, তিনি জিনদের ইসলামের প্রতি আগ্রহ দেখানোর ওপর নির্ভর করে তাদের মধ্য থেকে কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছেন; আর এ-ও জানা যায় না যে, কোনো জিন কোনো মুসলিম নারীকে বিবাহ করেছে — এ বিবেচনায় যে, তারা ইসলামে আমাদের ভাই। সুতরাং এ ধরনের বিবাহের কিছুই সংঘটিত না হওয়া প্রমাণ করে যে, নবুওয়াতের যুগে — যা শরীয়ত-প্রণয়নের যুগ — জিন ও মানুষের মধ্যে এ বিবাহ অনুপস্থিত ছিল।

বিংশ দলিল

বিংশ দলিল: কুরআনুল কারীম ও সহীহ নববী সুন্নাহতে মানুষদের পারস্পরিক বিবাহের প্রতি আহ্বানকারী যেসব দলিল এসেছে, তার কোনোটি থেকেই — না প্রেক্ষাপট (সিয়াক) দ্বারা, না পূর্বাপর সংযোগ (সিবাক) দ্বারা, না ইঙ্গিত দ্বারা — মানুষ ও জিনের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়া বোঝা যায় না; অথচ এটি যদি বৈধ হতো, তবে এসব দলিল তার ওপর প্রমাণ বহন করত, কারণ প্রসঙ্গই তা দাবি করত। সুতরাং এ থেকে এ কথা লাভ হয় যে, জিনদের সঙ্গে মানুষের বিবাহ নিকাহ-সংক্রান্ত শরঈ দলিলগুলোর ব্যাপকতার বাইরে।

একবিংশ দলিল

একবিংশ দলিল: জানা কথা যে, মানব-ব্যক্তি কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করতে সক্ষম নয়, যদি না সে তার সামনে মানব-নারীর রূপ ধারণ করে; অথচ এই রূপ ধারণ আল্লাহর শরীয়তে নিষিদ্ধ, যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। তদুপরি তা প্রকৃতও নয়; কারণ সে তো জিন্নিয়াই, মানব-নারী নয়। আর যেহেতু তা প্রকৃত নয়, তাই জিন্নিয়া সহবাসের সময়ই স্বামীর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কোনো প্রাণীতে রূপান্তরিত হতে পারে, পুরুষের আকৃতিতেও রূপান্তরিত হতে পারে, এবং মানব-ব্যক্তির সামনে ভয়ংকর নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করতেও সক্ষম — যেমন এক চোখ নিয়ে তার সামনে হাজির হওয়া, কিংবা বিচ্ছিন্ন নানা অঙ্গ নিয়ে। সুতরাং এসব উল্লিখিত বিষয় এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় এ বিবাহের অসারতা ও হারাম হওয়ার ওপরই প্রমাণ বহন করে।

দ্বাবিংশ দলিল

দ্বাবিংশ দলিল: মুসলিমদেরকে বহু অবস্থায় জিন ও শয়তানদের সকলের থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে; এতে কোনো জিন-পুরুষ বা জিন-নারীকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

[النحل:٩٨]

> "অতএব যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।" [আন-নাহল: ৯৮]

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨]

"আর বলো: হে আমার রব! আমি শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর হে আমার রব! তারা আমার কাছে উপস্থিত হোক — এ থেকেও আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" [আল-মুমিনূন: ৯৭-৯৮]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন—

«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»

"হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র পুরুষ-জিন ও অপবিত্র নারী-জিন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, হাদীস নং (১৪২) এবং মুসলিম, নং (৩৭৫)। আর যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل:

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»

"নিশ্চয়ই এসব পায়খানা (শয়তানদের) উপস্থিতির স্থান; সুতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় আসে, তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র পুরুষ-জিন ও অপবিত্র নারী-জিন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, হাদীস নং (৬); ইবনে মাজাহ, নং (২৯৬); এবং আহমাদ (৪/৩৬৯) — আর শব্দগুলো তাঁরই।

আর "হুশূশ" হলো: প্রয়োজন সারার স্থানসমূহ।

আর তিনি ﷺ বলেছেন—

«إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ»

"তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন সে যেন বলে: 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তারা আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে।' — তবে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না।"

এটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, হাদীস নং (৩৫২৮), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

আর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের মধ্যে বলেছেন—

«...أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ...»

"...আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিজের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে..."

এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (১/৯), আবূ দাউদ, নং (৫০৬৭) এবং তিরমিযী, নং (৩৩৯২)।

আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبداً»

"জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যদি নিজ স্ত্রীর কাছে গমনের সময় বলে: 'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করবেন তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন' — অতঃপর এতে যদি তাদের দুজনের মধ্যে সন্তান নির্ধারিত বা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, তবে শয়তান কখনোই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, হাদীস নং (৫১৬৫)।

ঊনবিংশ থেকে দ্বাবিংশ দলিল

দলিল	লেখকের দলিল-গ্রহণ
ঊনবিংশ: সাহাবীদের কেউ জিন্নিয়া বিবাহ করেছেন, এমন জানা যায় না	নবুওয়াতের যুগে এ বিবাহ অনুপস্থিত ছিল
বিংশ: নিকাহর আহ্বানকারী দলিলসমূহ	কোনোটি থেকে জিন-মানুষের বিবাহের বৈধতা বোঝা যায় না
একবিংশ: মানবীর রূপ ধারণ	রূপ ধারণ নিষিদ্ধ ও অপ্রকৃত; সহবাসের সময় অদৃশ্য বা রূপান্তরিত হতে পারে
দ্বাবিংশ: জিন ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আহ্বান	ব্যতিক্রম নেই; আত্মপ্রকাশ করলে আশ্রয় প্রার্থনা আরও যুক্তিসঙ্গত

এক নজরে

- ★ আয়াতগুলোতে ‘তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে’ ও ‘নারীদের’ শব্দ মানব-জাতির জন্য, লেখকের দলিল-গ্রহণ
- ★ হাওয়া আদমের পাঁজর থেকে; আদমের সন্তানদের বিবাহ হয়েছিল বোনদের সঙ্গে
- ★ আন-নূর ৩২ ও আল-মুমিনূন ৫-৭ থেকে স্ত্রী ‘তাদেরই মধ্য থেকে’
- ★ জিন্নিয়ার দ্বীনদারি, অভিভাবকত্ব ও সত্যবাদিতা যাচাই করা যায় না, লেখকের যুক্তি
- ★ মদীনার জিনের হাদীস: তিনবার সতর্ক করা; আত্মপ্রকাশ ইসলাম অনুমোদন করেনি
- ★ জিন ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ সর্বাবস্থায়

যাচাই করুন

1. আল-ফুরকান ৫৪ থেকে লেখকের দলিল-গ্রহণ কী?

ক. জিন্নিয়ার আত্মীয়দের পরিচয় সহজে জানা যায়

খ. বৈবাহিক আত্মীয়তা মানব-জাতিতে নির্ধারিত; জিন্নিয়ার আত্মীয়দের পরিচয় জানা সম্ভব নয়

2. আন-নিসা ৩-এর ‘আন-নিসা’ শব্দ লেখকের মতে কাদের জন্য নির্দিষ্ট?

ক. আদম-কন্যাদের

খ. জিন-নারীদের

3. আদমের সন্তানদের বিবাহ হয়েছিল কাদের সঙ্গে, মুফাসসিরদের বর্ণনায়?

ক. জিন্নিয়াদের সঙ্গে

খ. বোনদের সঙ্গে, এক গর্ভের ছেলে অপর গর্ভের মেয়ের সঙ্গে

4. মদীনার জিনদের হাদীসে আত্মপ্রকাশ করলে প্রথমে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. বিবাহ করা

খ. তিন দিন সতর্ক করা

5. ‘অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নেই’ দলিলে লেখকের যুক্তি কী?

ক. অভিভাবকের প্রয়োজন নেই

খ. জিন্নিয়ার অভিভাবকের সত্যবাদিতা প্রমাণ করার মতো কিছু আমাদের কাছে নেই

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

সুতরাং এসব দলিল মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীকে সর্বসময়ে ও সর্বাবস্থায় জিন ও শয়তানদের থেকে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানায় — আর এটি তো সাধারণত তখনকার কথা, যখন তারা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকে। তাহলে তারা যখন আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা তো আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত! তাহলে তাদের সঙ্গে বিবাহ পর্যন্ত গড়ানো লেনদেন কীভাবে হতে পারে?! আর কোনো আপত্তিকারী হয়তো বলবে:

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

আহলুল ইলমের বক্তব্য, শরঈ বিধান ও বিপক্ষের দলিলের সূচনা

আপনি এসব দলিল দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন, অথচ তার অধিকাংশের মধ্যে রয়েছে শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা। আর এটি জানা কথা যে, শয়তান ও জিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কেননা জিনের তুলনায় শয়তান হলো তাদের মধ্যকার কাফিররা, আর জিন শব্দটি তাদের মুমিন ও কাফির উভয়কেই শামিল করে — আর বিবাহ তো হয় মুমিনদের সঙ্গে।

আমি বলি: এই পার্থক্য নির্ণয় সঠিক, এতে কোনো ধোঁয়াশা নেই। কিন্তু জিন-ব্যক্তি ইসলামের দাবি করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, সৎকর্মশীলতার দাবি করে অথচ সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী — ফলে তার প্রকৃত অবস্থা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বলি যে, জিনদের পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে কেউ কোনো মুসলিমের সামনে তার সঙ্গে বিবাহের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না, যদি না সে অসৎ হয়; কারণ সৎ ব্যক্তি এটি বর্জন করে চলে, যেহেতু ইসলামে তা হারাম। আর এই আয়াতের অধিকতর ব্যাখ্যা আসবে (সংশয়ের জবাব) অধ্যায়ে।

ত্রয়োবিংশ দলিল

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾

[الأنعام:١٢٨]

> "আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন: হে জিন-সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষদের থেকে অনেককে বশ করেছ। আর মানুষদের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি।" [সূরা আল-আনআম: ১২৮]

এই মহান আয়াতে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের অবাধ্য জিন ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন এবং সুবহানাহু তাআলা জিনদেরকে মানুষদের পথভ্রষ্ট করার কারণে তিরস্কার করছেন। আর তিনি সুবহানাহু সংবাদ দিচ্ছেন যে, জিনেরা নিরুত্তর হয়ে গেল, ফলে তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব এল না; আর মানুষদের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা — যারা তাদের অনুগত ছিল — বলবে:

﴿رَبَّنَا اسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ﴾ [الأنعام:١٢٨]

> "হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি।" [সূরা আল-আনআম: ১২৮]

সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দলের অপর দলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি হলো সেই বাস্তবতাটিকে প্রকাশ করে দেওয়া, যা দুনিয়াতে বহু মানুষের কাছে গোপন ছিল। আর জিনদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার উপর এই আয়াত দ্বারা আমাদের দলিল গ্রহণের দিক হলো নিম্নরূপ:

একাধিক আলিম সাব্যস্ত করেছেন যে, আয়াতটি জিনদের মানুষ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক; ফলে উভয় দলের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহও তার অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং তা আয়াতে নিন্দিত সেই উপভোগের মধ্যেই প্রবেশ করবে।

উল্লিখিত বিবাহের দিকে আহ্বানের সূচনাকারী হলো জিনেরা — যেমনটি সুবিদিত। সুতরাং তারা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত:

﴿قَدِ اسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ﴾ [الأنعام:١٢٨]

> "তোমরা তো মানুষদের থেকে অনেককে বশ করেছ।" [সূরা আল-আনআম: ১২৮]

আর জিনদের মধ্য থেকে বিবাহকারীরা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; কেননা তাদের দ্বারাই আধিক্য অর্জন করা হয়েছে।

আর উল্লিখিত আয়াতের উপর আহলুল ইলমের বক্তব্য আমি যা বলেছি তারই প্রমাণ বহন করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — যেমনটি "মাজমূউল ফাতাওয়া" (১৩/৮১)-এ রয়েছে:

«الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال: ﴿فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾

[النساء:٢٤]، ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور

والإناث بالإناث ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة

الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم ويدخل

في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس ومنه قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى

الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[البقرة:٢٣٦] وكان من السلف

من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته ومنهم من يمتع

بكسوة أو نفقة ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة

تجزى فيها الصلاة»

"কোনো বস্তু দ্বারা উপভোগ করা মানে হলো, তার দ্বারা ভোগ করা এবং তার মাধ্যমে সে যা চায়, যা কামনা করে ও যার প্রতি আসক্ত — তা অর্জন করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের নারীদের দ্বারা পারস্পরিক উপভোগ করা, যেমন আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [সূরা আন-নিসা: ২৪] — 'অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যাদের দ্বারা তোমরা উপভোগ করেছ, তাদেরকে নির্ধারিত বিধান হিসেবে তাদের মোহর দিয়ে দাও।' আর এর অন্তর্ভুক্ত অশ্লীলতাসমূহ, যেমন পুরুষদের পুরুষ দ্বারা এবং নারীদের নারী দ্বারা উপভোগ করা। এই উপভোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেবা গ্রহণের মাধ্যমে ও নেতৃত্বের অধিপতিত্বের মাধ্যমে উপভোগ করা, যেমন রাজা-বাদশাহ ও প্রভুরা তাদের সৈন্য ও দাসদের দ্বারা উপভোগ করে। আর এর অন্তর্ভুক্ত সম্পদ দ্বারা উপভোগ করা, যেমন পোশাক; আর এরই অন্তর্গত আল্লাহর বাণী: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [সূরা আল-বাকারা: ২৩৬] — 'আর তোমরা তাদেরকে ভোগসামগ্রী দাও — সচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সাধ্যমতো এবং অসচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সাধ্যমতো।' সালাফদের মধ্যে এমন ছিলেন যিনি নারীকে একজন খাদিম দিয়ে ভোগসামগ্রী দিতেন, ফলে সে তার সেবা দ্বারা উপভোগ করত; আবার তাঁদের কেউ

কাপড় বা খরচ দিয়ে ভোগসামগ্রী দিতেন। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন: ভোগসামগ্রীর সর্বোচ্চ হলো একজন খাদিম, আর সর্বনিম্ন হলো এমন কাপড় যা পরে সালাত আদায় করা যায়।"

আর সারকথায়, মানুষের জিন দ্বারা এবং জিনের মানুষ দ্বারা উপভোগ করা — মানুষের মানুষ দ্বারা উপভোগ করার সদৃশ।

আর ইবনে আশূর তাঁর তাফসীরে (৮/৬৯) বলেছেন:

«واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم في العاجل بتيسير شهواتهم وفتح أبواب اللذات والأهواء لهم وسلامتهم من بطشهم واستمتاع الجن بالإنس هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضلالة وإعانتهم على إضلال الناس والوقوف في وجه دعاة الخير وقطع سبيل الصلاح فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما فيه ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وَطَرِهِ»

"মানুষের জিন দ্বারা উপভোগ করা হলো — দ্রুতগামী দুনিয়াতে তাদের কামনা-বাসনা সহজ করে দেওয়া, তাদের জন্য ভোগ ও প্রবৃত্তির দরজাসমূহ খুলে দেওয়া এবং জিনদের আক্রমণ থেকে তাদের নিরাপদ থাকার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। আর জিনের মানুষ দ্বারা উপভোগ করা হলো — জিনদের এই উপকৃত হওয়া যে, পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে তাদের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মানুষদের পথভ্রষ্ট করার কাজে তারা জিনদের সহায়তা করে, কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীদের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং সংশোধনের পথ কেটে দেয়। সুতরাং উভয় দলের প্রত্যেকেই অপরকে সহায়তা করেছে তার অন্তরে যা আছে তা বাস্তবায়নে — যা তার স্বভাবের অনুকূল এবং যাতে সে তার প্রয়োজন পূরণে স্বস্তি বোধ করে।"

জিন ও মানুষের পারস্পরিক উপভোগ

ত্রয়োবিংশ দলিল: আল-আনআম ১২৮

আয়াত	ইবনে তাইমিয়্যাহ	ইবনে আশূর
কিয়ামতে জিন ও মানুষ: একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি	উপভোগের মধ্যে নারী-পুরুষের উপভোগ, অশ্লীলতা, সেবা ও সম্পদও আছে	মানুষ পায় কামনা সহজ হওয়া; জিন পায় অনুসারী বৃদ্ধি

লেখকের দলিল-গ্রহণ	সূচনাকারী
আয়াত ব্যাপক; পারস্পরিক বিবাহও নিন্দিত উপভোগের মধ্যে	বিবাহের আহ্বানের সূচনাকারী জিনেরা

জিনের সঙ্গে মানুষের বিবাহ হারাম হওয়ার উপর প্রমাণবাহী আহলুল ইলমের বক্তব্যসমূহ

এই বিবাহ হারাম ও মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অনেক। এই নিন তার কিছু অংশ:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন — যেমনটি "মাজমূউল ফাতাওয়া" (১৯/৩৯-৪০)-এ রয়েছে:

«وكره أكثر العلماء مناكحة الجن»

> "অধিকাংশ আলিম জিনদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহকে অপছন্দ করেছেন।"

আর মাশহূর ইবনে হাসান আলে সালমান হাফিযাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ "ফাতহুল মান্নান ফী জামই কালামি শাইখিল ইসলাম আলাল জান্ন" (১/৪২৫)-এ বলেছেন:

«وقد نقل جماهير الفقهاء حرمة نكاح الجنية»

> "ফকীহদের বিরাট জামাত জিন্নিয়াকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।"

আর ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ "তাহযীবুস সুনান" (১০/১৪)-এ বলেছেন:

«وقد تكلم في نكاح الجن للإنس الإمام أحمد وغيره، والكلام فيه في أمرين: في وقوعه وحكمه. فأما حكمه فمنع منه أحمد، ذكره القاضي أبو يعلى»

"মানুষের সঙ্গে জিনের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও অন্যরা আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা দুটি ব্যাপারে: তা সংঘটিত হওয়া এবং তার বিধান। তার বিধান সম্পর্কে বলা যায় — আহমাদ তা নিষেধ করেছেন; এটি উল্লেখ করেছেন কাযী আবু ইয়ালা।"

আর আদ-দামীরী তাঁর গ্রন্থ "হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা" (১/১৯৪)-এ — যাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলেছেন সেই উলামাদের উল্লেখ করতে গিয়ে — বলেছেন:

«ونص على منعه جماعة من أئمة الحنابلة»

"হাম্বলী ইমামদের একটি জামাত তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।"

আর ইবনুল আরাবী "আহকামুল কুরআন" (৩/১১৬০)-এ এবং আল-কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

«في هذا رد على العرب التي كانت تعتقد أنها تزوج الجن وتباضعها»

"এর মধ্যে রয়েছে সেই আরবদের খণ্ডন, যারা বিশ্বাস করত যে তারা জিনদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের সঙ্গে দাম্পত্য মিলনে লিপ্ত হয়।"

আর এই বক্তব্যের অনুরূপ বলেছেন আশ-শানকীতী "আদওয়াউল বায়ান" (৩/৩৮৩)-এ।

আর আস-সুয়ূতী — কতিপয় উলামার তা হারাম হওয়ার পক্ষে ফতোয়া উল্লেখ করার পর — তাঁর গ্রন্থ "আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর" পৃ. (২৫৬-২৫৭)-এ বলেছেন:

«فإن قلت: ما عندك من ذلك؟ قلت: الذي أعتقده التحريم لوجوه، منها: ما تقدم من الآيتين»

"যদি তুমি বলো: এ ব্যাপারে তোমার কাছে কী আছে? আমি বলি: আমি যা বিশ্বাস করি তা হলো হারাম হওয়া, কয়েকটি কারণে। তার একটি: পূর্বে উল্লিখিত দুটি আয়াত।"

আর তার একটি: হারব আল-কিরমানী তাঁর "মাসাইল"-এ আহমাদ ও ইসহাক থেকে যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-কুতাঈ, তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনে উমর, তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনে লাহীআ, ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি আয-যুহরী থেকে; তিনি বলেছেন:

«نهى رسول الله ﷺ عن نكاح الجن»

"রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদের সঙ্গে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।"

আর হাদীসটি যদিও মুরসাল, তবু তা উলামাদের বক্তব্য দ্বারা শক্তি লাভ করেছে।

সুতরাং তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে আল-হাসান আল-বসরী, কাতাদা, আল-হাকাম ইবনে উয়াইনা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও উকবা আল-আসাম থেকে।

আর "ফাতহুল হাক্কিল মুবীন ফী ইলাজিস সারই ওয়াস সিহরি ওয়াল আইন" গ্রন্থের লেখক পৃ. (৩১)-এ মানুষ ও জিনের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

«هذه مسألة شائكة، وللعلماء كلام كثير فيها، منهم من قال بوقوع ذلك، ومنهم من منعه، والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع إن لم تكن ممتنعة، وحتى لو وقعت فقد تكون بغير اختيار، وإلا لو فتح الباب لترتب

عليه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، فسد الباب من باب سد الذرائع وحسم باب الشر والفتنة والله المستعان»

"এটি একটি জটিল মাসআলা, এতে উলামাদের বহু বক্তব্য রয়েছে। তাঁদের কেউ বলেছেন তা সংঘটিত হয়, আর কেউ তা নিষেধ করেছেন। আমরা যা মনে করি তা হলো — এই মাসআলা সংঘটিত হওয়া বিরল, যদি না তা একেবারে অসম্ভবই হয়। আর সংঘটিত হলেও তা হতে পারে ইচ্ছার বাইরে। নচেৎ, যদি দরজা খুলে দেওয়া হতো, তবে তার উপর এমন বিরাট অনিষ্ট জন্ম নিত যার সীমা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং দরজাটি বন্ধ করে দাও — 'সাদ্দুয যারায়ি' (অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করা)-র নীতি অনুসারে, এবং অনিষ্ট ও ফিতনার দরজা ছিন্ন করার জন্য। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।"

আর উল্লিখিত গ্রন্থের লেখক টীকায় বলেছেন: সম্মানিত আল্লামা শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করে বলেছেন:

«هذا هو الصواب ولا يجوز غيره لأسباب كثيرة»

"এটিই সঠিক, এ ছাড়া অন্য কিছু জায়েয নয় — বহু কারণে।"

আর আল্লামা আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহ "আস-সিলসিলাতুদ দাঈফা" (১২/৬০৮)-এ বলেছেন:

«ولكن أين الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولا، وعلى التزاوج الشرعي ثانياً؟ هيهات هيهات»

"কিন্তু প্রথমত সন্তান জন্মদানের উপর এবং দ্বিতীয়ত শরঈ বৈবাহিক সম্পর্কের উপর শরঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল কোথায়? কত দূর! কত দূর!"

সতর্কীকরণ: কতিপয় লেখক বর্ণনা করেছেন যে, জায়েয হওয়ার বক্তব্যটি জমহুর আহলুল ইলমের মত। এটি ভুল; বরং এর বিপরীতটিই সঠিক, যেমনটি সামান্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হারাম ও মাকরূহ: আহলুল ইলমের বক্তব্য

আলিম	বক্তব্য (লেখকের উদ্ধৃত)
ইবনে তাইমিয়্যাহ	অধিকাংশ আলিম জিনদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহকে অপছন্দ করেছেন
মাশহূর আলে সালমান	ফকীহদের বিরাট জামাত জিন্নিয়াকে বিবাহ হারাম বর্ণনা করেছেন
ইবনুল কাইয়িম	আহমাদ তা নিষেধ করেছেন (কাযী আবু ইয়ালা উল্লেখ করেছেন)
আদ-দামীরী	হাম্বলী ইমামদের একটি জামাত নিষেধের কথা স্পষ্ট বলেছেন
আস-সুয়ূতী	হারাম বলে বিশ্বাস করেন; যুহরী থেকে মুরসাল: নবী জিনদের সঙ্গে বিবাহ নিষেধ করেছেন
হাসান বসরী, কাতাদা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখ	নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত
ফাতহুল হাক্কিল মুবীনের লেখক	মাসআলা জটিল; সংঘটন বিরল; সাদ্দুয যারায়ি অনুযায়ী দরজা বন্ধ; ইবনে বায: এটিই সঠিক
আলবানী	শরঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল কোথায়

লেখকের সতর্কীকরণ: জায়েযের বক্তব্য জমহুরের মত বলা ভুল

জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয না হওয়াকে শক্তিশালী করে এমন বিবেচনাসমূহ – আহলুল ইলমের কাছে

আস-সুয়ূতী "আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর" পৃ. (২৫৭)-এ জিন ও মানুষের মধ্যকার বিবাহের প্রতিবন্ধকসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

«ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلْقاً وخُلُقاً وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى، وهذا تخريج قوي لم أر من تنبه له»

"তার একটি: স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষে দাসীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কেননা এতে সন্তানের জন্য দাসত্বের ক্ষতি সৃষ্টি হয়। আর সন্দেহ নেই যে, সন্তান কোনো জিন্নিয়ার গর্ভজাত হওয়া এবং তার মধ্যে সৃষ্টিগত ও চরিত্রগতভাবে জিনের মিশ্রণ থাকা, আর জিনদের সঙ্গে তার সংযোগ ও মেলামেশা থাকা — এর ক্ষতি দাসত্বের ক্ষতির চেয়ে বহুগুণে তীব্র, কেননা দাসত্বের ক্ষতি তো দূর হওয়ার আশা করা যায়। সুতরাং জাতিগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও যখন কেবল প্রকারগত ভিন্নতার কারণে দাসীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তখন যা মোটেই একই জাতির নয় তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়া তো আরও অগ্রগণ্য। আর এটি একটি শক্তিশালী তাখরীজ, যার প্রতি সচেতন হয়েছেন এমন কাউকে আমি দেখিনি।"

আর আস-সুয়ূতী জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার উপর এই হাদীস দ্বারাও দলিল গ্রহণ করেছেন:

«نهى رسول الله ﷺ عن إنزاء الحُمُرِ على الخيل»

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার উপর গাধা লেলিয়ে দিয়ে প্রজনন করানো থেকে নিষেধ করেছেন।"

আর এটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যদের থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীস। আস-সুয়ূতী বলেছেন:

«ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل، وعلة ذلك اختلاف الجنس، وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل، فيلزم منه قلتها... وإذا تقرر المنع فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى»

"আর একে আরও শক্তিশালী করে এই বিষয়টি যে, তিনি ঘোড়ার উপর গাধা লেলিয়ে দিয়ে প্রজনন করানো থেকে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো জাতিগত ভিন্নতা এবং এই যে, তা থেকে জন্মানো সন্তান ঘোড়ার জাতি থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে অনিবার্যভাবে ঘোড়ার সংখ্যা কমে যায়... সুতরাং যখন নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলো, তখন মানবী নারীর সঙ্গে জিন-পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া তো আরও অগ্রগণ্য ও অধিকতর যথার্থ।" — আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর পৃ. (২৫৭)

আর ইবনে কুদামা "আল-মুগনী"-তে বলেছেন:

«إن الوصية لا تصح بجني، لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة فيتوجه

من انتفاء التمليك منه الوطء؛ لأنه في مقابله»

"কোনো জিনের জন্য অসিয়ত শুদ্ধ হয় না; কেননা সে হিবার মতো মালিকানা হস্তান্তরের দ্বারা মালিক হয় না। সুতরাং তার পক্ষ থেকে মালিকানা হস্তান্তর অসম্ভব হওয়ার কারণে সহবাসও অসম্ভব হওয়া সাব্যস্ত হয়; কেননা তা তারই বিনিময়ে।"

নিষেধকে শক্তিশালী করে এমন বিবেচনা

আস-সুয়ূতী ও ইবনে কুদামার বিবেচনা

দাসী-বিবাহ নিষেধ	ঘোড়ার উপর গাধা	ইবনে কুদামা
সন্তানের উপর দাসত্বের ক্ষতি; জিনের মিশ্রণের ক্ষতি আরও তীব্র	নিষেধের কারণ জাতিগত ভিন্নতা; তাই জিন-মানব বিবাহ নিষেধ আরও অগ্রগণ্য	জিনের জন্য অসিয়ত শুদ্ধ নয়; মালিকানা হস্তান্তর অসম্ভব হওয়ায় সহবাসও অসম্ভব

জিন ও মানুষের মধ্যকার বিবাহের উপর প্রযোজ্য শরঈ বিধানসমূহ

মানব-ব্যক্তি সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারে না এবং তার থেকে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে লাভও করতে পারে না

বিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধানসমূহ — তার পূর্বে, তার সঙ্গে ও তার পরে — অনেক। তার একটি হলো মোহর ও সদাক। তাহলে জিন্নিয়া তার মানব-স্বামীর কাছ থেকে কীভাবে মোহর গ্রহণ করবে? কেননা জিনদের খাদ্য আমাদের খাদ্য নয়, তাদের পানীয় আমাদের পানীয় নয়, তাদের পোশাক আমাদের পোশাক নয় এবং তাদের চিকিৎসা আমাদের চিকিৎসা নয়।

আর তার একটি হলো, মানব-স্বামী তার জিন্নিয়া স্ত্রীকে এই বাধ্যবাধকতা দেওয়া যে, সে তার অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে বের হবে না — এটি তার পক্ষে বাস্তবায়িত হয় না; কারণ সে তার ইচ্ছামতো তার অনুগত নয়। এ কারণেই সে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে ও অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং যেমন ইচ্ছা যায় ও আসে।

আর তার একটি হলো, তার সঙ্গে স্বামীর মিলন তার জন্য ক্ষতি হিসেবেই গণ্য; কেননা মানবী নারীর সঙ্গে মিলনে যে বিনিময় সে পায়, তার কাছ থেকে সে তা পায় না। আরও এই যে, তার কাছ থেকে সে সন্তান লাভ করে না, কারণ সে তার থেকে গর্ভধারণ করে না। আর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তবে সেই ইদ্দত বাস্তবায়িত হয় না যা স্বামীর অধিকার;

আর সে মারা গেলে শোক-পালনের ইদ্দতও হয় না। এবং মানুষের মধ্য থেকে সাক্ষীরা এই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয় না যে, অমুক মানব-ব্যক্তি জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছে — কেননা তারা তার প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না। এ ছাড়াও আরও বহু বিধান রয়েছে।

বিবাহের বিধান পালনে অসুবিধা

বিধান	লেখকের বর্ণিত সমস্যা
মোহর ও সদাক	জিনদের খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও চিকিৎসা আমাদের নয়
অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে না বের হওয়া	জিন্নিয়া স্বামীর ইচ্ছামতো অনুগত নয়; আত্মপ্রকাশ ও অদৃশ্য হয়
মিলন ও সন্তান	মানবীর সঙ্গে মিলনের বিনিময় মেলে না; সে গর্ভধারণ করে না
ইদ্দত	স্বামীর অধিকারের ইদ্দত ও শোক-পালনের ইদ্দত বাস্তবায়িত হয় না
সাক্ষী	সাক্ষীরা জিন্নিয়ার প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না

জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ শরীয়াহর উদ্দেশ্যাবলির পরিপন্থী ও তার বিরোধী

ইসলামী শরীয়াহ বিবাহের উদ্দেশ্যাবলি স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো:

- সন্তান লাভ করা।
- ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও দয়া বাস্তবায়িত হওয়া।
- সমাজকে বিপর্যয় ও নীচতা থেকে হেফাজত করা।
- দারিদ্র্য দূর হওয়া — যা দূর করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন তাঁর এই বাণীতে:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:٣٢]

"আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ দাও, এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আন-নূর: ৩২]

- নারীর প্রয়োজন পূরণ হওয়া।
- আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান ও সওয়াব লাভ হওয়া।

- নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
- বিবাহের স্থায়িত্ব।

সুতরাং মানুষ ও জিনের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহের কারণে এই উদ্দেশ্যাবলি অনুপস্থিত থাকা — এটিই উল্লিখিত পারস্পরিক বিবাহের অকল্যাণের প্রমাণ। হে মুসলিম! তুমি কি দেখো না যে, ইসলাম মানুষের মধ্যকার কতিপয় বিবাহকেই হারাম করে দিয়েছে — কেবল এই কারণে যে, সেগুলোতে এই উদ্দেশ্যাবলির কিছু অংশ অনুপস্থিত? যেমন মুতআ বিবাহ, তাহলীল বিবাহ ও শিগার বিবাহ। তাহলে উল্লিখিত বিবাহটি কি প্রত্যাখ্যান করা, তা থেকে দূরে থাকা এবং তা থেকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে আরও অগ্রগণ্য নয়?

শরীয়তে বিবাহের উদ্দেশ্যাবলি

- [ ] সন্তান লাভ
- [ ] ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও দয়া
- [ ] সমাজকে বিপর্যয় ও নীচতা থেকে হেফাজত
- [ ] দারিদ্র্য দূর হওয়া
- [ ] নারীর প্রয়োজন পূরণ
- [ ] আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান ও সওয়াব
- [ ] নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব
- [ ] বিবাহের স্থায়িত্ব

লেখকের মতে জিন-মানুষের বিবাহে এসব উদ্দেশ্য অনুপস্থিত

জিনের সঙ্গে মানুষের বিবাহ – বিবাহ-সংক্রান্ত সাধারণ ও বিশেষ শরঈ মূলনীতিসমূহের বিরোধী

শরঈ মূলনীতিসমূহ দুই প্রকার: সাধারণ ও বিশেষ।

সাধারণ মূলনীতিসমূহের একটি হলো এই মূলনীতি: ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ আহরণ ও অনিষ্ট প্রতিহত করার উপর। এই মহান মূলনীতির অধীনে বহু মাসআলা অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তার অধীনে অন্তর্ভুক্ত মাসআলাগুলোর একটি হলো আমাদের এই মাসআলাটি। কেননা জিন্নিয়াদের সঙ্গে বিবাহের দ্বারা কল্যাণ বাস্তবায়িত হয় না এবং অনিষ্টও প্রতিহত হয় না — যেমনটি আমরা (জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ শরীয়াহর উদ্দেশ্যাবলির পরিপন্থী ও তার বিরোধী) অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছি।

আর বিশেষ মূলনীতিসমূহের একটি হলো এই মূলনীতি: লজ্জাস্থানের ব্যাপারে মূল বিধান হলো হারাম হওয়া। জানা কথা যে, ইসলাম মুসলিমদের সম্ভ্রমকে যেকোনো আঁচড় থেকে সংরক্ষণ করেছে। আর তথাকথিত এই পারস্পরিক বিবাহের প্রকৃত রূপ হলো — জিনেরা, তাদের পুরুষ হোক বা নারী, মানুষের মধ্যকার নিরপরাধ আদম-সন্তানদের উপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে এমন কিছুর দিকে ঠেলে দেয় যা আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে।

আরও, এই বিবাহ এই মহান মূলনীতিরও বিরোধী: আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেদিকে পৌঁছে দেয় এমন পথসমূহের দরজা রুদ্ধ করা। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এই মূলনীতি সম্পর্কে "ইলামুল মুওয়াক্কিঈন" (৩/১৫৯)-এ বলেছেন: হারামের দিকে পৌঁছে দেয় এমন পথসমূহ রুদ্ধ করা দ্বীনের চার ভাগের এক ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং মানুষ ও জিনের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহের দরজা খুলে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে বহু অনিষ্ট, যা রুদ্ধ করা ওয়াজিব। তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো — উভয় দলের মধ্যে বিবাহের নামে মানুষ ও জিনের মধ্যে যিনার বিস্তার। আর তার একটি হলো মানুষের উপর জিন ও শয়তানদের আধিপত্য বিস্তার; আর এই আধিপত্যের মধ্যে রয়েছে বিরাট অনিষ্ট। উল্লিখিত বিবাহে যেসব ক্ষতির কথা আমরা স্পষ্ট করেছি সেগুলো নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা করবে, তার কাছে এর নানাবিধ অনিষ্ট প্রকাশ পাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহকে জায়েয বলেন, তাঁরা কিছু দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। সেগুলোর সারসংক্ষেপ দুটি বিষয়ে ফিরে আসে:

প্রথমটি: সহীহ দলিলসমূহ, কিন্তু তাঁদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ীও তাতে তাঁদের পক্ষে কোনো দলিল নেই।

দ্বিতীয়টি: দুর্বল দলিলসমূহ, যেগুলো দ্বারা কোনো হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর এই দুর্বল দলিলগুলোই তা জায়েয বলার পক্ষে যাঁরা বলেন তাঁদের কাছে নির্ভরযোগ্য; কেননা সহীহ দলিলগুলো এ ব্যাপারে তাঁদের সহায়তা করে না, বরং সেগুলো দ্বারা দলিল গ্রহণ করা নিছক জোরজবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত।

জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহকে যাঁরা জায়েয বলেন, তাঁরা যেসব আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন

তাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার উপর দলিল গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা:

﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء:٦٤]

> "আর তুমি তাদের সঙ্গে সম্পদ ও সন্তানদের ব্যাপারে অংশীদার হও।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৪]

আর তাঁদের দলিল গ্রহণের দিক হলো: মুজাহিদ ইবনে জাবর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: পুরুষ যখন সহবাসের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান তার পুরুষাঙ্গের উপর জড়িয়ে যায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়।

আমি বলি: এটি আয়াতটির তাফসীরে বিদ্যমান বক্তব্যসমূহের একটি।

আর এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বক্তব্যসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- জিনেরা মানুষকে তাদের সন্তানদের নাম আবদুল হারিস ও আবদু শামস জাতীয় নামে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা।

- জিনেরা মানুষকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে বাতিল ধর্মসমূহের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।
- জিনেরা মানুষের কাছে এই কাজ সুশোভিত করে তোলা যে, তারা দারিদ্র্যের ভয়ে বা কলঙ্কের ভয়ে তাদের সন্তানদের হত্যা করে।
- জিনেরা মানুষকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে সেসব কবিতা শেখায় যা অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে।
- তারা হলো যিনার সন্তান।

আর সন্দেহ নেই যে, এসব কিছুই জিনদের পক্ষ থেকে মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়ে থাকে, এবং আয়াতটি মানুষের উপর এই সমস্ত আধিপত্যকেই বোঝায়।

আর সাধারণ মুফাসসিরগণ আয়াতটি ব্যাপক হওয়ার বক্তব্যের উপরই রয়েছেন। যে ব্যক্তি সহবাসের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি তার সঙ্গে জিনের অংশীদারিত্বকে তাঁরা উল্লিখিত পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার দলিল বানাননি। বরং তাঁদের কেউ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন: "আন-নাক্কাশ জিনের সহবাস এবং তার দ্বারা মানুষের নারীর গর্ভধারণের যে বিষয়টি ঢুকিয়েছেন, তার পুরোটাই দুর্বল।" — দেখুন ইবনে আতিয়্যাহর তাফসীর (৯/১৩৮)

আর পূর্বে উল্লিখিত মুজাহিদের বক্তব্যটি — তা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা সহীহ নয়; কেননা তার সনদে রয়েছে সাহল ইবনে আমির, আর সে মুনকারুল হাদীস। তাতে আরও রয়েছে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা আল-আসলামী, সে দুর্বল। এই আসার সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দেখুন আল-আলবানীর "আদ-দাঈফা" (১২/৬০৩)

আরও, তাতে উল্লিখিত পারস্পরিক বিবাহের উপর কোনো দলিল নেই; কেননা তাতে সর্বোচ্চ যা আছে তা হলো — শয়তান তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসকারী পুরুষের সহবাসে অংশীদার হয়, কারণ সে সহবাসের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি। আর এই শয়তানি অংশীদারিত্ব তো জিনের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন এবং মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার হিসেবেই গণ্য। সুতরাং তা দ্বারা কীভাবে জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার দলিল গ্রহণ করা যায়? অথচ তাতে উভয়ের মধ্যকার বিবাহের উপাদানসমূহের কিছুই বিদ্যমান নেই।

এখান থেকেই আমরা বলি: জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ এক জিনিস, আর মানুষের সন্তানদের বিকৃত করার ব্যাপারে জিনের অংশীদারিত্ব অন্য জিনিস। কেননা মানুষের সন্তানদের বিকৃত করার জন্য জিনদের প্রচেষ্টা একটি সুবিদিত বিষয়, এ ব্যাপারে বর্ণিত দলিলের আধিক্যের কারণে।

আর জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার উপর তাঁরা আরও যা দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন তা হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾

[الرحمن:٥٦]

> "সেখানে থাকবে আনতনয়না নারীরা, যাদেরকে তাদের পূর্বে কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি এবং কোনো জিনও নয়।" [সূরা আর-রহমান: ৫৬]

এই আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণকারীরা বলেছেন: এটি প্রমাণ করে যে, জিনেরা নারীদের সঙ্গে মিলিত হয়, যেমন মানুষ তাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

আমি বলি: এটি নিছক একটি অগ্রাধিকারহীন সম্ভাবনার ভিত্তিতে দলিল গ্রহণ। নচেৎ আয়াতটি তো হূরে ঈনদের সম্পর্কে কথা বলছে, আর জানা কথা যে, হূরে ঈনরা দুনিয়ার নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ "হাদিল আরওয়াহ" পৃ. (২৮৯)-এ উল্লিখিত আয়াত যা প্রমাণ করে তা প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

«ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين، و أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمثهن الجن والآية تدل على ذلك»

"কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ হলো, এই নারীরা দুনিয়ার নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা হূরে ঈনদের অন্তর্ভুক্ত। আর দুনিয়ার নারীদের ব্যাপারে বলা যায় — তাদেরকে তো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর জিনদের নারীদেরকে জিনেরা স্পর্শ করেছে। আয়াতটি এ কথাই প্রমাণ করে।"

আর জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার উপর তাঁদের দলিল গ্রহণের আরেকটি হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن:٦]

"আর এই যে, মানুষের মধ্য থেকে কিছু পুরুষ জিনদের মধ্য থেকে কিছু পুরুষের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার ও পাপ বাড়িয়ে দিত।" [সূরা আল-জিন: ৬]

তাঁদের দলিল গ্রহণের দিক হলো: আল্লাহ জিনদেরকে "রিজাল" (পুরুষগণ) নামে অভিহিত করেছেন। আর তিনি যখন তাদেরকে এই নামে অভিহিত করেছেন, তখন এটি প্রমাণ করে যে, আমরা তাদের সঙ্গে সেরূপ আচরণ করব যেরূপ মানুষের সঙ্গে করে থাকি — অর্থাৎ তাদের কাছে বিবাহ দেওয়া এবং তাদের থেকে বিবাহ করা।

আমি বলি: জিনদের উপর (রিজাল) শব্দটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে মুফাসসিরগণের দুটি বক্তব্য রয়েছে। জমহুর মুফাসসির জিনদের উপর (রিজাল) শব্দ প্রয়োগ করা যায় বলে মত দেন; একাধিক মুফাসসির এ কথা স্পষ্টভাবে

বলেছেন। আর জমহুর ছাড়া অন্যরা তা প্রয়োগ না করার পক্ষে; তাঁরা বলেছেন: উল্লিখিত আয়াতে জিনদের উপর (রিজাল) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাদৃশ্য ও পারস্পরিক প্রতিতুলনার (মুশাকালা ও মুকাবালা) নীতিতে।

আমি বলি: আমাদের এই মাসআলায় বিরোধের প্রকৃত বিষয় জিনদের উপর (রিজাল) শব্দ প্রয়োগ করা যায় কি যায় না — তা নয়। বরং বিরোধ হলো: জিনেরা কি সংজ্ঞা ও প্রকৃতির দিক থেকে মানুষের মতো, না কি নয়?

ইবনে মুফলিহ "আল-ফুরূ" (১/৬০৪)-এ বলেছেন: আমাদের শাইখ (অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলেছেন:

«ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة... فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما عليه الإنس في الحد، ولكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين»

> "জিনেরা সংজ্ঞা ও প্রকৃতির দিক থেকে মানুষের মতো নয়... সুতরাং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে ও যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা সংজ্ঞার দিক থেকে মানুষের উপর যা রয়েছে তার সমান হবে না। কিন্তু আদেশ, নিষেধ, হালাল ঘোষণা ও হারাম ঘোষণার মাধ্যমে দায়িত্বারোপের জাতিগত দিকটিতে তারা মানুষের অংশীদার। আর এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমি জানি না।"

আমি বলি: নিশ্চিতভাবে জানা কথা যে, জিনেরা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, এমনকি তারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় — আর এটি মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। আল্লাহ তাদেরকে মানুষ ও পশুপাখি ইত্যাদির আকৃতিতে রূপ ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন — মানুষের এ ক্ষমতা নেই। আর তারা রূপ ধারণ না করলে আমরা তাদের দেখতে সক্ষম হই না। কিন্তু তারা যদি তাদের মূল সৃষ্টিগত রূপে থাকে, তবে সাধারণত আমরা তাদের দেখতে পারি না, অথচ তারা তাদের সব অবস্থাতেই আমাদের দেখতে সক্ষম। সুতরাং এসব বাস্তবতা — যেগুলোতে তারা মানুষ থেকে ভিন্ন — তাদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহের মাসআলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ: একজন মানব-ব্যক্তি একজন জিন্নিয়াকে বিবাহ করল। এখন জিন্নিয়া তার সামনে কখনো সুন্দরী মানবী নারীর আকৃতিতে রূপ ধরে,

আবার কখনো কুৎসিত মানবী নারীর আকৃতিতে; কখনো তার সামনে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে তার একটিমাত্র চোখ ছাড়া আর কিছু নেই; আবার কখনো তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় — যদিও সে তার সঙ্গে সহবাসরত থাকে। তাহলে এই অবস্থায় মানব-ব্যক্তি কীভাবে তার সঙ্গে জীবনযাপন সহ্য করবে?

সুতরাং আয়াতে উল্লিখিত (রিজাল) শব্দটির সঙ্গে জিনদের সঙ্গে বিবাহের বিষয়টির কোনো সম্পর্ক নেই — আমরা জমহুরের বক্তব্য গ্রহণ করি বা জমহুর ছাড়া অন্যদের বক্তব্য গ্রহণ করি। যদিও জিনদের উপর (রিজাল) শব্দ প্রয়োগ না করার বক্তব্যটিই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত, কেননা কুরআনেও তাদের উপর তা প্রয়োগ করা হয়নি, সুন্নাহতেও নয়।

তেমনিভাবে তাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার উপর দলিল গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা:

﴿الَّذِي يُوَسوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥-٦]

> "যে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয় — জিনদের মধ্য থেকে ও মানুষের মধ্য থেকে।" [সূরা আন-নাস: ৫-৬]

দলিল গ্রহণের দিক হলো, আল্লাহর বাণী ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ জিনদেরকে "নাস" (মানুষ) নামে অভিহিত করেছেন।

আমি বলি: জিনদেরকে (নাস) নামে অভিহিত করার ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। কেউ বলেন তারা এই নামে অভিহিত হয়, আবার কেউ বলেন তারা এই নামে অভিহিত হয় না। আর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয় না; কেননা আল্লাহ বহু জায়গায় তাদেরকে মানুষের প্রতি তাঁর সম্বোধনের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন, যেমন তাঁর বাণী:

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأنعام:١٣٠]

> "হে জিন ও মানুষের সম্প্রদায়!" [সূরা আল-আনআম: ১৩০]

সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, তারা মানুষের সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর যাঁরা তাদের উপর (আন-নাস) শব্দ প্রয়োগ করার কথা বলেন, তাঁদের আল্লাহর বাণী ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ দ্বারা দলিল গ্রহণ — তাতে তাঁদের পক্ষে কোনো দলিল নেই; কেননা এখানে "আন-নাস" দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যকার দুষ্টরা, জিনেরা নয়। কারণ মানুষের মধ্যকার দুষ্টরা তাদের অবাধ্যতার কারণে শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام:١١٢]

> "আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি মানুষ ও জিনের মধ্যকার শয়তানদেরকে।" [সূরা আল-আনআম: ১১২]

সুতরাং মানুষের শয়তানদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, যেমন জিনদের শয়তানদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

«وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس لأنه قابل بين الجنة والناس فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر، فالصواب القول الثاني وهو أن قوله ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بيان للذي يوسوس، وأنهما نوعان: إنس وجن، فالجني يوسوس في صدور الإنس، والإنسي أيضا يوسوس إلى الإنسي»

"সুতরাং তখন আয়াতটি তাঁদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে, জিনেরা 'নাস' শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা তিনি জিন ও নাস-এর মধ্যে প্রতিতুলনা করেছেন, ফলে জানা গেল যে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সঠিক হলো দ্বিতীয় বক্তব্যটি, আর তা হলো — তাঁর বাণী ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ হলো 'যে ওয়াসওয়াসা দেয়' তার ব্যাখ্যা; এবং তারা দুই প্রকার: মানুষ ও জিন। সুতরাং জিন-ব্যক্তি মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়, আর মানব-ব্যক্তিও মানব-ব্যক্তির কাছে ওয়াসওয়াসা দেয়।" — "বাদাইউল ফাওয়াইদ" (২/৮০৮)

বৈধতাপন্থীদের আয়াত-ভিত্তিক দলিল ও জবাব

বৈধতাপন্থীদের দলিল (বইয়ে যেভাবে এসেছে)	লেখকের জবাব
আল-ইসরা ৬৪: সম্পদ ও সন্তানে অংশীদার হও; মুজাহিদের বর্ণনায় আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান সহবাসে জড়ায়	সাধারণ মুফাসসিররা এটিকে বৈধতার দলিল বানাননি; মুজাহিদের সনদে সাহল ইবনে আমির মুনকারুল হাদীস ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা দুর্বল; অংশীদারিত্ব জিনের সীমালঙ্ঘন
আর-রহমান ৫৬: তাদের পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি; তাই জিনেরা নারীদের সঙ্গে মিলিত হয়	নিছক অগ্রাধিকারহীন সম্ভাবনা; আয়াত হূরে ঈন সম্পর্কে; ইবনুল কাইয়িম: তারা দুনিয়ার নারী নয়
আল-জিন ৬: জিনদের 'রিজাল' নাম; তাই মানুষের মতো আচরণ	জমহুর মুফাসসির প্রয়োগযোগ্য বলেছেন, লেখকের মতে প্রয়োগ না করাই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত; আসল বিরোধ সংজ্ঞা ও প্রকৃতিতে; জিন বাতাসে ওড়ে, রূপ ধরে, আমাদের দেখে অথচ দেখা যায় না
আন-নাস ৫-৬: জিনকে 'নাস' বলা হয়েছে	মতভেদ আছে; প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, বলা হয় না; এখানে মানুষের দুষ্টরা; ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃতি

লেখকের শ্রেণিবিন্যাস: সহীহ দলিলে তাঁদের পক্ষে কিছু নেই; দুর্বল দলিলই তাঁদের নির্ভর

এক নজরে

- ★ আল-আনআম ১২৮ থেকে লেখকের দলিল-গ্রহণ: পারস্পরিক বিবাহও নিন্দিত উপভোগের মধ্যে
- ★ লেখকের উদ্ধৃত বক্তব্যে অনেক আলিম হারাম বা মাকরূহ বলেছেন
- ★ আস-সুয়ূতী: দাসী-বিবাহ ও ঘোড়ার উপর গাধার নিষেধ থেকে যুক্তি
- ★ মোহর, ইদ্দত, সাক্ষী ও কর্তৃত্বের মতো বিধান পালনে অসুবিধা, লেখকের বর্ণনায়
- ★ বিবাহের উদ্দেশ্যাবলি এই বিবাহে অনুপস্থিত, লেখকের মতে
- ★ বৈধতাপন্থীদের আয়াতভিত্তিক দলিলের জবাব লেখক দিয়েছেন

যাচাই করুন

1. আল-আনআম ১২৮ থেকে লেখকের দলিল-গ্রহণ কী?

ক. আয়াত বৈধতা প্রমাণ করে

খ. পারস্পরিক বিবাহও নিন্দিত উপভোগের মধ্যে প্রবেশ করে

2. ইবনে তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতিতে অধিকাংশ আলিম জিনদের সঙ্গে বিবাহকে কী করেছেন?

ক. জায়েয বলেছেন

খ. অপছন্দ করেছেন

3. ঘোড়ার উপর গাধা লেলিয়ে দেওয়ার নিষেধ থেকে আস-সুয়ূতী কী যুক্তি দেন?

ক. জাতিগত ভিন্নতার কারণে নিষেধ, তাই জিন-মানব বিবাহ নিষেধ আরও অগ্রগণ্য

খ. ঘোড়ার জাতি বাড়ানো ভালো

4. আর-রহমান ৫৬ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা কী?

ক. এই নারীরা হূরে ঈন, দুনিয়ার নারী নয়

খ. এরা দুনিয়ার জিন-নারী

5. ‘রিজাল’ শব্দ নিয়ে লেখক বিরোধের প্রকৃত বিষয় কী বলেন?

ক. শব্দটি ব্যবহার করা যায় কি না

খ. জিনেরা সংজ্ঞা ও প্রকৃতিতে মানুষের মতো কি না

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-ক, ৫-খ

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

যাঁরা জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলেন – তাঁদের হাদীস ও কিসসা এবং তার খণ্ডন

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে জিনদেরও "নাস" (মানুষ) বলা হয়, তবু তাদের জন্য এই নাম সাব্যস্ত হওয়া থেকে তাদের ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না — না নিকট থেকে, না দূর থেকে। কারণ নিকাহ এমন একটি মাসআলা যার নিজস্ব বিধিবিধান রয়েছে। তুমি কি দেখো না যে ইসলাম মুসলিমদেরকে নিকাহের কিছু রূপ থেকে নিষেধ করেছে — যেমন শিগার, মুতআ ও তাহলীল — অথচ তারা একই জাতির এবং একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত? এটিই প্রমাণ করে যে নিকাহের মাসআলাগুলো তার নিজস্ব বিশেষ দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এর ভিত্তিতে বলা যায়: মুসলিমদেরকে জিনের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ থেকে নিষেধ করা তো আরও অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ জিন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি।

আর যাঁরা এই আয়াত দিয়ে জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয হওয়ার দলিল দেন, তাঁদের এ কথা বলতে বাধ্য হতে হবে যে — জিনকে "নাস" নামে অভিহিত করা আদম-সন্তান ও ইবলীসের বংশধরদের মধ্যকার সমস্ত পার্থক্য বাতিল করে দেয়। অথচ এমন কথা কেউই বলেন না। এর দ্বারাই এই দলিল-গ্রহণ ভেঙে পড়ে যে, (الناس) শব্দটি থেকে জিনের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয হওয়া বোঝা যায়।

যেসব হাদীস দিয়ে জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলিয়েরা দলিল দিয়েছেন

তাঁরা দলিল দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী দিয়ে:

«هل رأى فيكم المغربون قلت وما المغربون ؟ " قال " الذين يشترك فيهم الجن»

> «তোমাদের মধ্যে কি "মুগাররাবূন" দেখা গেছে? আমি বললাম: "মুগাররাবূন" কারা? তিনি বললেন: যাদের মধ্যে জিনের অংশীদারিত্ব থাকে।»

তাঁদের দলিলের স্থান হলো হাদীসের এই অংশ: «যাদের মধ্যে জিনের অংশীদারিত্ব থাকে»। আর হাদীসটি যয়ীফ; এটি আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, নম্বর (৫১০৭)। এর সনদে রয়েছে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ — আবদুল মালিকের পিতা — এবং এই আবদুল আযীয যয়ীফ। আর এর সনদে রয়েছে উম্মে হুমাইদ, যার অবস্থা জানা যায় না। একাধিক আলিম এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন — যেমন মুনযিরী "মুখতাসারু সুনানি আবী দাউদ"-এ, এবং আলবানী "মিশকাতুল মাসাবীহ"-এর টীকায় নম্বর (৪৫৪৬)-এ, এবং তাঁরা ছাড়া অন্যরাও।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে হাদীসটি সহীহ, তবু এতে জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের কোনো দলিল নেই। কারণ উল্লিখিত অংশীদারিত্ব কেবল এতটুকুই বোঝায় যে, জিন মানুষের শুক্র নষ্ট করার চেষ্টা করে; আর শুক্র নষ্ট করা এক জিনিস, এবং তা "নিকাহ" নামক কোনো কিছু ছাড়াই ঘটে যায় — যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে।

তাঁদের আরেকটি দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী:

«كان أحد أبوي بلقيس جنيا»

> «বিলকীসের পিতা-মাতার একজন ছিল জিন।»

হাদীসটি আবুশ শাইখ "আল-আযামা"-য় বর্ণনা করেছেন, নম্বর (১০৯৬), এবং ইবনে আদী "আল-কামিল"-এ (৩/১২০৯) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। হাদীসটি যয়ীফ, কারণ এর ইসনাদে রয়েছে সাঈদ ইবনে বাশীর; আর এই হাদীসটিকে তাঁর মুনকার বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে, যেমনটি যাহাবীর "আল-মীযান"-এ রয়েছে। শাইখ আলবানী "আস-সিলসিলাতুদ দায়ীফা"-য় নম্বর (১৮১৮)-এ একে যয়ীফ বলেছেন।

আলূসী "রূহুল মাআনী"-তে (১৯/১৮৯) এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

«والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر»

> «যার উপর নির্ভর করা উচিত তা হলো — এই খবরটি সহীহ নয়।»

আমি বলি: যিনি জিনের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত সাবার রানীর কিসসার মূল উৎসের সন্ধান করবেন, তিনি তাতে এমন সব উক্তি দেখতে পাবেন যেগুলোর বাহ্যিক অবস্থাই বাতিল ও পরস্পরবিরোধী। এমনকি আবু হাইয়ান তাঁর তাফসীরে (৭/৬৭) সাবার রানী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

«وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن ولا في الحديث الصحيح»

> «তারা তার কাহিনি এমন সব বিষয় দিয়ে দীর্ঘ করেছে যা কুরআনেও প্রমাণিত নয়, সহীহ হাদীসেও নয়।»

আলবানী "আস-সিলসিলা"-য় (১২/৬০৯) বলেছেন:

«الغالب على هذا وأمثاله مما يتعلق ببلقيس أنه من الإسرائيليات»

«এটি এবং বিলকীস সম্পর্কিত এ ধরনের বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত।»

তাঁদের আরেকটি দলিল এই হাদীস:

«لا تذهب الدنيا حتى يكثر فيكم أولاد الجن»

«দুনিয়া শেষ হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে জিনের সন্তানরা বেড়ে যায়।»

হাদীসটি ইবনে হাজার "লিসানুল মীযান"-এ (৩/৩৬৬) উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে কুরয আল-কুরাশীর সূত্রে; আর তিনি মুনকারুল হাদীস — এ কথা উকাইলী বলেছেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন: তাঁর হাদীস নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সদৃশ নয়। আল্লামা আলবানী "আস-সিলসিলাতুদ দায়ীফা"-য় নম্বর (৫৭৭৬)-এ হাদীসটির উপর হুকুম দিয়েছেন এই বলে: "অত্যন্ত মুনকার"; এবং এই বলে: "এটি একটি যয়ীফ ইসনাদ এবং মুনকার মতন।" আর তার শব্দ হলো: «লা তাকূমুস সাআতু হাত্তা তাকসুরা ফীকুম আওলাদুল জিন্নি মিন নিসাইকুম ওয়া ইয়াকসুরা নাসাবুহুম ফীকুম» — «কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভে জিনের সন্তান তোমাদের মধ্যে বেড়ে যায় এবং তোমাদের মধ্যে তাদের বংশ বেড়ে যায়।»

তাঁদের আরেকটি দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী:

«إنما المؤنثين أولاد الجن»

«নপুংসকরা তো জিনেরই সন্তান।»

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তা কীভাবে? তিনি বললেন:

«نهى الله أن يأتي الرجل حائضا فإذا أتاها سبقه الشيطان فحملت منه فأتت التونث»

> «আল্লাহ নিষেধ করেছেন যে পুরুষ ঋতুবতী স্ত্রীর কাছে গমন করবে; সুতরাং সে যখন তার কাছে গমন করে তখন শয়তান তার আগে পৌঁছে যায়, ফলে সে শয়তান থেকে গর্ভবতী হয় এবং নপুংসক সন্তান প্রসব করে।»

হাদীসটি ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন (৭/২৬৭২), এবং এটি একটি মুনকার হাদীস; এর মধ্যে রয়েছে আহমদ ইবনে আবদুর রহমান — যিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব আল-মিসরীর ভাতিজা। ইবনে আদী বলেছেন: আমি মিসরের শাইখদেরকে তাঁর দুর্বলতার উপর একমত দেখেছি, আর বহিরাগতরা তাঁর থেকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন না — আবু যুরআ, আবু হাতিম এবং তাঁদের চেয়ে নিম্নস্তরের যাঁরা।

তিনি আরও বলেছেন — এই হাদীস ও আরেকটি হাদীস সম্পর্কে: এই দুটি হাদীস... মাহফূয নয়। আর "মুআন্নাসীন"-এর হাদীসটির ব্যাপারে, ইবনে ওয়াহবের ভাতিজা তাঁর চাচা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা ছাড়া অন্য কারও বর্ণনা আমার জানা নেই।

তাঁদের আরেকটি দলিল এই যে, মুমিন জিনেরা আমাদের ভাই হয়ে গেছে, সুতরাং এই দিক থেকে তারা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে।

তাই আমি বলি: আমার জানা মতে এতে কোনো মতভেদ নেই যে, জিনদের মধ্যে যে ঈমান আনে সে মানুষের মুমিনদের ভাই হয়ে যায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্ব মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্বের মতো নয়; কারণ সংজ্ঞা ও প্রকৃত সত্তায় তারা ভিন্ন। আর এই ভিন্নতাই তাদের সঙ্গে বহু বিষয়ে লেনদেন করতে বাধা দেয় — সেগুলোর একটি হলো নিকাহ-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

তা ছাড়া, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের ও আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত করা — এটি সামগ্রিকভাবে বলা কথা। নতুবা তাদের মধ্যে যে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এবং দাবি করে যে সে মুমিন, তার ব্যাপারটি ঈমান থাকা ও না-থাকা উভয়ের সম্ভাবনাযুক্ত — কারণ জিনদের মধ্যে মিথ্যা বলার প্রাচুর্য রয়েছে। আর কারণ, আমাদের সামনে তাদের আত্মপ্রকাশ করাই রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধী — তিনি তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তারা যখন মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি পেশ করি যে, তাদের এই কাজটি একটি পাপ। তারা যদি মুমিন হয়ে থাকে তবে তারা যেন আল্লাহর সীমারেখায় থেমে যায়, এবং মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ ও তাদের কষ্ট দেওয়া ছেড়ে দেয়।

এখান থেকেই জানা যায় যে, ভ্রাতৃত্ব এক জিনিস, আর আমাদের ব্যাপারে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা দিয়ে তাদের সঙ্গে লেনদেন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস।

হাদীস-ভিত্তিক দলিল ও লেখকের মূল্যায়ন

বৈধতাপন্থীদের দলিল	লেখকের মূল্যায়ন
মুগাররাবূনের হাদীস: যাদের মধ্যে জিনের অংশীদারিত্ব	যয়ীফ; সহীহ ধরলেও অংশীদারিত্ব শুক্র নষ্ট করার চেষ্টা, বিবাহ নয়
বিলকীসের পিতা-মাতার একজন জিন	যয়ীফ; আলূসী: সহীহ নয়; আবু হাইয়ান: কাহিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নয়; আলবানী: অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা
জিনের সন্তান বেড়ে যাওয়ার হাদীস	আলবানী: যয়ীফ ইসনাদ ও মুনকার মতন
নপুংসকরা জিনের সন্তান	মুনকার হাদীস; ইবনে আদী: মাহফূয নয়
মুমিন জিনেরা আমাদের ভাই	ভ্রাতৃত্বে মতভেদ নেই, কিন্তু মানুষে-মানুষের মতো নয়; সংজ্ঞা ও সত্তায় ভিন্ন

যেসব কিসসা দিয়ে জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলিয়েরা দলিল দিয়েছেন

জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ জায়েয বলার দিকে যা তাঁদেরকে ঠেলে দিয়েছে তা হলো এই বিবাহ-সংক্রান্ত কিছু কিসসার অস্তিত্ব। তাই আমি উপযুক্ত মনে করলাম সেগুলো উল্লেখ করা, সেগুলোর সমালোচনা করা এবং সেগুলোতে যেসব ভিত্তিহীন অতিরঞ্জন রয়েছে তা উন্মোচন করা — যাতে মুসলিমের কাছে সেগুলোর মিথ্যাত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম কিসসা: "আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" গ্রন্থের রচয়িতা শিবলী পৃষ্ঠা (৬৭)-এ উসমান ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী থেকে "ইত্তিবাউস সুনান ওয়াল আখবার" কিতাবে একটি কিসসা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবুল আযহার, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ, তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন বাজীল-গোত্রের এক শাইখ, তিনি বলেন:

علق من الجن جارية لنا ثم خطبها إلينا وقال: إني أكره أن أنال منها محرما فزوجناها منه قال: فظهر معنا يحدثنا...

> জিনদের একজন আমাদের এক দাসীর প্রতি আসক্ত হলো, অতঃপর সে আমাদের কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব দিল এবং বলল: আমি অপছন্দ করি যে তার থেকে হারাম উপায়ে কিছু লাভ করি। তাই আমরা তাকে তার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। তিনি বলেন: অতঃপর সে আমাদের সামনে প্রকাশ্যে আসত ও আমাদের সঙ্গে কথা বলত...

আর কিসসাটি যয়ীফ। কারণ মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ হলেন আর-রাযী; তাঁর নিজের শহরের ইমামগণ ও অন্যরা তাঁকে যয়ীফ বলেছেন — তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু হাতিম, আবু যুরআ এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারাহ — এঁরা

রায়ের অধিবাসী এবং অন্যদের চেয়ে তাঁর সম্পর্কে বেশি অবগত। ইবনে মাঈন ছাড়া কেউই তাঁর সম্পর্কে ভালো অভিমত রাখেননি।

আর আবুল আযহার সম্পর্কে — আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। সম্ভবত তিনি আবু যুহাইর, কিন্তু নামটি বিকৃত হয়ে গেছে; কারণ আবু যুহাইর আল-আমাশ থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে বেশি বেশি বর্ণনা করেন, আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী — যিনিও রায়ের অধিবাসী। তাঁর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, এবং বিশেষভাবে আল-আমাশ থেকে তাঁর বর্ণনা যয়ীফ। আর কিসসাটিতে বাজীলের সেই শাইখের অজ্ঞাতপরিচয় হওয়ার ত্রুটিও রয়েছে।

কিসসাটির আরেকটি সূত্র রয়েছে: শিবলী তাঁর পূর্বোল্লিখিত কিতাবে বলেছেন — আহমদ ইবনে সুলাইমান আন-নাজ্জাদ তাঁর "আমালী"-তে বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনে সুলাইমান আবুশ শাসা আল-হাদরামী — মুসলিমের শাইখদের একজন — তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মুআবিয়া, তিনি বলেন: আমি আল-আমাশকে বলতে শুনেছি:

تزوج إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ قال: الأرز... القصة.

> এক জিন আমাদের এখানে বিবাহ করেছিল। আমি তাকে বললাম: তোমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাবার কী? সে বলল: চাল... কিসসাটি (এভাবেই চলে)।

শিবলী বলেছেন: আমাদের শাইখ আল-হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী — আল্লাহ তাঁকে স্বীয় রহমতে আচ্ছাদিত করুন — বলেছেন: এটি আল-আমাশ পর্যন্ত একটি সহীহ ইসনাদ।

আমি বলি: আন-নাজ্জাদের জীবনী যাহাবী "আল-মীযান"-এ (১/১০১) লিখেছেন এবং বলেছেন: তিনি সদূক। তিনি দারাকুতনী থেকে তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: তিনি অন্যের কিতাব থেকে এমন সব বর্ণনা করেছেন যা তাঁর নিজের মূল কপিতে ছিল না। খতীব বলেছেন: শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই সম্ভবত কোনো কোনো ছাত্র তাঁর সামনে সেসব পড়ে শুনিয়েছে।

সুতরাং আন-নাজ্জাদ সদূক হলেও আশঙ্কা হয় যে এই কিসসাটি সেসব বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যা তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর সনদের বাকি অংশ আল-আমাশ পর্যন্ত সহীহ। তবে সনদ আল-আমাশ পর্যন্ত সহীহ হওয়ার অর্থ এই নয় যে কিসসাটি সহীহ — যেমনটি অচিরেই আসছে।

কিসসাটির আরও একটি সনদ রয়েছে: শিবলী তা উল্লেখ করেছেন, যেমন "আকামুল মারজান" পৃষ্ঠা (৬৮)-এ রয়েছে। তিনি বলেছেন: আবু বকর আল-খারাইতী বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর আহমদ ইবনে মানসূর আর-রামাদী, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন দাউদ আস-সাফদী, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মুআবিয়া আদ-দারীর, আল-আমাশ থেকে, তিনি বলেন:

شهدت نكاحا للجن بكوني قال: وتزوج رجل منهم إلى الجن...

القصة.

> আমি "বাকূনী"(১)-তে জিনদের একটি বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন: এবং তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি জিনদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল... কিসসাটি (এভাবেই চলে)।

আর এই কিসসাটিতে রয়েছেন আস-সাফদী, যাঁকে আমি খুঁজে পাইনি।

এই কিসসার আরেকটি সূত্রও রয়েছে: শিবলী তাঁর পূর্বোল্লিখিত কিতাবে বলেছেন — এটি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবী শাইবাও তাঁর "আল-কালাইদ" কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন উমাইয়া, তিনি বলেন: আমি আবু সুলাইমান আল-জাওযাজানীকে বলতে শুনেছি: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মুআবিয়া, আল-আমাশ থেকে, অনুরূপভাবে।

এতে রয়েছে উল্লিখিত উমাইয়ার অজ্ঞাতপরিচয় হওয়ার ত্রুটি — আমি জানি না তিনি কে।

এই কিসসা সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা গত হলো তার পাশাপাশি আমি সেই স্পষ্ট বৈপরীত্যগুলোও উল্লেখ করছি যা এতে রয়েছে:

আল-আমাশের উক্তি: "আমি কূসায় এক জিনের বিবাহে উপস্থিত ছিলাম।" এবং তাঁর উক্তি: "এক জিন আমাদের এখানে বিবাহ করেছিল।" এবং তাঁর উক্তি: "আমাকে বাজীলের এক শাইখ বর্ণনা করেছেন।"

এসব উক্তিতে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে, কারণ এটি তো একটিই কিসসা। তাহলে কীভাবে হবে যে — তাদের একজন বিবাহ করল, আর তিনি এই বিবাহে বাবিলে উপস্থিত ছিলেন? এটি কিসসাটিকে আরও দুর্বল করে দেওয়ার মতো বিষয়।

আর এই কিসসার দুর্বলতার আরেকটি প্রমাণ হলো তার শব্দসমূহে যেসব শরীয়াহ-বিরোধী বিষয় রয়েছে তা। এর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে জিনটি সেই দাসীর প্রতি "আলাক্ব" হয়েছিল — অর্থাৎ তার প্রেমে পড়েছিল; অতঃপর সে এসে তার বিবাহের প্রস্তাব দিল, ফলে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো এবং তাকে তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হলো।

আর কিসসায় এ কথাও এসেছে যে, জিনটি দাবি করেছিল সে মুরজিয়া। এতদসত্ত্বেও তারা তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিল, তাকে নসীহত করল না এবং সীমালঙ্ঘন ও ইরজা (মুরজিয়া মতবাদ) থেকে সতর্কও করল না। অথচ এটি ইমাম সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আমাশ যে ইলম ও পরিচিতির উপর ছিলেন তার বিপরীত — তিনি জানতেন যে মুরজিয়া আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতমদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে তিনি কীভাবে সরাসরি তার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিবাহ দেওয়ার অনুমোদন দিলেন?

আরও একটি বিষয়: কিসসার বাহ্যিক রূপ থেকে বোঝা যায় যে তার দ্বীন ও সততা সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করা হয়নি। অথচ এটি মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত রীতির বিপরীত — মানুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেই যখন তারা অনুসন্ধান করেন, আর এটি সুবিদিত, তাহলে কীভাবে তা ছাড়াই জিনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে?

সারকথা: উল্লিখিত মানব-নারীর সঙ্গে জিনের বিবাহের কিসসাটি সনদের দিক থেকেও সহীহ নয়, মতনের দিক থেকেও নয়। সনদের দিক থেকে — প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রের উপর দুর্বলতা স্পষ্ট; বাকি রইল দ্বিতীয় সূত্র, যার বাহ্যিক

অবস্থা সহীহ হওয়ার; কিন্তু আশঙ্কা হয় যে তা আন-নাজ্জাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর মতনের দিক থেকে — এতে এমন কিছু বাতিল শব্দ রয়েছে যা আল-আমাশ যে অবস্থানে ছিলেন তার বিপরীত; কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস, যিনি বিদআত ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে লড়তেন। সুতরাং কিসসাটির উপর বিদআতপন্থীদের কর্মকাণ্ডের গন্ধ লেগে আছে।

সুতরাং আমার কাছে রাজিহ মত হলো উল্লিখিত কিসসাটি যয়ীফ। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তা সহীহ, তবু তা কোনো শরঈ দলিল নয়; কারণ এতে সর্বোচ্চ যা আছে তা হলো — আল-আমাশ এই মাসআলায় ইজতিহাদ করেছেন এবং ভুল করেছেন; আল্লাহ আমাদের ও তাঁকে ক্ষমা করুন।

দ্বিতীয় কিসসা: শিবলী তাঁর কিতাব "আকামুল মারজান"-এ পৃষ্ঠা (৬৫-৬৬)-এ বলেছেন: ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; বলা হলো:

إن ها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال: ما أرى بذلك بأساً في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك.

> "এখানে জিনদের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এক দাসীর বিবাহ-প্রস্তাব দিচ্ছে; সে দাবি করে যে সে হালাল পন্থাই চায়।" তিনি বললেন: আমি দ্বীনের দিক থেকে এতে কোনো অসুবিধা দেখি না, তবে আমি এটি অপছন্দ করি যে — কোনো নারীকে গর্ভবতী অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমার স্বামী কে? সে বলবে: জিনদের একজন; ফলে এর দ্বারা ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় বেড়ে যাবে।

শিবলী মালিকের ফতোয়াটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা আবু উসমান সাঈদ ইবনুল আব্বাস আর-রাযী "আল-ইলহাম ওয়াল ওয়াসওয়াসা" কিতাবে (নিকাহুল জিন) অধ্যায়ে এনেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মুকাতিল, তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন সাদ ইবনে দাউদ আয-যুবাইদী, তিনি বলেন: এক সম্প্রদায় মালিক ইবনে আনাসের কাছে লিখল, তাঁকে জিনের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে... কিসসাটি (এভাবেই চলে)।

এই ফতোয়ার উপর আলোচনা দুই দিক থেকে: সনদের দিক থেকে, এবং মতনের দিক থেকে।

সনদের দিক থেকে — আমি মুকাতিলকে খুঁজেছি, কিন্তু তাঁকে পাইনি। আর সাদ ইবনে দাউদ আয-যুবাইদী সম্পর্কে সঠিক কথা হলো তিনি হলেন সাঈদ আয-যানবারী; হাফিয ইবনে হাজার তাঁকে "আত-তাহযীব"-এ উল্লেখ করেছেন এবং হাদীস-বিশারদ আলিমগণ কর্তৃক তাঁকে যয়ীফ বলার কথা উল্লেখ করেছেন — যেমন ইবনুল মাদীনী, ইবনে মাঈন, আবু যুরআ আর-রাযী, আল-উকাইলী, আবু নুআইম আল-আসবাহানী, আল-হাকিম ও ইবনে হিব্বান; বরং কেউ কেউ তাঁকে মালিক থেকে বর্ণনার দাবির ব্যাপারে মিথ্যাবাদীই বলেছেন। আবু যুরআ, আল-হাকিম, ইবনে হিব্বান, আবু নুআইম, খতীব প্রমুখ স্পষ্ট করে বলেছেন যে মালিক থেকে তাঁর বর্ণনা মুনকার। এ থেকে স্পষ্ট হলো যে কিসসাটি মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে সহীহ নয়।

আর তার মতনের দিক থেকে — আমার কাছে মনে হয় যে এতে গঠন ও অর্থে পারস্পরিক অসামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ মালিকের উক্তি: "আমি দ্বীনের দিক থেকে এতে কোনো অসুবিধা দেখি না", অতঃপর তিনি শেষে বললেন: "এর দ্বারা ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় বেড়ে যাবে" — সুতরাং ফতোয়ার শুরু তার শেষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফতোয়ার শুরু হলো:

মালিক উল্লিখিত বিবাহে কোনো অসুবিধা দেখেন না; আর তার শেষে: এটি ঘটলে ইসলামে বিপর্যয় বেড়ে যাবে। সুতরাং ইমাম মালিককে এই বৈপরীত্য থেকে পবিত্র জ্ঞান করা হোক; কারণ তাঁর জন্য এটি কীভাবে শোভা পায় যে তিনি ফতোয়ার শুরুতে বলবেন: "এতে কোনো অসুবিধা নেই" — অর্থাৎ কোনো আশঙ্কিত নিষিদ্ধতা ছাড়াই অনুমোদন — অতঃপর শেষে বলবেন: "ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় বেড়ে যাবে"? অথচ জানা কথা যে বিপর্যয় কেবল কোনো বড় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলেই বাড়ে।

এর ভিত্তিতে কিসসাটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই যয়ীফ। আর এই কিসসার দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখো আল্লামা আলবানীর "আস-সিলসিলাতুদ দায়ীফা" (১২/৬০৬-৬০৭)।

তৃতীয় কিসসা: শিবলী "আকামুল মারজান"-এ পৃষ্ঠা (৭২-৭৩)-এ বলেছেন: যায়েদ আল-আম্মী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: হে আল্লাহ, আমাকে একজন জিন্নিয়া দান করুন যাকে আমি বিবাহ করব। তাঁকে বলা হলো: হে আবুল হাওয়ারী, তাকে দিয়ে তুমি কী করবে? তিনি বললেন: সে আমার সফরে আমার সঙ্গী হবে যেখানেই আমি থাকি সে আমার সঙ্গে থাকবে। এটি বর্ণনা করেছেন হারব, ইসহাক থেকে; (ইসহাক বলেন) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন মুহরিয — মার্‌ভের অধিবাসী এক নির্ভরযোগ্য শাইখ — তিনি বলেন: আমি যায়েদ আল-আম্মীকে বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করলেন।

আর এই কিসসায় তিনজন এমন রয়েছেন যাঁদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না; তাঁরা হলেন: হারব, ইসহাক ও মুহরিয।

আর যায়েদ আল-আম্মী — তিনি যয়ীফ, যেমনটি "আত-তাকরীব"-এ রয়েছে। তাঁকে "আল-আম্মী" উপাধি দেওয়া হয়েছে কারণ তাঁকে কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন: "আমি আমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করব" — এটিই প্রমাণ করে যে তিনি ফকীহ ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁর উক্তি "হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন..." একটি অবৈধ দুআ; কারণ শরীয়াহ মুসলিমদের কাছে যা দাবি করে তা হলো তারা জিন ও শয়তানদের পুরুষ ও নারী উভয়ের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, যাতে তারা বিতাড়িত ও দূরীভূত থাকে। সুতরাং তাদের কেউ যদি আমাদের কারও কাছে কোনো দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়, তবে আমাদের কর্তব্য তাকে তিন দিন সময় দিয়ে সতর্ক করা।

সুতরাং উল্লিখিত বিবাহ সম্পর্কে এই তিনটি প্রসিদ্ধ কিসসাই হলো জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয বলিয়ে কোনো কোনো আলিমের মূল ভিত্তি। আর তুমি তো এগুলোর দুর্বলতা দেখলে। সুতরাং তিনটি একত্রে সহীহ হওয়ার কোনো অবকাশই নেই, প্রত্যেকটি আলাদাভাবে সহীহ হওয়া তো দূরের কথা। তদুপরি কীভাবে (সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে) যখন সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহয় আগত সেই বিধানের বিরোধী, যা পারস্পরিক বিবাহকে কেবল মানুষে-মানুষেই সীমাবদ্ধ করেছে?

যা-ই হোক: জায়েয বলিয়েরা জিন ও মানুষের মধ্যে বিবাহের পক্ষে এমন একটিও দলিল আনতে পারেননি যা এই বিবাহের বৈধতা প্রমাণে দলিল হিসেবে দাঁড়াতে পারে।

তিনটি কিসসা

কিসসা	লেখকের সমালোচনা
প্রথম: আল-আমাশের সূত্রে, জিন দাসীর প্রস্তাব দিল ও বিবাহ হলো	তিন সূত্রে দুর্বলতা; দ্বিতীয় সূত্রে আন-নাজ্জাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা; মতনে বৈপরীত্য ও শরীয়ত-বিরোধী কথা; লেখকের রাজিহ: যয়ীফ
দ্বিতীয়: ইমাম মালিকের নামে ফতোয়া, 'অসুবিধা দেখি না, তবে অপছন্দ'	সনদে মুকাতিলকে লেখক খুঁজে পাননি, সাঈদ আয-যানবারী যয়ীফ; মতনে শুরু ও শেষে অসামঞ্জস্য
তৃতীয়: যায়েদ আল-আম্মীর দুআ, 'আমাকে একজন জিন্নিয়া দান করুন'	হারব, ইসহাক ও মুহরিয অজ্ঞাত; যায়েদ যয়ীফ; দুআটি অবৈধ
সারকথা	তিনটি একত্রে সহীহ হওয়ার অবকাশ নেই; কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বিরোধী

লেখকের মতে এগুলোই বৈধতা বলা কোনো কোনো আলিমের মূল ভিত্তি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – জিন-পুরুষের সঙ্গে মানব-নারীর বিবাহ মানব-পুরুষের সঙ্গে জিন্নিয়ার বিবাহের চেয়ে অধিক অনিষ্টকর

হে পাঠক, জেনে রাখো যে কোনো মুসলিম নারীর জিনকে বিবাহ করা এক মহা অনিষ্ট — কয়েকটি কারণে, তার মধ্যে রয়েছে:

1. মানব-নারীর দুর্বলতা, জিনের ঔদ্ধত্য, তাদের চক্রান্তের তীব্রতা ও কূটকৌশলের ভয়াবহতা। এ কারণে সে যখন ইচ্ছা তার উপর হামলা করে, তাকে প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কিত করে এবং চরমভাবে অপমানিত করে।
2. তার কাছে আরেকজন জিন আসতে পারে, তারপর আরেকজন — সেই রূপ ধারণ করে যে রূপে তার তথাকথিত জিন-স্বামী তার কাছে আসত। কারণ জিনেরা সেই রূপ ধারণ করতে সক্ষম যে রূপে বিবাহকারী জিন তার কাছে আসত, আর সে ধারণা করতে থাকে যে এ-ই তার জিন-স্বামী।
3. প্রায়ই এমন ঘটে যে, মানব-নারীদের বিবাহকারী জিনদের অনেকে তাদেরকে জাদুচর্চায় ব্যবহার করে। এতে রয়েছে এমন ক্ষতি ও গুরুতর অনিষ্ট যা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের উপর আঘাত হানে। অনিষ্টগুলোর মধ্যে যদি কেবল এটুকুও হতো যে জিনটি মুসলিম নারীকে জাদুচর্চার কারণে ইসলাম থেকে বের করে কুফর ও শিরকে নিয়ে গেল — (তবুও তা যথেষ্ট)।
4. এই বিবাহে মুসলিমদের কন্যাদের উপর জিন ও শয়তানদের প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কী ভয়াবহ বিপদ! আল্লাহ মুসলিমদেরকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

জিন-পুরুষের সঙ্গে মানব-নারীর বিবাহ: লেখকের চার কারণ

- [ ] মানব-নারীর দুর্বলতা, জিনের ঔদ্ধত্য ও চক্রান্ত; যখন ইচ্ছা হামলা
- [ ] একজনের পর আরেকজন জিন একই রূপে আসতে পারে
- [ ] জাদুচর্চায় ব্যবহার; ইসলাম থেকে কুফর-শিরকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষতি
- [ ] মুসলিমদের কন্যাদের উপর জিন ও শয়তানদের প্রতিযোগিতার দ্বার খুলে যায়

আল্লাহ আল্লামা ইবনে নুজাইমের উপর রহম করুন; তিনি হানাফী আলিমগণের জিন ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ হারাম হওয়ার বহু উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, যেমনটি "আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর" পৃষ্ঠা (২৫৭)-এ রয়েছে:

«فإذا تقرر المنع؛ فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى»

"যখন নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলো, তখন জিন-পুরুষের সঙ্গে মানব-নারীর বিবাহের নিষেধাজ্ঞা আরও অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অগ্রগণ্য।"

উল্লিখিত বিবাহে কিছু গুপ্ত অনিষ্ট

প্রথম: পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পারস্পরিক সহযোগিতা।

জিনের সঙ্গে মানুষের বিবাহ তাদের সঙ্গে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা; কারণ জিনদের পুরুষ ও নারী — যারা মানুষের সঙ্গে বিবাহের দাবি করে — তারা মানুষের উপর সীমালঙ্ঘনকারী, যেমনটি পূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং এই সীমালঙ্ঘনে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব তাদের কাছে নতি স্বীকার করা এবং তারা যা চায় তা মেনে নেওয়া — এই সীমালঙ্ঘনে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা, আর তা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

[المائدة:٢]

"আর তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।" [সূরা আল-মায়িদা: ২]

তাহলে কেমন হবে যখন এই বিবাহ তাদেরকে আরও বহু শরীয়াহ-বিরোধী কাজের দিকে টেনে নেয়?

দ্বিতীয়: জিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-আনুগত্য (মুওয়ালাত)। আল্লাহ মুসলিমদের উপর কাফির জিনদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা ফরয করেছেন — যেমনটি ইসলাম ধর্মে অপরিহার্যরূপে জানা বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف:٥٠]

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম: আদমকে সিজদা করো — তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত, ফলে সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। তবু কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরদের অভিভাবক বানিয়ে নেবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য এ কতই না নিকৃষ্ট বিনিময়!" [সূরা আল-কাহফ: ৫০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

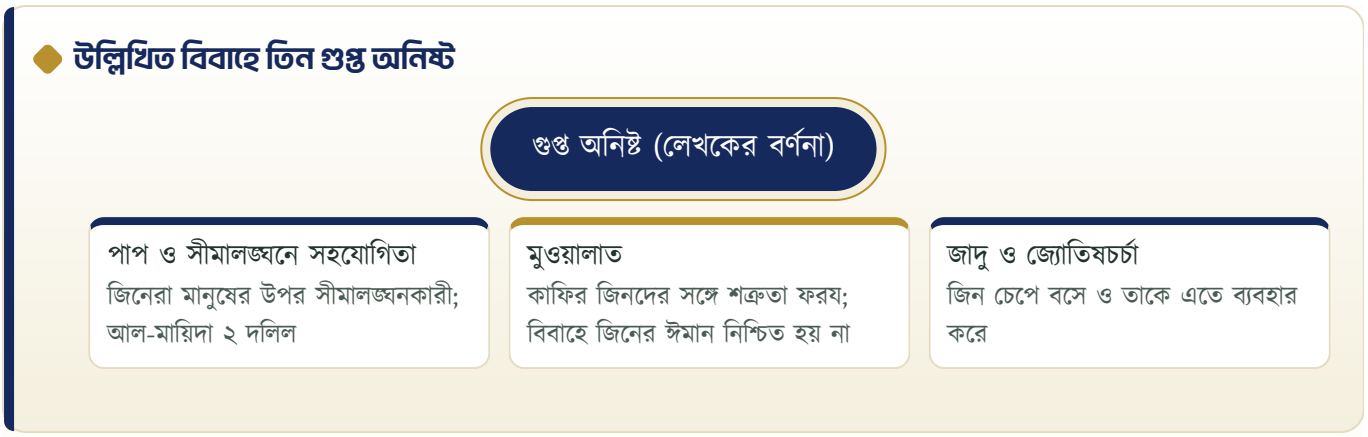
﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر:٦]

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরাও তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলকে কেবল এজন্যই আহ্বান করে যেন তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।" [সূরা ফাতির: ৬]

আর জিনের সঙ্গে বিবাহে সাধারণত জিনের ঈমান নিশ্চিত হয় না; ফলে তা তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা ও তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত থাকার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়: জাদু ও জ্যোতিষচর্চায় লিপ্ত হওয়া।

জিনদের কিছু পুরুষ ও নারী তাদের মধ্য থেকে যারা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদের উপর চেপে বসে, শেষ পর্যন্ত তাকে জাদু ও জ্যোতিষচর্চায় ব্যবহার করে। আর যখন জাদু ও গণকবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া ঘটে, তখন এ থেকে উদ্ভূত নানা ধরনের অপরাধ ও পাপাচার সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা কোরো না। হে আল্লাহ, নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন।



মানব-স্বামীদের উপর জিন্নিয়াদের আক্রমণ

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়েছে যা মুসলিমের বোঝা উচিত; তা হলো: জিনেরা যখন মানুষের উপর ক্ষমতা পেয়ে যায় তখন তারা তাদের উপর জুলুম চালায় এবং তাদেরকে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করায়। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো মানব-স্বামীদের উপর জিন্নিয়াদের আক্রমণ। এই আক্রমণগুলোর মধ্যে রয়েছে সেসব ঘটনা, যা কোনো কোনো জিন্নিয়া-বিবাহকারী উল্লেখ করেছে:

সুয়ূতী "লাকতুল মারজান"-এ পৃষ্ঠা (৬৫-৬৬)-এ বলেছেন:

كان أبو بكر بن عربي ينكر تزوج الإنس بالجن ويقول: الجن روح لطيف والإنس جسم كثيف لا يجتمعان، ثم زعم أنه تزوج امرأة من الجن، وأقامت معه مدة، ثم ضربته بعظم جمل فشجته، وأرانا شجة بوجهه وهربت»

আবু বকর ইবনে আরাবী মানুষের সঙ্গে জিনের বিবাহকে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন: জিন হলো সূক্ষ্ম রূহ আর মানুষ হলো স্থূল দেহ — এ দুটি একত্র হতে পারে না। অতঃপর তিনি নিজেই দাবি করলেন যে তিনি জিনদের একজন নারীকে বিবাহ করেছেন, এবং সে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেছে; তারপর সে তাঁকে উটের একটি হাড় দিয়ে আঘাত করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাদেরকে তাঁর মুখমণ্ডলে সেই ক্ষতচিহ্ন দেখিয়েছেন — আর সে পালিয়ে গেছে।

আবু ইউসুফ আস-সুরূজী বলেছেন: এক নারী মদীনার এক ব্যক্তির কাছে এসে বলল: আমরা তোমাদের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছি, তাই আমাকে বিবাহ করো। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল। সে রাতে নারীর আকৃতিতে তার কাছে আসত। তারপর একদিন সে তার কাছে এসে বলল: আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে, তাই আমাকে তালাক দাও। সে তাকে তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর একদিন সে মদীনার কোনো এক পথে ছিল, এমন সময় সে তাকে দেখল — সে শস্যবিক্রেতাদের কাছ থেকে যে দানা পড়ে যাচ্ছিল তা কুড়াচ্ছিল। সে তাকে বলল: তুমি কি তা বিক্রি করবে? তখন সে তার দিকে চোখ তুলে বলল: কোন চোখ দিয়ে তুমি আমাকে দেখলে? সে বলল: এই চোখ দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন সে আঙুল দিয়ে ইশারা করল, ফলে তার চোখটি গলে পড়ল। — দেখো "লাকতুল মারজান" পৃষ্ঠা (৬৪)।

এক নজরে

- ★ বৈধতাপন্থীদের হাদীস-দলিলগুলো লেখকের মূল্যায়নে যয়ীফ বা মুনকার
- ★ সহীহ ধরলেও সেগুলোতে জিন-মানুষের বিবাহের দলিল নেই, লেখকের মত
- ★ মুমিন জিনদের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার্য, কিন্তু মানুষে-মানুষের ভ্রাতৃত্বের মতো নয়
- ★ তিনটি কিসসা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই সমালোচিত
- ★ জিন-পুরুষ ও মানব-নারীর বিবাহের অনিষ্ট আরও বেশি, লেখকের মতে
- ★ তিন গুপ্ত অনিষ্ট: পাপে সহযোগিতা, মুওয়ালাত, জাদু ও জ্যোতিষচর্চা

যাচাই করুন

1. ‘মুগাররাবূন’ হাদীস সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. সহীহ ও সুস্পষ্ট দলিল

খ. যয়ীফ; সহীহ ধরলেও এতে জিন-মানুষের বিবাহের দলিল নেই

2. ‘নপুংসকরা জিনের সন্তান’ হাদীস সম্পর্কে উদ্ধৃত মূল্যায়ন কী?

ক. মুতাওয়াতির

খ. মুনকার হাদীস

3. মুমিন জিনদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. ভ্রাতৃত্ব নেই

খ. আমাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব মানুষে-মানুষের ভ্রাতৃত্বের মতো নয়

4. ইমাম মালিকের নামে বর্ণিত ফতোয়ার মতনে লেখক কী অসামঞ্জস্য দেখেছেন?

ক. দুই অংশই একই

খ. শুরুতে ‘অসুবিধা নেই’, শেষে ‘বিপর্যয় বাড়বে’

5. যায়েদ আল-আম্মীর ‘আমাকে একজন জিন্নিয়া দান করুন’ দুআ সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. উত্তম দুআ

খ. অবৈধ দুআ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

যাহাবী "আল-মীযান"-এ (৩/৬৫৯) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের সঙ্গী আবুল ফাতহ আল-ইয়ামুরী — যিনি নিশ্চিতকারী ছিলেন — বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমি ইমাম তাকিউদ্দীন ইবনে দাকীক আল-ঈদকে বলতে শুনেছি: আমি আমাদের শাইখ আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম আস-সুলামীকে বলতে শুনেছি: আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আরাবী আত-তাঈর প্রসঙ্গ উঠল, তখন তিনি বললেন: সে একজন নিকৃষ্ট শীআ, মিথ্যাবাদী। আমি তাঁকে বললাম: মিথ্যাবাদীও? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমরা দামেশকে জিনের সঙ্গে বিবাহ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন সে বলল: এটি অসম্ভব; কারণ মানুষ স্থূল দেহ আর জিন সূক্ষ্ম রূহ, আর স্থূল দেহ কখনো সূক্ষ্ম রূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না। অতঃপর কিছুকাল

পরে আমি তাকে দেখলাম — তার মাথায় ক্ষতচিহ্ন। সে বলল: আমি এক জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছি এবং তার থেকে আমাকে তিনটি সন্তান দেওয়া হয়েছে

টীকা

1. সঠিক হলো: بكوثى — "কূসা"; এটি বাবিলের একটি ভূখণ্ড, যেমনটি "মুজামুল বুলদান"-এ রয়েছে।

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

জিনের আক্রমণ, করণীয় এবং গ্রন্থের সমাপ্তি

তারপর একদিন এমন ঘটল যে আমি তাকে রাগিয়ে দিলাম, তখন সে আমাকে একটি হাড় দিয়ে আঘাত করল, তা থেকেই মাথার এই ক্ষতটি হয়েছে; এরপর সে চলে গেল, আর এরপর আমি তাকে আর দেখিনি — অথবা এই অর্থের কথা।

এ ধরনের কিসসা অনেক। আমার কাছে এমন কয়েক ডজন মুসলিম এসেছেন যাঁদের ওপর বিবাহের নামে জিন্নিয়ারা চেপে বসেছিল; তাঁদের একজনকেও আমি সুখী দেখিনি — নিজের দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষা করে চলছেন এমন কাউকে পাইনি। বরং তুমি দেখবে, জিন্নিয়া তার ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে সে তার গোলামের মতো হয়ে গেছে। সে সালাত আদায় করে না, কারণ সে (জিন্নিয়া) তাকে এর অনুমতি দেয় না; মানুষের মাঝে বেরও হয় না, দুনিয়াবি কোনো কাজকর্মও করে না, বরং ঘরবন্দি হয়ে দিন কাটায়; তার দেহ শুকিয়ে গেছে এবং সে বিবেক ও সন্তান-সন্ততি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ঘৃণ্য এক কৌশল, যা জিনের নারীরা তাদের মানব-স্বামীদের সঙ্গে ব্যবহার করে

হে মুসলিম! জেনে রাখো, কোনো মুসলিমের সঙ্গে জিন্নিয়ার বিবাহ তার ওপর জিন্নিয়ার পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ আধিপত্য বলেই গণ্য। কারণ সে তার এবং কোনো মানবী নারীকে বিবাহ করার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়; এমনকি জিন্নিয়াকে বিয়ে করার আগে যদি সে কোনো মানবী নারীকে বিয়ে করেও থাকে, তবু সে তাকে সেই মানবী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে বাধা দেয়। জিনের নারীরা, যারা তাদের বিয়ে করেছে, তাদের কতজনকেই না পরাভূত করেছে! সে তাকে এমন করে তোলে যে সে তাকে ভীষণ ভয় করে এবং দ্রুত তার কথায় সাড়া দেয়; এমনকি তাদের কেউ কেউ তার কথায় সাড়া দিয়ে মানবী স্ত্রীর গর্ভজাত নিজের সন্তানদেরও হত্যা করে ফেলে। সুতরাং জিনের সঙ্গে বিবাহে সাড়া দেওয়া থেকে সতর্ক, আবারও সতর্ক! আর এ বিষয়টিকে সহজ মনে করা থেকে সাবধান! এ বিবাহের দিকে আহ্বান-প্রাপ্তদের কেউ কেউ নিজের কাছে বিষয়টি সহজ করে নেয় এই ভেবে যে, সে জিন্নিয়ার সঙ্গে অল্প কিছুকাল কাটাবে, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে কোনো মানবী নারীকে বিয়ে করবে। অথচ কতবারই না জিন্নিয়ার পক্ষ থেকে তাকে বাধা দেওয়া হয়, ফলে এরপর সে আর তার হাত থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয় না — আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা।

যাকে জিন নিজের সঙ্গে বিবাহের দিকে ডেকেছে, সে কী করবে?

মুসলিম পুরুষ হঠাৎ জিনের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে বিবাহের আহ্বান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়, আর মুসলিম নারী হঠাৎ জিনের পক্ষ থেকে তাকে বিবাহ করার দাবি পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। সুতরাং যার কাছে তাদের মোকাবিলা করার জ্ঞান নেই, তার ব্যাপারে আশঙ্কা হয় যে সে তাদের হাতে শিকার হয়ে পড়বে; বরং হয়তো এ কারণে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাবে। সুতরাং তাদের মোকাবিলা হবে দুআর মাধ্যমে — এই প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ যেন তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন — এবং আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে: তাওয়াক্কুল, কাকুতি-মিনতি ও ইবাদতের মাধ্যমে, আর শরঈ যিকরসমূহ দ্বারা সুরক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٦٢]

"বরং তিনিই তো, যিনি নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করে দেন এবং তোমাদের যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?" [সূরা আন-নামল: ৬২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢]

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।" [সূরা আল-বাকারা: ১৫২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣]

"আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন।" [সূরা আত-তালাক: ৩]

আর তোমার সামনে একটি কিসসা পেশ করছি, যা আমরা যা বললাম তার প্রমাণ বহন করে। সুয়ূতী "লাকতুল মারজান"-এ পৃ. (৬৪–৬৫) বলেছেন:

«وحدثنا قاضي القضاة جلال الدين أحمد بن قاضي القضاة حسام الدين الرازي الحنفي قال: سفرني والدي لإحضار أهله من المشرق، فلما جزت البيرة إلى أن نمنا في مغارة وكنت في جماعة، فبينا أنا نائم إذا بشيء يوقظني فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحدة مشقوقة

بالطول فارتعبت، فقالت: ما عليك فإنما أتيتك لتتزوج ابنة كالقمر، فقلت لخوفي منها: على خيرة الله، ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فإذا هم كهيئة المرأة عيونهم مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود، فتخطى القاضي وعقد فقبلت، ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمها، وتركتها عندي وانصرفت، فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمي من كان عندي بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد، فأقبلت على الدعاء والتضرع، ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني، فذهب على هذا ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الرابع أتتني المرأة التي جاءتني أولا وقالت: كأن هذه الشابة ما أعجبتك وكأنك تحب فراقها. فقلت: إي والله. قالت: فطلقها، فانصرفت ثم لم أرها بعد»

"আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন কাযিউল কুযাত জালালুদ্দীন আহমদ ইবনে কাযিউল কুযাত হুসামুদ্দীন আর-রাযী আল-হানাফী; তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে পূর্বদেশ থেকে তাঁর পরিবারকে নিয়ে আসার জন্য সফরে পাঠালেন। আমি যখন 'আল-বীরা' অতিক্রম করলাম, এরপর আমরা একটি গুহায় ঘুমালাম — আমি ছিলাম একটি দলের সঙ্গে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় কোনো কিছু আমাকে জাগিয়ে তুলল। আমি সজাগ হয়ে দেখি, একজন মধ্যবয়সী নারী — তার একটিমাত্র চোখ, যা লম্বালম্বিভাবে চেরা। আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সে বলল: তোমার কোনো ভয় নেই; আমি তো তোমার কাছে এসেছি এজন্য যে, তুমি চাঁদের মতো এক কন্যাকে বিবাহ করবে। তার ভয়ে আমি বললাম: আল্লাহ যা মঙ্গল রেখেছেন তা-ই হোক। তারপর আমি তাকিয়ে দেখি, কিছু পুরুষ এসে হাজির হয়েছে; তারাও সেই নারীর মতোই — তাদের চোখ লম্বালম্বিভাবে চেরা — এক কাযী ও সাক্ষীদের বেশে। কাযী এগিয়ে এসে বিবাহ সম্পন্ন করলেন, আর আমি কবুল করলাম। তারপর তারা উঠে গেল এবং সেই নারী ফিরে এল, তার সঙ্গে এক সুন্দরী তরুণী — তবে তার চোখ ছিল তার মায়ের চোখের মতো। সে তাকে আমার কাছে রেখে চলে গেল। তখন আমার ভয় ও আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল; আমি আমার সঙ্গীদের পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকলাম যেন তারা জেগে ওঠে, কিন্তু তাদের কেউই জাগল না। তখন আমি দুআ ও কাকুতি-মিনতিতে মনোনিবেশ করলাম। এরপর রওনা হওয়ার সময় হলো, আমরা রওনা হলাম, কিন্তু সেই তরুণী আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এভাবে তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন যখন এল, তখন প্রথমে যে নারী আমার কাছে এসেছিল সে এল এবং বলল: মনে হচ্ছে এই তরুণীকে তোমার পছন্দ হয়নি, আর তুমি যেন তার থেকে বিচ্ছেদ চাও।

আমি বললাম: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম। সে বলল: তাহলে তাকে তালাক দাও। এরপর সে চলে গেল এবং তারপর আমি তাকে আর দেখিনি।"

ইবনে জিবরীন বলেছেন, যেমনটি "আল-ফাতাওয়ায যাহাবিয়্যাহ"-তে (পৃ. ১৯৬) রয়েছে:

«إن بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي، وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس تجامع الرجل للمرأة، وعلاج ذلك التحفظ منهم ذكوراً وإناثاً بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله»

"কোনো কোনো জিন মানব-ব্যক্তির সামনে নারীর রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে, অতঃপর সেই মানব-ব্যক্তি তার সঙ্গে সহবাস করে। তেমনিভাবে জিন পুরুষের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানবী নারীর সঙ্গে সহবাস করে, যেমন পুরুষ নারীর সঙ্গে সহবাস করে। এর প্রতিকার হলো — পুরুষ-নারী উভয়ের জন্যই — মাসনূন দুআ ও ওযীফাসমূহের দ্বারা এবং সেই আয়াতগুলো পাঠ করার দ্বারা আত্মরক্ষা করা, যেগুলোতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের থেকে হিফাযত ও পাহারার নিশ্চয়তা রয়েছে।"

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ একটি উপকারী মূলনীতি উল্লেখ করেছেন — বান্দা কীসের দ্বারা শয়তান থেকে আশ্রয় নেবে এবং কীসের দ্বারা তার অনিষ্ট প্রতিহত করবে, সে বিষয়ে; সেটি দশটি কারণ সম্পাদন করার একটি বিবরণ। তা দেখো "বাদাইউত তাফসীর"-এ (৫/৪৬৪–৪৬৬)।

জিন বিবাহের দিকে ডাকলে: লেখকের বর্ণনা

১ **হঠাৎ আহ্বানে হতভম্ব হওয়া**
মোকাবিলার জ্ঞান না থাকলে শিকার হওয়ার আশঙ্কা

২ **দুআ**
আল্লাহ যেন তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন

৩ **আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া**
তাওয়াক্কুল, কাকুতি-মিনতি ও ইবাদত

৪ **শরঈ যিকরে সুরক্ষা**
ইবনে জিবরীন: মাসনূন দুআ, ওযীফা ও হিফাযতের আয়াত

যে ব্যক্তি জিনের কোনো নারীকে বিবাহ করেছে, তার সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ

কোনো মুসলিম যদি এই বিবাহে আক্রান্ত হয়, তবে সে এক ভয়ানক মুনকারে (নিষিদ্ধ কাজে) পতিত হয়েছে, যা দাবি করে যে তাকে সাহায্য করা হোক — অর্থাৎ তার ওপর চেপে বসা এই আধিপত্য ও তার সঙ্গে করা এই প্রতারণা থেকে তাকে উদ্ধার করা হোক। আর তাকে সাহায্য করা হবে সেই মুসলিমদের পক্ষ থেকে, যাঁরা এতে সক্ষম। তার সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

1. জিনের ছলচাতুরী তার কাছে বর্ণনা করা এবং যারা এই বিপদে আক্রান্ত হয়েছে তাদের অবস্থা ও শরঈ বিধানের সঙ্গে তাদের সাংঘর্ষিকতা তার সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া।
2. এই বিবাহে জড়িত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে, তাদের আহ্বান জানানো — যেন তারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টায় নামে; এবং এই অনিষ্ট ও বিচ্যুতির দিকে জিনের আহ্বান কবুল করা থেকে মানুষকে সতর্ক করা।
3. তাকে বর্জন করা (হাজর) এবং তার পথ অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করা। আর এটি তখন, যখন সে প্রকাশ্যে তা করে বেড়ায়। আর কেন তাকে বর্জন করা হবে না, অথচ সে তো এক বিরাট অনিষ্টের দরজা খুলে দিয়েছে!

আক্রান্ত মুসলিমের সঙ্গে আচরণ

১ জিনের ছলচাতুরী বর্ণনা
শরঈ বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা তার সামনে স্পষ্ট করা

২ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের আহ্বান
উদ্ধারের চেষ্টা; জিনের আহ্বান কবুল থেকে সতর্ক করা

৩ বর্জন (হাজর) ও সতর্ক করা
সে প্রকাশ্যে তা করে বেড়ালে

ইবনে হাজর "লিসানুল মীযান"-এ (৬/৪০৭) বলেছেন: তাহাবী বলেছেন — আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইউনুস ইবনে আবদুল আলা; তিনি বলেন: ইয়াগনাম ইবনে সালিম আমাদের কাছে মিসরে এলেন; আমি হঠাৎ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম:

«تزوجت امرأة من الجن فلم أرجع إليه»

> "আমি জিনের এক নারীকে বিবাহ করেছি" — এরপর আমি আর তাঁর কাছে ফিরে যাইনি।

আমি বলি: এই ইয়াগনামকে আবু হাতিম আর-রাযী দুর্বল বলেছেন; আর ইবনে আদী বলেছেন: তার অধিকাংশ হাদীসই অসংরক্ষিত। আর একাধিক ব্যক্তি তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

সুতরাং খতীব ও ওয়ায়িযদের কর্তব্য, তাঁরা যেন মুসলিমদের এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন থেকে সতর্ক করেন।

জিনের নারীরা যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি চেপে বসে, তারা হলো আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল যুবকরা

জিনের নারীরা সবচেয়ে বেশি চেপে বসে সেই যুবকের ওপর, যে আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল; কারণ তাদের অধিকাংশের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীনতা — কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, দুআ, সকাল-সন্ধ্যার যিকর, ঘুমানোর সময়ের ও জাগ্রত হওয়ার সময়ের যিকর এবং এ ছাড়া অন্যান্য যিকর থেকে।

আরও আছে আল্লাহর নজরদারির অনুভূতি ও তাঁর ভয় থেকে তাদের উদাসীনতা। এর সঙ্গে যুক্ত করো তাদের কারও কারও মুনকার কাজের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রবৃত্তিপূজারী ও কামনা-বাসনার অনুসারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা।

আর যেহেতু কিছু যুবক আমরা যা উল্লেখ করলাম সেই অবস্থায় থাকে, তাই জিন্নিয়া তার কাছে আসে এবং তাকে যিনার দিকে আহ্বান করে। এরপর সে যদি পবিত্রতা রক্ষার মনোভাব প্রকাশ করে, তবে সে তাকে নিজের সঙ্গে বিবাহের দিকে আহ্বান করে; আর হয়তো তাকে হুমকিও দেয় যে, সে যদি দ্রুত এতে অগ্রসর না হয় (তবে পরিণতি খারাপ হবে)।

কিছু মুসলিম নারীর ওপর জিনের আক্রমণ

কিছু মুসলিম নারীর ওপর জিনের আক্রমণ অনেক। প্রায়ই মানবী নারীদের ওপর তাদের এই আক্রমণ হয়ে থাকে তাদের সঙ্গে যিনা করার উদ্দেশ্যে; আর তা বাস্তবায়নের জন্য জিন কিছু উপায় ব্যবহার করে। সেসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে:

1. জিন এসে মানবী নারীর সঙ্গে সহবাস করে, অথচ সে কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পায় না। সে অনুভব করে যে তার ওপর ভারী কিছু চেপে আছে এবং তার লজ্জাস্থানে কিছু প্রবিষ্ট করা হচ্ছে।
2. জিন নারীর স্বামীর রূপ ধরে আসে — যদি সে স্বামীওয়ালা হয়; অথবা তার প্রেমাস্পদের রূপ ধরে আসে — যদি সে কারও প্রতি আসক্ত হয় (১)। বিশেষত যখন নারীর স্বামী অনুপস্থিত থাকে, তখন জিন স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে অশ্লীল কাজ করে।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো — কেউ কেউ নিজের সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেন:

«كنت أسير في طريق ذات مساء بإحدى المدن حديثة الفتح الإسلامي وقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فسمعني رجل من تلك المدينة وقال لي: ما سمعت هذا الكلام منذ أن سمعته من السماء، فقلت له: فكيف ذلك؟ قال: إني رجل أعمل بإيصال الرسائل إلى الملوك والحكام فأفد على كسرى وقيصر وغيرهما من حكام وأمراء المدن، وذات يوم ذهب قاصدا بلاد فارس فخلفني الشيطان في أهلي يكون على صورتي، فلما قدمت من

سفري لم يبد على زوجتي أي اهتمام مما يكون للمسافر، وعندما استفسرت عن ذلك قالت: إنك لم تسافر، قلت: كيف ذلك؟ وعندنا ظهر ذلك الشيطان فقال لي: اختر لك يوما واجعل لي يوما، فأتاني ذات ليلة فقال: أنا ممن يسترق السمع وإن استراق السمع بين الشياطين نوبات وأنه مكلف به تلك الليلة، وطلب مني أن آتي معه فوافقت فحملني على ظهره فإذا له معرفة كشعر الدواب، فقال لي: استمسك فإنك ترى أمورا وأهوالا فلا تفارقني فتهلك، ثم عرج حتى لحق بالسماء فسمعت قائلا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلح به فوقع من وراء العمران في غياض وشجر، فحفظت الكلمات ولم أزل أكررها حتى انقطع عن زوجتي»

"আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা সদ্য ইসলামী বিজয়প্রাপ্ত এক শহরের পথ ধরে হাঁটছিলাম এবং বললাম: 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' তখন সেই শহরের এক ব্যক্তি আমার কথা শুনল এবং আমাকে বলল: আকাশ থেকে যেদিন এ কথা শুনেছি, সেদিনের পর আর কখনও এ কথা শুনিনি। আমি তাকে বললাম: তা কীভাবে? সে বলল: আমি এমন এক ব্যক্তি, যে রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করি; আমি কিসরা, কায়সার এবং শহরগুলোর অন্যান্য শাসক ও আমীরদের কাছে যাতায়াত করি। একদিন আমি পারস্যের উদ্দেশে রওনা হলাম। তখন শয়তান আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারে আমার স্থান দখল করল — সে আমার রূপ ধরে থাকত। আমি যখন সফর থেকে ফিরে এলাম, তখন আমার স্ত্রীর মধ্যে সফর থেকে ফেরা মানুষের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা যায়, তার কিছুই প্রকাশ পেল না। আমি যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল: তুমি তো সফরেই যাওনি। আমি বললাম: তা কী করে হয়? তখন আমাদের সামনে সেই শয়তান আত্মপ্রকাশ করল এবং আমাকে বলল: তুমি তোমার জন্য একটি দিন বেছে নাও আর আমার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করো। এরপর একরাতে সে আমার কাছে এসে বলল: আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আকাশের খবর চুরি করে শোনে; আর শয়তানদের মধ্যে এই খবর চুরি করে শোনার পালা ভাগ করা আছে, এবং সেই রাতে সে-ই এ কাজে নিযুক্ত। সে আমার কাছে চাইল যে আমি যেন তার সঙ্গে যাই। আমি রাজি হলাম। তখন সে আমাকে তার পিঠে বহন করল; দেখি তার (পিঠে) চতুষ্পদ প্রাণীর লোমের মতো লোম রয়েছে। সে আমাকে বলল: শক্ত করে ধরে থাকো, কারণ তুমি এমন সব ব্যাপার ও ভীতিকর দৃশ্য দেখবে; আমাকে ছেড়ো না, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর সে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকল, এমনকি আকাশে গিয়ে পৌঁছল। তখন আমি এক ঘোষককে বলতে শুনলাম: 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, মা শা-আল্লাহু কা-ন, ওয়ামা লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন।' তখন তাকে (শয়তানকে) আঘাত করা হলো এবং সে জনবসতির ওপারে ঝোপঝাড় ও গাছপালার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমি বাক্যগুলো মুখস্থ করে ফেললাম এবং সেগুলো বারবার আওড়াতে থাকলাম, শেষ পর্যন্ত সে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

1. পুরুষ যখন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, তখন সে যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান তার সঙ্গে সহবাসে শরিক হয়। এটিই কতিপয় সালাফ থেকে প্রসিদ্ধ, যেমনটি মুফাসসিরগণ আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন:

﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: ٦٤]

"আর তাদের সঙ্গে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হও।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৪]

সুতরাং শয়তান যেমন সেই ব্যক্তির সঙ্গে খায়, পান করে ও রাত কাটায় যে আল্লাহর নাম নেয় না — যখন আমরা তাকে শরঈ যিকরসমূহ দ্বারা তাড়িয়ে না দিই — তেমনি সে সহবাসেও শরিক হয়।

সুতরাং এসব আক্রমণ মুসলিমকে এই আহ্বান জানায় যে, সে যেন বিবাহের নামে বা অন্য যেকোনো নামে জিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে সতর্ক থাকে; কারণ সে তাদের পক্ষ থেকে নিজের প্রাণনাশের ব্যাপারেও নিরাপদ নয়।

নারীদের উপর জিনের আক্রমণ: লেখকের বর্ণিত উপায়

- [ ] জিন মানবী নারীর সঙ্গে সহবাস করে, অথচ সে কাউকে দেখে না
- [ ] স্বামীর রূপে আসে, অথবা আসক্ত হলে প্রেমাস্পদের রূপে
- [ ] সহবাসে আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান শরিক হয়, কতিপয় সালাফ থেকে প্রসিদ্ধ

মাসআলা: জিন ও মানুষের পরস্পর-বিবাহকারীদের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ ঘটে কি?

এই মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আলিমগণের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত তিনটি:

প্রথম মত: জিন ও মানুষের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ ঘটে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যেমনটি "মাজমূউর রাসাইলিল মুনীরিয়্যাহ"-তে (পৃ. ১২৫) রয়েছে:

«وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف»

> "মানুষ ও জিন পরস্পর বিবাহ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে সন্তানও জন্মে; আর এটি অনেক ঘটে এবং সুপরিচিত।"

আর এই মতের অনুসারীদের পক্ষে আমি এমন কোনো দলিল জানি না — না নাকলী (বর্ণনাভিত্তিক), না আকলী (যুক্তিভিত্তিক) — যা এর প্রমাণ বহন করে। তাঁরা কেবল সেসব কিসসা ও কাহিনি দিয়ে দলিল দেন যা মানুষের মুখে মুখে চালু আছে, অথচ সেগুলোর খুব কমই সহীহ প্রমাণিত হয়। আর তাছাড়া, মানুষ ও জিনের মধ্যে সন্তান জন্মলাভের ইঙ্গিত বহনকারী কিসসাটি যদি সহীহও হয়, তবু উক্ত সন্তান জন্মলাভ প্রমাণ করার কষ্টসাধ্যতা রয়েই যায় — যেমনটি সামনে আসছে।

দ্বিতীয় মত: তাদের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ ঘটে না। মাওয়ারদী বলেছেন:

«القول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين وتفارق الحسين؛ لأن الآدمي جسماني والجن روحاني، وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ويمتنع الامتزاج مع هذا التباين ويستحيل التناسل مع هذه الاختلاف»

> "বিলকীসের মা জিন্নিয়া ছিলেন — এ কথাটি বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য; কারণ দুই প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য, দুই প্রকৃতির ভিন্নতা এবং দুই সত্তার স্বতন্ত্রতা রয়েছে। কেননা মানুষ দৈহিক আর জিন রুহানী; আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে, আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে। এই পার্থক্য থাকা অবস্থায় মিশ্রণ ঘটা অসম্ভব এবং এই ভিন্নতা থাকা অবস্থায় বংশবিস্তার অসম্ভব।"

এটি কুরতুবী তাঁর তাফসীরে (১৩/২১৩) বর্ণনা করেছেন।

আর যাহাবী "আল-মীযান"-এ একটি কিসসা উল্লেখ করেছেন, যাতে রয়েছে যে ইবনে আরাবী আত-তাঈ এক জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার থেকে তিনটি সন্তান লাভ করেছিলেন। এর প্রতিবাদ করেছেন আবু মুহাম্মদ আবদুস সালাম আস-সুলামী এবং যাহাবী নিজেও।

ইবনে আতিয়্যাহ তাঁর তাফসীরে (৯/১৩৮) বলেছেন:

«وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه يحبل المرأة من الإنس فضعيف كله»

"নাক্কাশ জিনের সহবাস এবং জিন যে মানবী নারীকে গর্ভবতী করে — এ সংক্রান্ত যা কিছু এনেছেন, তার সবই দুর্বল।"

আলূসী "রূহুল মাআনী"-তে (১৯/১৮৯) বলেছেন:

«ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنسي هل تبقى على لطافتها فلا ترى والحمل على كثافته فيرى، أو يكون الحمل لطيفا مثلها فلا يريان، فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر بني آدم، أو تكون متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها، وكل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يخفى»

"তারপর, হায়! আমি যদি জানতাম — জিন্নিয়া যখন কোনো মানব-ব্যক্তি থেকে গর্ভবতী হয়, তখন কি সে নিজের সূক্ষ্মতার ওপরই থেকে যায় ফলে তাকে দেখা যায় না, অথচ গর্ভস্থ সন্তান স্থূল থাকায় তাকে দেখা যায়? নাকি গর্ভস্থ সন্তানও তার মতোই সূক্ষ্ম হয়, ফলে দুজনের কাউকেই দেখা যায় না — এরপর তার ব্যাপারটি পূর্ণ হলে সে স্থূল হয়ে যায় এবং অন্যান্য বনী আদমের মতো প্রকাশ পায়? নাকি গর্ভ তার পেটে থাকা অবস্থায় সে বনী আদমের নারীদের আকৃতি ধারণ করে থাকে, আর সন্তান তার ভেতরে থেকে তার খাদ্য থেকে যা পৌঁছে তা দ্বারা পুষ্টি লাভ করে ও বেড়ে ওঠে? এই প্রতিটি সম্ভাবনাই অসম্ভাব্যতা থেকে মুক্ত নয় — যা গোপন নয়।"

আলবানী রহিমাহুল্লাহ "আস-সিলসিলাতুদ দাঈফাহ"-তে (১২/৬০৮) বলেছেন:

«أين الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولا وعلى التزاوج الشرعي ثانياً»

"প্রথমত সন্তান জন্মলাভের ওপর এবং দ্বিতীয়ত শরঈ বিবাহের ওপর শরঈ ও আকলী দলিল কোথায়?"

আমি বলি: এই মতকে যা আরও শক্তিশালী করে তা হলো আল্লাহ সুবহানাহুর এই বাণী:

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١]

"আর তিনি তাদের দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১]

আয়াতটি এ কথা জানায় যে, মানবজাতির বিস্তার সাব্যস্ত হয় তাদের নিজেদের মধ্যকার বংশবিস্তারের পথে — তাদের বাইরের কোনো শরীক ছাড়াই।

আর পাঠকদের কাছে হয়তো আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি সমস্যাজনক মনে হতে পারে:

﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ﴾ [الإسراء: ٦٤]

"আর তুমি তাদের সঙ্গে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৪]

কিন্তু আমরা (الرد على الشبه) — "সংশয়ের জবাব" — শীর্ষক অধ্যায়ে এই অংশীদারিত্বের অর্থ তার সব প্রকারভেদসহ স্পষ্ট করেছি। তার একটি হলো, শয়তান নুতফায় ফুঁ দিয়ে তা নষ্ট করার চেষ্টা করে, এবং সহবাসের সময় এ ধরনের আরও কিছু করে — এই নয় যে পুরুষ যেভাবে সহবাস করে সে-ও সেভাবে সহবাস করে; কারণ সে এতে সক্ষম নয়, যদি না সে মানব-ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এবং আল্লাহ তাকে ঐ নারীর ওপর ক্ষমতা দিয়ে দেন।

তৃতীয় মত: বিস্তারিত পার্থক্য করা (তাফসীল)। তাঁদের কেউ বলেছেন: মানব-ব্যক্তি কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করলে সন্তান জন্মলাভ ঘটে, আর জিন কোনো মানবী নারীকে বিবাহ করলে ঘটে না। তাঁদের আবার কেউ ভিন্ন আরেকটি তাফসীল করেছেন, তা হলো: জিন্নিয়া যদি "ভারী" হয়, তবে সে মানব-ব্যক্তি থেকে গর্ভধারণ করতে পারে; আর যদি "হালকা" হয়, তবে তার থেকে গর্ভধারণ করতে পারে না। তাঁরা আরও বলেছেন: জিন যদি কোনো মানবী নারীকে বিবাহ করে, তবে তার নুতফা নিছক বাতাস ছাড়া কিছু নয়। আর কোনো কোনো লেখক শোরগোল তুলে বলেছেন: "মানব-ব্যক্তির ঔরসে জিন্নিয়ার গর্ভে জন্ম নেওয়া পুত্রকে তার পিতা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।"

আমি বলি: জিনের সঙ্গে পরস্পর-বিবাহকারীদের মধ্যে বংশবিস্তার সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সন্তান জন্মলাভ উভয় দিক থেকেই ঘটে — যেমন এই হাদীস:

«إن أبا بلقيس كان جنياً»

"নিশ্চয়ই বিলকীসের পিতা ছিলেন জিন।"

আর এক বর্ণনায় রয়েছে: তার মা ছিলেন জিন্নিয়া। আর এই হাদীস:

«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم»

> "কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের নারীদের গর্ভে জিনের সন্তানরা তোমাদের মধ্যে বেড়ে যায়।"

তবে এগুলো মুনকার হাদীস; কোনো অবস্থাতেই এগুলোর ওপর নির্ভর করা জায়েয নয়।

আর আমি যা মনে করি এবং যাকে প্রাধান্য দিই তা হলো: মানব-ব্যক্তি কোনো জিন্নিয়াকে বিবাহ করলে তার থেকে তার সন্তান হয় না; কারণ সে তার সামনে মানবী নারীর আকৃতি ধারণ করে, যতক্ষণ না সে তার থেকে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে; তারপর সে নিজের সৃষ্টির মূল রূপে ফিরে যায়। আর এটিই তার গর্ভধারণের পথে বাধা।

আর কোনো মানব-ব্যক্তি যদি বলে: "আমি এক জিন্নিয়াকে বিবাহ করেছি এবং তার থেকে আমার সন্তান হয়েছে" — তবে তা কেবল সেই অনুযায়ী, যা সে (জিন্নিয়া) তাকে জানায় এবং তার সামনে যা কল্পনা করে দেখায়। কারণ সে যেমন দাবি করে, তেমন সন্তান যদি তার সঙ্গে থেকেও থাকে, তবে তারা জিনদেরই কেউ, যারা মানুষের সন্তানের রূপ ধারণ করে; আর সে তার কাছে এই মিথ্যা বলে যে, তারা তারই সন্তান। সে তার সামনে এমন সন্তানও হাজির করতে পারে, যারা তার নিজের আকৃতি ও গড়নে রূপ ধারণ করে, ফলে সে ধারণা করে যে তারা তার ঔরসজাত — অথচ তারা জিন। আবার সে মিথ্যুকও হতে পারে — তার সঙ্গে আদৌ কোনো সন্তান নেই; কিংবা সে তাকে অন্য জিনদের সন্তান দেখায় এবং দাবি করে যে তারা তার ঔরসজাত।

আর জিন যদি কোনো মানবী নারীকে বিবাহ করে, তবে সে তার থেকে গর্ভধারণ করে না; কারণ সে তার সেই সৃষ্টিগত রূপে তার সঙ্গে মিলিত হয় না, যে রূপ থেকে তাদের বংশবিস্তার ঘটে থাকে — কেননা সহবাসের সময় সে মানব-ব্যক্তির আকৃতিতে রূপ ধারণ করে, আর প্রকৃতি ভিন্ন।

সন্তান জন্মলাভ নিয়ে তিন মত

মত	বক্তব্য
প্রথম: সন্তান জন্মায়	ইবনে তাইমিয়্যাহ; লেখক: এ মতের পক্ষে নাকলী বা আকলী দলিল জানি না, কিসসা-কাহিনিই ভিত্তি
দ্বিতীয়: জন্মায় না	মাওয়ার্দী: দৈহিক ও রুহানী ভিন্ন, মিশ্রণ ও বংশবিস্তার অসম্ভব; ইবনে আতিয়্যাহ, আলূসী, আলবানী; আন-নিসা ১ দ্বারা শক্তিশালী, লেখকের মতে
তৃতীয়: বিস্তারিত পার্থক্য	মানব-ব্যক্তি জিন্নিয়াকে বিবাহ করলে হয়, জিন মানবীকে বিবাহ করলে হয় না; অথবা জিন্নিয়া 'ভারী' হলে হয়, 'হালকা' হলে হয় না
লেখকের প্রাধান্য	মানব-ব্যক্তির সন্তান হয় না; জিন মানবীকে বিবাহ করলে গর্ভধারণও নয়, কারণ সহবাসে রূপ ধারণ ও প্রকৃতি ভিন্ন

শেষ সারি লেখকের নিজস্ব প্রাধান্য

আরেকটি মাসআলা: জিন কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করলে তার ওপর কি গোসল

ওয়াজিব?

এ মাসআলাটিতে আলিমদের কথা অনেক বেড়েছে। তাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত — কেউ গোসল ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন, আর কেউ ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেন; এটিই প্রসিদ্ধ। আর তাঁদের কেউ কেউ একটি উত্তম তাফসীল করেছেন, তা হলো: জিন যদি মানব-ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এবং মানবী নারীর সঙ্গে সহবাস করে, তবে এখানে তার ওপর গোসল ওয়াজিব। আর যদি সে রূপ ধারণ না করে, বরং নারী কেবল এতটুকু অনুভব করে যে তার লজ্জাস্থানে কিছু একটা নড়াচড়া করছে — যেন কেউ তার সঙ্গে সহবাস করছে — তবে এখানে তার বীর্যপাত হয়ে থাকলে সে গোসল করবে; কারণ তার হুকুম স্বপ্নদোষগ্রস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তির হুকুমের মতো: বীর্যপাত ঘটলে তার ওপর গোসল ওয়াজিব, নিছক এই ধারণার ভিত্তিতে নয় যে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে। আর এই মতটিই রাজিহ।

আর একটি তৃতীয় রূপ বাকি রয়ে গেছে, যার প্রতি কাউকে মনোযোগ দিতে আমি দেখিনি। তা হলো: নারী যদি অনুভব করে যে জিন তার ওপরে রয়েছে এবং পুরুষের মতোই তার সঙ্গে সহবাস করছে, কিন্তু সে তার ব্যক্তিসত্তাকে দেখতে পাচ্ছে না — তবে রাজিহ মত হলো, সে গোসল করবে; কারণ এই রূপটি হুকুমের দিক থেকে প্রথম রূপের সঙ্গেই যুক্ত হবে, অর্থাৎ সেই রূপ যেখানে জিন মানবী নারীর সঙ্গে সহবাস করে এবং সে তার ব্যক্তিসত্তাকে নিজের স্বামী কিংবা অন্য কারও রূপে দেখতে পায়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

জিনের সহবাসে গোসল

রূপ	বিধান
জিন মানব-ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে সহবাস করে	গোসল ওয়াজিব
রূপ ধারণ নেই; নারী কেবল অনুভব করে, বীর্যপাত হলে	গোসল করবে, স্বপ্নদোষগ্রস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তির হুকুমের মতো
জিন ওপরে থেকে সহবাস করছে, কিন্তু তার সত্তা দেখা যায় না	রাজিহ: গোসল করবে; হুকুমে প্রথম রূপের সঙ্গে যুক্ত

আলিমগণ মূলত দুই ভাগে: ওয়াজিব বলেন বা না বলেন। প্রথম দুই সারি কতিপয় আলিমের তাফসীল, যাকে লেখক উত্তম ও রাজিহ বলেছেন; তৃতীয় সারি লেখকের নিজের সংযোজন

সূফিবাদীদের সামনে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে জিনের খেলা

এই অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে; কারণ জিনের পক্ষ থেকে পারস্পরিক বিবাহ সংঘটিত হয় কেবল মানুষের সামনে জিনের আত্মপ্রকাশ এবং সেদিকে মানুষকে তাদের আহ্বান জানানোর পথ ধরেই। আর সূফিবাদীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই পরীক্ষায় নিপতিত — তারা গর্ব করে যে, জিন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে, তারা জিনের সঙ্গে কথা বলে এবং জিনের কাছ থেকে গ্রহণ করে। এ মাসআলাটি আরও স্পষ্ট করার জন্য যতটুকু বর্ণনা করা সহজ, আমরা ততটুকু উদ্ধৃত করছি:

"মানাকিবুশ শাইখ আবদুল কাদির আল-কীলানী" গ্রন্থে রয়েছে:

«أنه جاءه بعض أهل بغداد وذكر أن له بنتاً اختطفت من سطح داره وهي بكر، فقال له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى خراب الكرخ واجلس عند التل

الخامس، وخط عليك دائرة في الأرض وقل وأنت تخطها: باسم الله على نية عبد القادر. فإذا كان فحمة العشاء مرت بك طوائف من الجن على صور شتى فلا يروعك منظرهم، فإذا كان السحر مر بك ملكهم في محفل منهم فيسألك عن حاجتك فقل: قد بعثني إليك عبد القادر واذكر له شأن ابنتك. قال: فذهبت وفعلت ما أمرني به الشيخ فمر بي صور مزعجة المنظر ولم يقدر أحد منهم على الدنو من الدائرة التي أنا فيها، وما زالوا يمرون زمراً زمراً إلى أن جاء ملكهم راكبا فرسا وبين يديه أمم منهم، فوقف بإزاء الدائرة وقال: يا إنسي ما حاجتك؟ قال: قلت: قد بعثني إليك الشيخ عبد القادر. فنزل عن فرسه وقبل الأرض وجلس خارج الدائرة وجلس من معه ثم قال لي: ما شأنك؟ فذكرت له قصة ابنتي فقال لمن حوله: عليَّ بمن فعل هذا. فأتي بمارد ومعه ابنتي فقيل له: إن هذا مارد من مردة الصين، فقال له: ما حملك على أن اختطفت من تحت ركاب القطب. فقال: إنها وقعت في نفسي فأمر به فضربت عنقه وأعطاني ابنتي فقلت: ما رأيت كالليلة في امتثالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم، إنه لينظر من داره إلى مردة الجن وهم بأقصى الأرض فينفرون من هيبته»

"বাগদাদের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জানাল যে, তার একটি কুমারী মেয়েকে তার বাড়ির ছাদ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। শাইখ তাকে বললেন: আজ রাতে কারখের ধ্বংসাবশেষে যাও এবং পঞ্চম টিলার কাছে বসো; আর মাটিতে নিজের চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকো এবং আঁকার সময় বলো: 'বিসমিল্লাহি আলা নিয়্যাতি আবদিল কাদির' (আবদুল কাদিরের নিয়্যতে আল্লাহর নামে)। এরপর ইশার ঘন অন্ধকার নামলে তোমার পাশ দিয়ে নানা আকৃতিতে জিনের দলগুলো যাবে — তাদের দৃশ্য যেন তোমাকে ভীত না করে। আর যখন সাহরির সময় হবে,

তখন তোমার পাশ দিয়ে যাবে তাদের বাদশাহ, তাদের এক সমাবেশের মধ্যে; সে তোমাকে তোমার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করবে। তখন তুমি বলবে: আমাকে তোমার কাছে আবদুল কাদির পাঠিয়েছেন — এবং তার কাছে তোমার মেয়ের ঘটনা উল্লেখ করবে। লোকটি বলল: আমি গেলাম এবং শাইখ আমাকে যা আদেশ করেছিলেন তা করলাম। তখন আমার পাশ দিয়ে ভয়ংকর দৃশ্যের আকৃতিগুলো যেতে লাগল, কিন্তু আমি যে বৃত্তের ভেতরে ছিলাম তার কাছে তাদের কেউই আসতে পারল না। তারা দলে দলে যেতেই থাকল, শেষ পর্যন্ত তাদের বাদশাহ এলো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, আর তার সামনে ছিল তাদের অসংখ্য দল। সে বৃত্তের বরাবর দাঁড়িয়ে বলল: হে মানব-ব্যক্তি, তোমার প্রয়োজন কী? তিনি বলেন: আমি বললাম: আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন শাইখ আবদুল কাদির। তখন সে তার ঘোড়া থেকে নামল, মাটিতে চুম্বন করল এবং বৃত্তের বাইরে বসল; তার সঙ্গীরাও বসল। এরপর সে আমাকে বলল: তোমার ব্যাপার কী? আমি তার কাছে আমার মেয়ের ঘটনা বললাম। তখন সে তার চারপাশের লোকদের বলল: যে এ কাজ করেছে তাকে আমার কাছে হাজির করো। তখন এক মারিদকে আনা হলো, আর তার সঙ্গে ছিল আমার মেয়ে। তাকে বলা হলো: এ হলো চীনের অবাধ্য জিনদের একজন মারিদ। সে তাকে বলল: কীসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল যে, তুমি কুতুবের পাদানির নিচ থেকে (তাকে) ছিনিয়ে নিলে? সে বলল: সে আমার মনে ধরে গিয়েছিল। তখন সে তার ব্যাপারে আদেশ দিল, ফলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো এবং সে আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। আমি বললাম: শাইখ আবদুল কাদিরের আদেশ পালনে তোমার এই আনুগত্যের মতো (দৃশ্য) আমি আজ রাতের আগে কখনো দেখিনি। সে বলল: হ্যাঁ, তিনি তো নিজের ঘর থেকেই জিনের অবাধ্যদের দিকে তাকান যখন তারা পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে থাকে, আর তারা তাঁর হায়বত (প্রতাপ) থেকে পালিয়ে যায়।"

এই বর্ণনারই ধারাবাহিকতায় রয়েছে:

«وأن الله إذا أقام قطباً مكنه من الجن والإنس»

"আর আল্লাহ যখন কাউকে 'কুতুব' বানান, তখন তিনি তাকে জিন ও মানুষের ওপর ক্ষমতা দেন।"

— "হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা" (১/১৯৪–১৯৫) থেকে উদ্ধৃত।

আর আবুল কাসিম আল-জুনাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«سمعت سريا السقطي رحمه الله يقول: كنت يوما مارا في البادية فآواني الليل إلى جبل لا أنيس فيه، فبينا أنا في جوف الليل ناداني مناد فقال: لا تدور القلوب في الغيوب حتى تذوب النفوس من مخافة فوت المحبوب، فأجبت فقلت: أجني ينادي أم إنس؟ فقال: بل جني مؤمن بالله سبحانه ومعي إخواني، فقلت: وهل عندهم عندك؟ قال: نعم وزيادة، قال: فناداني

الثاني منهم فقال: لا تذهب من البدن الفترة إلا بدواة الفكرة. قال: قلت في نفسي: ما أنفع كلام هؤلاء. فناداني الثالث فقال: من أنس به في الظلام نشرت له غدا الأعلام. قال فصعقت، فلما أفقت إذا أنا بنرجسة على صدري فشممتها فذهب عني ما كان بي من الوحشة واعتراني من الأنس، فقلت: وصية رحمكم الله. فقالوا: أبى الله أن يحيي بذكره ويأنس به إلا لقلوب المتقين فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع وفقنا الله وإياك، ثم ودعوني ومضوا وقد أتى عَلَيَّ حين وأنا أرى برد كلامهم في خاطري»

"আমি সারী আস-সাকাতী রহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি: আমি একদিন মরুপ্রান্তরে চলছিলাম; রাত আমাকে এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল, যেখানে কোনো সঙ্গী ছিল না। আমি যখন গভীর রাতের মধ্যে ছিলাম, তখন এক আহ্বানকারী আমাকে ডেকে বলল: 'অন্তরগুলো গায়েবের জগতে ঘোরে না, যতক্ষণ না প্রিয়জনকে হারানোর ভয়ে প্রাণগুলো গলে যায়।' আমি উত্তর দিয়ে বললাম: যে ডাকছে সে কি জিন, না মানুষ? সে বলল: বরং আমি এক জিন, আল্লাহ সুবহানাহুর ওপর ঈমান আনয়নকারী; আর আমার সঙ্গে আমার ভাইয়েরা আছে। আমি বললাম: তোমার কাছে কি তাদেরও (এমন কথা) আছে? সে বলল: হ্যাঁ, আরও বেশি। তিনি বলেন: তখন তাদের দ্বিতীয়জন আমাকে ডেকে বলল: 'চিন্তার কলম-দোয়াত ছাড়া দেহ থেকে অবসাদ দূর হয় না।' তিনি বলেন: আমি মনে মনে বললাম: এদের কথা কত উপকারী! তখন তৃতীয়জন আমাকে ডেকে বলল: 'যে অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পেল, আগামীকাল আমি তার জন্য পতাকা উড়িয়ে দেব।' তিনি বলেন: তখন আমি অচেতন হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি আমার বুকের ওপর একটি নার্গিস ফুল; আমি তা শুঁকলাম, ফলে আমার ভেতরে যে নিঃসঙ্গতার ভীতি ছিল তা চলে গেল এবং আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি এলো। আমি বললাম: (আমাকে) একটি অসিয়ত করুন, আল্লাহ আপনাদের রহম করুন। তারা বলল: আল্লাহ অস্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর যিকরের মাধ্যমে জীবিত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দান করবেন — মুত্তাকীদের অন্তরগুলো ছাড়া। সুতরাং যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কিছুতে লোভ করল, সে এমন জায়গায় লোভ করল যেখানে লোভের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদের ও তোমাকে তাওফীক দিন। এরপর তারা আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। আর আমার ওপর দীর্ঘ একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে এই অবস্থায় যে, আমি তাদের কথার শীতলতা আমার অন্তরে অনুভব করছিলাম।"

— "হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা" (১/১৯৫) থেকে উদ্ধৃত।

আর "কিফায়াতুল মুতাকিদ ওয়া নিকায়াতুল মুনতাকিদ" গ্রন্থেও — যা আমাদের শাইখ আল-ইয়াফিঈর রচনা — সারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«كنت أطلب رجلا صديقاً مدة من الأوقات، فمررت يوما في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمنى وعميان ومرضى فسألت عن حالهم فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة فيدعوا لهم فيجدون الشفاء، قال: فمكثت حتى خرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره فأدركته وتعلقت به، وقلت له: بي علة باطنة فما دواؤها؟ فقال: يا سري خلي عني فإنه غيور، وإياك أن يراك تأنس إلى غيره فتسقط من عينه ثم تركني وذهب»

"আমি কিছুকাল ধরে এমন একজন মানুষ খুঁজছিলাম যে বন্ধু হতে পারে। একদিন আমি কোনো এক পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি একদল পঙ্গু, অন্ধ ও রোগী। আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল: এখানে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি বছরে একবার বের হন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন, ফলে তারা আরোগ্য লাভ করে। তিনি বলেন: আমি অপেক্ষায় রইলাম, শেষ পর্যন্ত তিনি বের হলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন, ফলে তারা আরোগ্য পেল। আমি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করলাম, তাঁকে পেয়ে গেলাম এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম। আমি তাঁকে বললাম: আমার ভেতরে একটি গোপন ব্যাধি আছে, তার ওষুধ কী? তিনি বললেন: হে সারী, আমাকে ছেড়ে দাও; কারণ তিনি (আল্লাহ) গায়ূর (আত্মমর্যাদাশীল)। আর সাবধান! তিনি যেন তোমাকে এমন অবস্থায় না দেখেন যে তুমি তাঁকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুঁজছ, ফলে তুমি তাঁর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাও। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

— পূর্বোক্ত সূত্র থেকে উদ্ধৃত।

আর আল-গুমারী তাঁর গ্রন্থ "আল-হাবী ফী ফাতাওয়া আল-গুমারী"-তে (পৃ. ৭০) উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেছেন:

«وكان من علماء المغرب يعلمون الجن القرآن ويلقنهم في الطريق»

"আর মাগরিবের আলিমদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন, যাঁরা জিনদের কুরআন শেখাতেন এবং পথের মধ্যেই তাদের তালকীন দিতেন।"

আর জিনের শয়তানরা সূফিবাদীদের নিয়ে কতই না খেলেছে! কখনো তারা তাদের সামনে এই দাবিতে আত্মপ্রকাশ করে যে, তারাই আল্লাহ জাল্লা জালালুহু; কখনো এই দাবিতে যে, তারা ফেরেশতা; আবার কখনো এই দাবিতে যে, তারা নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি — এ ছাড়াও আরও নানা দাবিতে। এমনকি আবু আহমদ আশ-শীরাযী বলেছেন:

«كان الصوفية يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم»

"সূফিবাদীরা শয়তানকে নিয়ে ঠাট্টা করত, আর এখন শয়তান তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে।"

— "ইগাসাতুল লাহফান" (১/১২৫) থেকে উদ্ধৃত।

আর পূর্বোক্ত সূত্রেই (১/১৯৫-১৯৬) হুবহু এই কথা রয়েছে:

«روينا عن الإمام أبي الحسن علي بن الحسن ين الحسن بن محمد الخلعي نسبة إلى بيع الخلع وهو من أصحاب الشافعي وقبره معروف بالقرافة والدعاء عنده مستجاب وكان يقال له: قاضي الجن: أنه أخبر أنهم كانوا يأتون إليه ويقرأون عليه وأنهم أبطأوا عنه جمعة ثم أتوه فسألهم عن ذلك فقالوا: كان في بيتك شيء من الأترج وإنا لا ندخل بيتا هو فيه»

"আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান ইবনিল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-খুলাঈ থেকে — 'খুলা' (পুরনো পোশাক) বিক্রির দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এই নিসবত; তিনি ছিলেন শাফিঈর অনুসারীদের একজন, তাঁর কবর কারাফায় সুপরিচিত এবং তার কাছে দোয়া কবুল হয়; তাঁকে বলা হতো 'কাযিউল জিন' (জিনের বিচারক) — তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা (জিনেরা) তাঁর কাছে আসত এবং তাঁর কাছে (কুরআন) পড়ত। একবার তারা এক জুমা (সপ্তাহকাল) তাঁর কাছে আসতে দেরি করল। এরপর তারা এলে তিনি তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল: আপনার ঘরে কিছু 'উতরুজ' (লেবুজাতীয় ফল) ছিল, আর আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে তা থাকে।"

আর মাশহূর ইবনে হাসান আলে সালমান তাঁর গ্রন্থ "ফাতহুল মান্নান"-এ (১/২১২) বলেছেন:

«وللشعراني الصوفي كتاب اسمه "كشف الران عن أسئلة الجان" ذكر في مقدمته أن الجن جاؤوه وسألوه عن نحو ثمانين مسألة من مسائل التوحيد وطلبوا منه أن يجيبهم عليها، فألف هذا الكتاب تحقيقاً لرغبتهم، والكتاب مطبوع بمصر»

"আর সূফী আশ-শারানীর একটি গ্রন্থ আছে, যার নাম 'কাশফুর রান আন আসইলাতিল জান'। তিনি তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, জিনেরা তাঁর কাছে এসেছিল এবং তাওহীদের মাসআলাগুলোর মধ্য থেকে প্রায় আশিটি মাসআলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আর তাঁর কাছে দাবি জানিয়েছিল যেন তিনি সেগুলোর জবাব দেন। ফলে তিনি তাদের আগ্রহ পূরণ করতে গিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি মিসরে মুদ্রিত।"

আর সর্বাবস্থায়: সূফিবাদীদের নিয়ে শয়তানদের খেলা সম্পর্কে কথা অনেক, আর তার দৃষ্টান্তও অসংখ্য। জিনের শয়তানদের এই প্রতারণা সূফিবাদীরা কবুল করে নেওয়ার কারণে তারা ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের ওপর কতই না অপরাধ করেছে! আর লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

জিনের খেলা

সূফিবাদীদের সামনে জিনের আত্মপ্রকাশ (লেখকের বর্ণনা)

- **সম্পর্ক**
  পারস্পরিক বিবাহের পথ আত্মপ্রকাশ ও মানুষকে আহ্বান
- **সূফিবাদীরা**
  গর্ব করে যে জিন তাদের সামনে আসে ও কথা বলে
- **শয়তানদের দাবি**
  আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি
- **আবু আহমদ আশ-শীরাযী**
  সূফিবাদীরা শয়তানকে নিয়ে ঠাট্টা করত, এখন শয়তান তাদের নিয়ে

আর এই অধ্যায়ের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার এই রিসালাটির সমাপ্তি টানছি:

«سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»

"সুবহানাকাল্লাহু ওয়া বিহামদিকা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক" — হে আল্লাহ, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি; আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি আপনার

কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছেই তাওবা করি।

এক নজরে

- ★ বিবাহের নামে জিন্নিয়ার আধিপত্য সম্পর্কে লেখকের পর্যবেক্ষণ: কয়েক ডজন মুসলিম তাঁর কাছে এসেছেন
- ★ করণীয়: দুআ, তাওয়াক্কুল, ইবাদত ও শরঈ যিকর
- ★ আক্রান্তকে সাহায্য: ছলচাতুরী বর্ণনা, আত্মীয়দের আহ্বান, প্রকাশ্য প্রচারকারীকে বর্জন
- ★ সন্তান জন্মলাভ: তিন মত; লেখকের প্রাধান্য, মানব-ব্যক্তির সন্তান হয় না
- ★ গোসল: রূপভেদে বিধান; লেখকের রাজিহ মত
- ★ সূফিবাদীদের সামনে জিনের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে লেখকের সতর্কীকরণ

যাচাই করুন

1. সন্তান জন্মলাভ নিয়ে লেখকের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত কী?

ক. সন্তান হয়

খ. মানব-ব্যক্তি জিন্নিয়াকে বিবাহ করলে সন্তান হয় না

2. জিনের আহ্বানে হতভম্ব ব্যক্তির মোকাবিলা কীভাবে হবে?

ক. জিনের আদেশ মেনে

খ. দুআ, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া ও শরঈ যিকরে সুরক্ষা

3. জিন মানব-ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে সহবাস করলে লেখকের বর্ণিত বিধান কী?

ক. গোসল নেই

খ. গোসল ওয়াজিব

4. জিন ওপরে আছে অনুভূত, কিন্তু সত্তা দেখা যায় না: রাজিহ মত কী?

ক. গোসল নেই

খ. সে গোসল করবে

5. কাদের ওপর জিনের নারীরা সবচেয়ে বেশি চেপে বসে, লেখকের মতে?

ক. যিকরকারীদের

খ. আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল যুবকদের

6. ইবনে জিবরীন জিনের আক্রমণের প্রতিকার কী বলেছেন?

ক. কিছুই নয়

খ. মাসনূন দুআ, ওযীফা ও হিফাযতের আয়াত পাঠ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

টীকা

1. তোমার কাছে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, ইশক (প্রেমাসক্তি) হারাম; বহু দলিল এর প্রমাণ বহন করে।

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464